ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ২০

পাণ্ডব গোয়েন্দা

Ayan Chatterjee
Digitally signed by Ayan Chatterjee
DN: cn=Ayan Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.09.17 22:38:16 +06'00'

www.boiRboi.blogspot.com

পাণ্ডব গোয়েন্দা

নবম খণ্ড

বিংশ অভিযান

A.S.B

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৮৯৭
খুলনা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

এই লেখকের অন্যান্য বই
পাণ্ডব গোয়েন্দা সপ্তম খণ্ড
পাণ্ডব গোয়েন্দা অষ্টম খণ্ড

www.boiRboi.blogspot.com

MAH A.S.B

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি খুলনা

সাম স্যাণ্ডডিউন্‌স। এই একটি নামই বাবলুর মনের মধ্যে বারবার ঘুরপাক খেতে লাগল। কোথায় যে শুনেছে নামটা, তা কিছুতেই মনে করতে পারল না। অথচ শুনেছে। তাই ও অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। আর পঞ্চুর ওই এক রোগ। বাবলুকে চিন্তান্বিত দেখলেই ওর সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন সজাগ হয়ে ওঠে। ও দিব্যি লেজ নেড়ে-নেড়ে বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে বাবলু যতবার যাওয়া-আসা করে ততবারই ওর সঙ্গে যাওয়া-আসা করতে থাকে।

পঞ্চুর রকম দেখে হাসি পায় বাবলুর। বলে, "কী রে! তোর আবার কী হল ?"

পঞ্চু দু' পায়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডেকে উঠল, "আঁ-আঁ-আঁউ।" তার মানে, কী আবার হবে। তোমাকে চিন্তিত দেখছি, তাই এইরকম করছি।

বাবলু বলল, "সাম স্যান্ডডিউন্‌স জানিস ?"

পঞ্চু ওর পায়ে লুটোপুটি খেয়ে মুখ দিয়ে 'গোঁ-ও-ঔ' করে একটা আওয়াজ করল। অর্থাৎ কিনা এটা কি আমার জানার কথা ?

বাবলু আদর করে ওর পিঠে একটু হাত বুলিয়ে বলল, "চল, কিছুতেই যখন মনে করতে পারছি না তখন শুধু-শুধু সময় নষ্ট না করে মিত্তিরদের বাগান থেকেই একটু ঘুরে আসি চল।"

এমন সময় মা এলেন। বললেন, "এত বেলায় কোথায় চললি ?"

বাবলু বলল, "বেলা কোথায় মা ? সবে তো দশটা।"

"একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস বাপু। আমি আজ একবার ও-বাড়ির বড় বউদির সঙ্গে বরানগরের পাটবাড়ি যাব।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা মা, সাম স্যান্ডডিউন্‌স জানো ?"

"না বাবা, ওসব জানি-টানি না। তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করিস। উনি হয়তো বলতে পারবেন।"

"নামটা কোথায় যেন শুনেছি-শুনেছি মনে হচ্ছে।"

"তা শুনবে না ? যত উদ্ভট নাম তুমি ছাড়া কে শুনবে ?"

"কিন্তু এরকম কেন হচ্ছে বলো তো ? মনে আসছে-আসছে, অথচ আসছে না।"

"ও এরকম হয়। পরে এক সময় মনেও পড়ে।"

মা চলে গেলেন।

বাবলুর মনের ছটফটানিটা তবুও গেল না। সে আরও অস্থির হয়ে হঠাৎ টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে ডায়াল করল বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়ি। ওদিক থেকে বাচ্চুর গলা ভেসে আসতেই বাবলু বলল, "এই, সাম স্যান্ডডিউন্স জানিস ?"

"না। কেন বাবলুদা ?"

"আঃ, জানিস কি না বল ?"

"জানি না।"

"বিচ্ছুকে ডাক।"

বিচ্ছু কাছেই ছিল। বাচ্চু ওর হাতে রিসিভারটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "বাবলুদা।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, বিচ্ছু বলছি।"

"সাম স্যান্ডডিউন্স জানিস ?"

"সাম-স্যান্ড-ডিউন্স ? নামটা খুবই শোনা-শোনা মনে হচ্ছে। তবে 'স্যান্ডডিউন্স' মানে বালিয়াড়ি। বাবা সেদিন কাকে যেন বলছিলেন। আর 'সাম' নিশ্চয়ই কোনও জায়গার নাম। তা কী ব্যাপার বলো তো ?"

"বেস্ট অব লাক। এইবার মনে পড়েছে। ওটা রাজস্থানে থর মরুভূমিতে। কয়েকদিন আগেই একটা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছিলুম। আমি মিত্তিরদের বাগানে আছি। বিলু আর ভোম্বলকে একটা ডাক দিয়েই তোরা এক্ষুনি চলে আয়। বিশেষ দরকার।" বলে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে খবরের কাগজের বাণ্ডিল থেকে বিশেষ একটি রঙিন ক্রোড়পত্র বার করে পঞ্চুকে নিয়ে মিত্তিরদের বাগানের দিকে চলল বাবলু।

www.boiRboi.blogspot.com

মাঘ মাসের সোনাঝরা রোদ্দুর এই বেলা দশটায় যেন চনচন করছে। আকাশ কী পরিষ্কার। সাদা-সাদা মেঘখণ্ডগুলো যেন তুলোর পাহাড়ের মতো ভেসে চলেছে দূর-দূরান্তে। বাবলুর মনে পড়ে, খুব ছেলেবেলায় এই মেঘগুলোকে দেখলে ওর দারুণ ভয় করত। কেবলই মনে হত এই মেঘগুলো যদি ভাসতে-ভাসতে হুড়মুড়িয়ে ওর ঘাড়ে পড়ে তা হলে কী কাণ্ডটাই না হবে ! এইগুলো চাপা পড়েই তো মরে যাবে ও। এই ভয়ে ওইরকম ভাসা মেঘ দেখলে ঘর থেকেই বেরোত না। এখন সেই ছেলেমানুষির কথা মনে পড়লেও হাসি পায়।

মিত্তিরদের বাগানে এখন ফুলের মেলা। বেশিরভাগই গাঁদা ফুল। বাচ্চু বিচ্ছুর লাগানো। কয়েকটি শিমুলগাছও লালে লাল। বাবলু পায়ে-পায়ে এসে ওদের সেই ভাঙা বাড়ির চাতালটায় বসল। তারপর একমনে কাগজের পাতাটায় চোখ রেখে হারিয়ে গেল কল্পনার দেশে। যেখানে শুধু বালি আর উট।

একটু পরেই বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু সবাই এসে হাজির হল। ভোম্বলের হাতে কী যেন ছিল একটা ঠোঙার মধ্যে।

বাবলু বলল, "ওতে কী এনেছিস ? কোনও খাবার জিনিস নিশ্চয়ই ?"

ভোম্বল বলল, "এতে করে যা আমি নিয়ে এসেছি তা তোরা কখনও খাসনি, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।"

বাবলু বলল, "কী তবু শুনি ?"

"দিল্লি-কা-লাড্ডু। যো খায়া ও ভি পস্তায়া যো নেহি খায়া ও ভি পস্তায়া।"

বাবলু বলল, "দিল্লি-কা-লাড্ডু ! কোথায় পেলি ?"

"আমার ছোটমামা এনেছেন। আজই সকালে এসেছেন ওঁরা। মামা, মামি, মামাতো বোন সবাই এসেছে।"

"বলিস কী রে ! তা তোর মামাতো বোনকে নিয়ে এলি না কেন ?"

"আনবার নয়। ছ' মাস বয়স।"

সবাই হাসল। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে যে যার সুবিধামতো জায়গায় বসে দুটো করে লাড্ডু নিয়ে মুখে দিল। পঞ্চুও বাদ গেল না। এই সময় একটু জল পেলে হত। কিন্তু কী আর করা যাবে। খাওয়া হলে বিলু বলল,

"আমরা তো আসতামই। কিন্তু হঠাৎ এমন জরুরি তলব কেন?"

বাবলু রহস্যের হাসি হেসে বলল, "সাম স্যান্ডডিউন্‌স।"

"তার মানে?"

"সাম স্যান্ডডিউন্‌স জানিস?"

বিলু ভোম্বল দু'জনেই ঘাড় নাড়ল, "ন্‌না।"

"রাজস্থানে থর মরুভূমির বুকের ওপর আদিগন্তবিস্তৃত ঢেউখেলানো বালির স্তর, বালির ঢিপি আর উটের মিছিল যেখানে, এই দ্যাখ।" বলেই ক্রোড়পত্রের পাতাটা ওদের দিকে মেলে ধরল বাবলু।

সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখল ছবিটা। রাজস্থান সরকারের বিজ্ঞাপন এটি। বেশ কয়েকদিন আগেই কাগজে বেরিয়েছে। আসন্ন মরুমেলায় উৎসাহী ভ্রমণার্থীদের যাওয়ার জন্য রাজস্থান সরকার এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বিলু বলল, "তুই কি এই মরুমেলায় যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা করছিস?"

বাবলু বলল, "সেইজন্যই তো এমন জরুরি তলব। আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি, বিজ্ঞাপনটা যেদিন বেরিয়েছিল সেদিন অতটা মনোযোগ দিয়ে দেখিনি। মা ক্রোড়পত্রটা পড়ছিলেন। আমি পড়ছিলুম কাগজের খবর। তারপর ভুলেই গেছি। হঠাৎ চার-পাঁচদিন আগে পুরনো কাগজ বিক্রি করতে গিয়ে বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ে। তখন তাড়াহুড়োয় এটাকে নতুন কাগজের বাণ্ডিলের মধ্যে গুঁজে রাখি। আজ হঠাৎ সকাল থেকেই মনে হতে লাগল 'সাম স্যান্ডডিউন্‌স' নামটা কোথায় যেন শুনেছি অথবা পড়েছি। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। সে কী অস্বস্তিকর অবস্থা রে ভাই! মাকে জিজ্ঞেস করলাম, বলতে পারলেন না। বাচ্চুকে ফোন করলাম। ও-ও পারল না। অবশেষে বিচ্ছুই মনে পড়িয়ে দিল। এখন আমার মনে হয় এই দারুণ শীতে কোনও রহস্যের সন্ধানে নয়, জমিয়ে একটা মরু-অভিযান করলে কেমন হয়? এই সময় গেলে মরুভূমি একেবারে মরু-সাজে মেতে উঠবে। কত দেশ-দেশান্তর থেকে লোক আসবে। সাহেব মেম আসবে। গাঁও-দেহাত থেকে বিচিত্র সব পোশাক পরে রাজস্থানি লোকজন আসবে। সে এক দারুণ মজার ব্যাপার হবে।

www.boiRboi.blogspot.com

যেন রঙের বৈচিত্র্য লেগে যাবে চারদিকে। এখন তোরা যদি রাজি থাকিস...।"

বাবলুর কথাটা শেষ হওয়ার আগেই লাফিয়ে উঠল সকলে।

ভোম্বল বলল, "রাজি থাকিস মানে? আমরা এককথায় রাজি। রাজস্থান হল আমাদের স্বপ্নের দেশ। জয়পুর, আজমির, উদয়পুর, চিতোর দেখবার শখ যে কতদিনের, তা তো জানিস।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, তবে একটা কথা। আমরা কিন্তু ভবঘুরে ট্যুরিস্টদের মতো ট্রেনে-বাসে গিয়ে এক-একটা জায়গায় বুড়ি-ছোঁয়া করে ক্যামেরার ক্লিক-ক্লিক ছবি তুলেই পালিয়ে আসব না। আমরা যেখানে যাব, সেখানে গিয়ে জায়গাটা ভাল করে চষে বেড়িয়ে তবেই আসব। এবং এই যাত্রায় আমরা জয়পুর, আজমির নয়, চিতোরের কেল্লাও নয়, আমরা শুধু ডেজার্ট এরিয়াটাই ঘুরে নেব। অর্থাৎ, মরুভূমি হবে আমাদের লক্ষ্য।"

বাচ্চু বিচ্ছু বলল, "সে কী বাবলুদা! আমরা জয়পুর চিতোর দেখব না?"

"না। কেননা অধিক ভোজন কোনও যুক্তিতেই ভাল নয়। আমরা তো রাজস্থান ভ্রমণে যাচ্ছি না। আমরা যাচ্ছি মরুভূমি দেখতে।"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। যা হয় সেই ভাল। এখন কবে যাবি সেই কথাটাই বল।"

"কবে আবার? আজকালের মধ্যেই দিনটা ঠিক করে নেব। কেননা গেলে দু-একদিনের মধ্যেই বেরোতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য তো শুধু মরুভূমি দেখা নয়, মরু-মেলা।"

বাচ্চু বিচ্ছু বলল, "ঠিক। শুধু মরুভূমি দেখতে গেলে বছরের যে-কোনও সময়েই যাওয়া যেতে পারে। আমরা যাব থর মরুভূমির বুকে মরু-উৎসব দেখতে।"

বাবলু বলল, "তার আগে আমরা গাইড-বুক দেখে টাইম টেবল দেখে যাওয়ার ব্যাপার-স্যাপারগুলো বুঝে নিই। তারপর দিন ঠিক করেই কেটে নেব টিকিটগুলো। হয়তো কাল সকালেই হাওড়া স্টেশনে চলে যাব টিকিট কাটতে।"

ভোম্বল বলল, "একেই বলে ভাগ্য।"

পাবলিক ... স্থাপিত-১৮৯৭

"কেন ?"

"প্রত্যেক শুভ কাজেই একটা করে শুভ লক্ষণ দেখা দেয়। আমরাও সেইরকম সঙ্কেত পেয়েছি। অতএব যাওয়া আমাদের আটকায় কে ?"

বাচ্চু বিচ্চু বলল, "আমাদের শুভ লক্ষণটা কীরকম ?"

"যে-মুহূর্তে আমাদের রাজস্থান যাওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে সেই মুহূর্তেই ছোটমামা এসে হাজির হয়েছেন। এর চেয়ে আশাপ্রদ আর কিছু হতে পারে কি ?"

বাবলু উল্লসিত হয়ে বলল, "তাই তো রে। এটা তো ভেবে দেখিনি। তোর ছোটমামা যখন দিল্লির বাসিন্দা তখন উনিই তো আমাদের সঠিক পথনির্দেশ দিতে পারবেন। ওঁর চেয়ে ভাল গাইড আমরা কোথায় পাব ?"

"তবে ! খেয়েদেয়েই তোরা দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে চলে আয়। আমার মামা দিল্লি থেকে প্রায়ই জয়পুর, বিকানির যান শুনেছি। কাজেই থর মরুভূমির বালিতে আমরা কীভাবে পা রাখব, সেটা উনিই ভাল বলতে পারবেন।"

বাবলু বলল, "আমরা খেয়েদেয়েই তোদের বাড়িতে চলে আসছি। আজই আমরা সবকিছু জেনেশুনে যাওয়ার দিন ঠিক করব। তারপর কাল সকালেই থ্রি-টিয়ারের টিকিট কাটব হাওড়া স্টেশনে গিয়ে।"

বাচ্চু বিচ্চু তো আনন্দে নেচে উঠল। পঞ্চুও একটা ডিগবাজি খেয়ে ডেকে উঠল, "ভৌ, ভৌ-ভৌ।"

ভোম্বলের ছোটমামা মুকুল রায় দিল্লির নরোজি নগরে থাকেন। দীর্ঘ উন্নত সুন্দর চেহারা। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। কথায়-কথায় গুনগুন করেন। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ঘরের মধ্যে জাঁকিয়ে বসে খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ভোম্বলের মা রাজধানীর কথাবার্তা জানতে চাইছিলেন আর ছোটমামা উত্তর দিচ্ছিলেন এক-এক করে।

এমন সময় বাবলু বিলু বাচ্চু বিচ্চু এসে হাজির। এরা সবাই ছোটমামার পরিচিত। ওদের দেখেই ছোটমামা সহাস্যে বলে উঠলেন, "এই তো পঞ্চপাণ্ডবের দল, সবাই হাজির দেখছি। তা এবার কি হস্তিনাপুর যাত্রা ?"

www.boiRboi.blogspot.com

বাচ্চু বিচ্চু অবাক বিস্ময়ে বলল, "হস্তিনাপুর !"

বাবলু বলল, "দিল্লির প্রাচীন নাম।"

বিলু বলল, "মামাবাবু, আপনি এসে পড়ায় আমাদের যে কী উপকার হয়েছে তা কী বলব। সবে আমরা ঠিক করছি থর মরুভূমি দেখতে যাব, এমন সময় আপনার আবির্ভাব। কীভাবে যাব না-যাব, কোথায় থাকব একটু যদি বলে দেন তো খুব ভাল হয়। আমরা মরুভূমি কখনও দেখিনি। গোবি-সাহারায় তো যেতে পারব না। তাই আমরা থর মরুভূমিই দেখব বলে ঠিক করেছি। উটের পিঠে চাপব। বালির সমুদ্র দেখব। কত কী করব। তার ওপর সামনেই মাঘী পূর্ণিমায় মরু-মেলা। দারুণ উৎসব সেখানে। মরুভূমিতে এখন সাজ-সাজ রব। কাজেই এই মওকা আমরা ছাড়ছি না।"

ছোটমামা বললেন, "তা হলে তো আর সময় নেই। এই সময় ওখানে একটা মেলা হয় শুনেছি। আমার অবশ্য যাওয়া হয়নি কখনও। থরে গেছি। ভারী চমৎকার জায়গা। ওখানে গেলে মনে হবে, ভারতে নয়, যেন আরব্য রজনীর দেশে পৌঁছে গেছি। তবে এখন কিন্তু ওখানে খুব শীত।"

বাবলু বলল, "তা হোক। মেলাটা কতদিন থাকে ?"

"তা তো বলতে পারব না। ওখানকার মেলা সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই নেই। সপ্তাখানেক নিশ্চয়ই থাকবে।"

বাবলু বলল, "আমরা বড়জোর তিন-চারদিন থাকব। এখন বলুন কীভাবে যাব আমরা ?"

"শোনো তবে। থর মরুভূমি যেতে গেলে যে-কোনও রুট দিয়েই হোক জয়শলমির যেতেই হবে তোমাদের। আর জয়শলমির যেতে গেলে যোধপুর অথবা বিকানির ছাড়া পথ নেই। কেউ-কেউ অবশ্য আগ্রা থেকে জয়পুর আজমির মাড়োয়ার হয়ে বারমের দিয়েও যায়, তবে সেটা খুব একটা সহজ পথ নয়।"

"আমরা তা হলে কীভাবে যাব ?"

"তোমরা দিল্লি থেকে যোধপুর মেলে যোধপুর কিংবা বিকানির মেলে বিকানির হয়ে জয়শলমির যাও। যদি যোধপুর দিয়ে যাও তা হলে ওখানে

দু-একটা দিন বিশ্রাম করে ওখানকার বিখ্যাত মেহেরনগড় ফোর্ট, যশোবন্ত থারা, উমেদ ভবন, বালসমন্দ হ্রদ, মাণ্ডোর গার্ডেন দেখে দিনের অথবা রাতের গাড়িতে জয়শলমির চলে যাও। আর বিকানির দিয়ে যদি যাও তা হলে দিল্লি থেকে বিকানির মেলে বিকানির গিয়ে সেখানেও যা-কিছু দেখবার দেখে বাসে করে থর মরুভূমির ওপর দিয়ে চলে যাও জয়শলমির। জয়শলমির গেলে কেল্লা, হাবেলি আর মরুভূমি দেখে মন ভরে যাবে। আসলে যোধপুর, বিকানির, জয়শলমির সবই ওই থর মরুভূমির ওপর। ট্রেনেই যাও আর বাসেই যাও, মরুভূমির ওপর দিয়েই যেতে হবে। তবে তোমরা মরুভূমির যে রূপ দেখতে চাইছ তা দেখতে গেলে যেতে হবে 'সামে'-এ। সাম স্যান্ডডিউন্স।"

ভোম্বল সোল্লাসে গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বার করে বলল, "ইয়াহা। আমরা তো ওই দেখতেই যাচ্ছি।"

"যাও, দেখে এসো। মন ভরে যাবে।"

"আমরা তা হলে কীভাবে এবং কোন দিক দিয়ে যাব বলুন?"

"ওই তো বললাম, যেদিক দিয়ে ইচ্ছে যেতে পারো। হয় বিকানির, নয় যোধপুর। তবে আমি বলি কি, তোমরা দিল্লি হয়ে প্রথমেই বিকানির যাও। ওখান থেকে বাসে করে চলে যাও জয়শলমির। সেখানে দু-চারদিন থেকে মেলা দেখে রাতের অথবা দিনের গাড়িতে চলে এসো যোধপুর। তারপর আবার দিল্লি হয়ে বাড়ি।"

ভোম্বলের মা বললেন, "যদি দিল্লি দিয়েই যেতে হয় তোমাদের, তা হলে কিন্তু তোমরা কালকা মেলে যেয়ো। দিল্লি-কালকা কখন পৌঁছচ্ছে দিল্লিতে?"

ছোটমামা বললেন, "রাত্রি আটটা নাগাদ।"

"ওখান থেকে বিকানিরের ট্রেন কখন?"

"রাত ন'টায়।"

"ওরে বাবা, কালকা যদি লেট করে তা হলেই তো গেল।"

"সারারাত স্টেশনে পড়ে থাকতে হবে।"

"এর পরে আর কোনও গাড়ি নেই?"

"না। একেবারে সেই সকালে।"

www.boiRboi.blogspot.com

"তার চেয়ে বাপু দিনের বেলায় পৌঁছনো যায় এমন কোনও গাড়িতেই যাক ওরা।"

ছোটমামা বললেন, "ওদের জন্য এ· সি· এক্সপ্রেসটাই ঠিক। এখান থেকে বেলা দশটা নাগাদ ছেড়ে পরদিন ওই একই সময়ে নিউ দিল্লি পৌঁছবে। সেখানে সারাটা দিন অফুরন্ত সময়। ইচ্ছে করলে ওখানকার বিড়লা মন্দির, কালীবাড়ি দেখে যে-কোনও লোক্যাল ধরে দিল্লি চলে আসুক। তারপর স্টেশনেই স্নান-খাওয়া করে পারলে পায়ে হেঁটে লালকেল্লাটাও দেখে নিক। তারপর রাতের গাড়িতে চলে যাক বিকানিরে।"

বাবলু বলল, "দি আইডিয়া। আমরা ওই গাড়িতেই যাব। কেননা রেলের অবস্থা আমাদের খুব ভালভাবেই জানা হয়ে গেছে। কাজেই অযথা দিল্লি-কালকায় যেতে গিয়ে রিস্ক নিয়ে লাভ নেই। কালই টিকিট কাটছি আমি।"

আনন্দের বন্যা বয়ে গেল যেন সকলের মনে। যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক হতেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। এখন শুধু টিকিট পাওয়ার অপেক্ষা।

॥ ২ ॥

মরু-অভিযানের আনন্দে এমনই মেতে উঠল ওরা যে, সে-রাতে ঘুমই হল না কারও। সবাই ভাবল কতক্ষণে সকাল হয়।

সকাল অবশ্য একসময় হল। সকাল ঠিক নয়, ভোর।

বাবলুও প্রতিদিনের মতো বেরোল পঞ্চুকে নিয়ে মর্নিং ওয়াক করতে। মিত্তিরদের বাগানে এসেই দেখে অদ্ভুত ব্যাপার। বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্চু সবাই বসে আছে।

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "ব্যাপার কী রে! তোরা এমন সময়?"

বিলু বলল, "যাওয়ার আনন্দে ঘরে একদম মন বসছে না। তাই সবাই ছুটে এসেছি ভোর না হতেই। এবার থেকে ভাবছি আমরাও রোজ তোর মতো মর্নিং ওয়াক করব।"

ভোম্বল বলে, "আমারও খুব ইচ্ছে করে তোর মতো ভোর-ভোর উঠতে। কিন্তু পারি না। বেলা আটটার আগে আমার ঘুমই ভাঙতে চায়

না।"

বাবলু বলল, "কেন, একটা এলার্ম দেওয়া ঘড়ি রাখলেই তো পারিস ?"

"ঘড়ি তো আছে। চেষ্টাও করেছি। কিন্তু ঠ্যালা সামলেছি পরে। বেলা দশটার পর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েও ঘোড়ার মতো ঘুমিয়েছি।"

ভোম্বলের কথায় সবাই হেসে উঠল হো-হো করে।

ওরা কথা বলতে-বলতে যখন ওদের সেই ভাঙা বাড়িটার কাছে এসে পৌঁছল তখন দেখল কোত্থেকে এক সাধুবাবা এসে ত্রিশূল পুঁতে ধুনি জ্বালিয়ে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন সেখানে। যেমন বিচ্ছিরি দেখতে, তেমনই কিটকিটে কালো গায়ের রং। পরনে লাল চোল। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। মাথায় দীর্ঘ জটা। বেঁটেখাটো খেঁকুরে চেহারা। খাঁটি ফক্কড় যাকে বলে ঠিক তাই।

এই না দেখেই পঞ্চু তো ভৌ-ভৌ করে তেড়ে গেল।

বাবাজির কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। পঞ্চু যতই ভৌ-ভৌ করে উনিও ততই 'ঔ-ঔ' করে ভ্যাংচান। আর মাঝে-মাঝে এক চোখ টিপে খি-খি করে সকলের দিকে তাকিয়ে হাসেন।

বাবাজির রকম দেখে বাবলুরা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তাঁর দিকে। পঞ্চু আরও রেগে যায়। কিন্তু যেহেতু বাবলুরা কিছু বলছে না তাই নিজে থেকে কিছু করতেও পারছে না ও। ওর হাঁকডাকে সবাই যেখানে ভয় পায় সেখানে এই বিটলে বাবাজি কিনা ওকেই ভ্যাংচাচ্ছে ? পঞ্চু রেগে গিয়ে আবার ডাক ছাড়ে, "ভৌ-উ-উ-উ-উ।"

বাবাজিও মুখের দু' পাশে হাত রেখে ভেংচে ওঠেন, "ঔ-উ-উ-উ-উ।"

বোঝো কারবার।

ভোম্বল একেবারে বাবাজির মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে আপনি ?"

সাধুবাবা নাকমুখ সিঁটকে বললেন, "রক্ষেকালীর বাচ্চা।"

বাচ্চু বিচ্ছু তো হেসেই গড়িয়ে পড়ল তখন। হাসতে-হাসতে পেটে খিল ধরে গেল ওদের। কী ফাজিল সাধু রে বাবা। গায়ের রং কালো হতে পারে। তাই বলে নিজেকে কেউ বলে ওই কথা ? ভারী মজার লোক

বটে। কী কথার ছিরি। বলে কিনা—।

বিলুও এবার অতিকষ্টে হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল, "তা, বাবাজির আসা হচ্ছে কোত্থেকে ?"

বাবাজি ডাঁটের মাথায় বললেন, "কৈলাস থেকে।"

বাবলু বলল, "ওরেব্বাবা। যেখানে যত বাবাজিকে দেখি সবার মুখেই শুনি ওই এক কথা। তা কৈলাসটা কোন দিকে বাবাজি ?"

বাবাজি খি-খি করে হেসে বললেন, "অতই যদি জানব তো মাথার ওপর এই আধমনি বোঝাটাকে কেন বয়ে বেড়াব বাবা ?"

ভোম্বল বলল, "আপনি এখানে এলেন কী করে ?"

"কেন, পায়ে হেঁটে।"

"হ্যাঁ, পায়ে হেঁটে তো আসতেই হবে। নাহলে মারুতি আর কে দেবে আপনাকে ? বলি, এখানে যে এইরকম একটা ডেরা আছে সেটা জানলেন কী করে ?"

"এই দ্যাখো, এটা কি জানতে হয় ? মায়ের ইচ্ছেয় ঘুরতে-ঘুরতে চলে এলুম। এখন থাকি না সুখে দিনকতক।"

ভোম্বল কঠিন গলায় বলল, "শুনুন, ওসব মায়ের ইচ্ছেয়-টিচ্ছেয় বুঝি না। এখান থেকে মানে-মানে কেটে পড়ুন দেখি।"

"অত শস্তা নয় চাঁদু। আমার গায়ে গরম জল না ঢাললে আর পুলিশের পেটানি না খেলে আমি সহজে নড়ি না কোথাও থেকে।"

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু !"

পঞ্চু ডেকে উঠল, "গর্‌র্‌র-ঘৌ।"

বাবাজি তো এক লাফে লম্বা। দু' চোখ কপালে উঠিয়ে বললেন, "পঞ্চু ! ওর নাম পঞ্চু ! মানে পঞ্চানন্দ। জয় বাবা বটুকে ভৈরব।" বলেই একেবারে পঞ্চুর সামনে লাফিয়ে পড়ে দু' হাতে জাপটে ধরলেন পঞ্চুকে।

বাবলুরা তো হাঁ-হাঁ করে উঠল। সর্বনাশ। এক্ষুনি দিল বুঝি কামড়ে। কিন্তু হতচকিত পঞ্চু তা করল না। এদিকে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বাবাজির সে কী আদর করবার ধুম। আদর করতে-করতেই নিজের গলার রুদ্রাক্ষের মালাটি পঞ্চুর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "দ্যাখ দেখি কেমন মানিয়েছে। ওরে শোন, বাবা পঞ্চানন্দর যেমন ষাঁড়, তেমনই বটুক

www.boiRboi.blogspot.com

ভৈরবের কালো কুকুর। তোদের এ কুকুর যা-তা কুকুর নয়। একে রোজ পুজো করবি। বুঝলি? এখন ছাড় দেখি কার কাছে কী মালকড়ি আছে। বাবার একটু ভোগ লাগাই। জয় বাবা।" বলেই হাত পাতলেন বাবাজি।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তো অভিভূত। পঞ্চুকে এইরকম ভগবানের পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সকলেরই মন নরম হয়ে গেল খুব। বাবলু ওর পকেট হাতড়ে সাতটি টাকা বার করে দিতেই সে কী আনন্দ বাবাজির। টাকাটা হাতে নিয়েই একবার তুড়ুক করে লাফিয়ে উঠলেন বাবাজি। তারপর বললেন, "টাকা! টাকা কী হবে রে বোকা? রামকৃষ্ণদেব কী বলেছেন জানিস না? টাকা মাটি, মাটি টাকা। টাকার কথা ভাবলে কি পেট ভরবে? যা, রসগোল্লা নিয়ে আয়। আজ মনের আনন্দে বটুক ভৈরবের ভোগ লাগাই।" বলেই পঞ্চুর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আর-একবার লাফিয়ে উঠলেন বাবাজি, "জয় বাবা বটুক ভৈরব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মুখে আর কথাটি নেই। ওরা সত্যিই বিগলিত হল বাবাজির ব্যবহারে। পঞ্চুর পায়ের ধুলো যিনি মাথায় নিতে পারেন তিনি তো মহাপুরুষ।

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আমি এক্ষুনি রসগোল্লা নিয়ে আসছি।" বলে চলে গেল বাবলু।

বাবাজি পরম সমাদরে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। পঞ্চু বেচারি কী আর করবে, সেও রাগ ভুলে জিভ লকলকিয়ে বাবাজির আদর খেতে লাগল।

একটু পরেই এক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে ফিরে এল বাবলু। অবশ্য ও একা নয়। সঙ্গে ওর মা-ও আছেন।

মা গলবস্ত্র হয়ে বাবাজিকে প্রণাম করতে যেতেই বাবাজি আর-একবার লাফিয়ে উঠলেন, "থাক মা, থাক। তুই হলি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। আর আমি হলুম গিয়ে তোর একটা কু-সন্তান। আমিই পেন্নাম করব তোকে।" বলেই ঢিপ করে একটা পেন্নাম।

যত যাই হোক সংস্কার একটা আছে। কোনও জটাজুটধারী সন্ন্যাসী কোনও গৃহবধূকে প্রণাম করলে তিনিই বা তা নেবেন কেন? বাবলুর মা বললেন, "এ কী করলেন বাবা! আপনি সাধুসন্ত লোক। আপনি আমাকে

প্রণাম করলেন কেন?"

বাবাজি বললেন, "কেন করব না? তুই যে আমার মা। সবার মা তুই।" বলেই বাবলুকে বললেন, "কই দেখি? দেখি কী এনেছিস।"

বাবলু রসগোল্লার হাঁড়িটা বাবাজিকে দিতেই বাবাজি বললেন, "ওরে বাবা। এ যে অনেক! অনেক রসগোল্লা রে! এ তো অনেক টাকার। পেট পুরে খাব।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। মা কিনে দিয়েছেন।"

বাবাজি রসগোল্লার হাঁড়িটা মাথায় নিয়ে নেচে উঠলেন একবার। তারপর কয়েকটা রসগোল্লা নিজে হাতে পঞ্চুকে খাইয়ে টপাটপ নিজেও গালে ফেললেন কয়েকটা।

বাবলুর মা বললেন, "তা বাবা, যদি কিছু মনে না করেন তো বলি। আপনার দর্শন যখন পেয়েছি তখন একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে। আজ আপনাকে আমার বাড়িতে একটু সেবা করতে যেতেই হবে। আমার বহুদিনের ইচ্ছে সাধুসেবা করাবার। আপনি নিজে থেকেই যখন এখানে এসে হাজির হয়েছেন তখন এমন সুযোগ আমি ছাড়ছি না।"

বাবাজি লাফিয়ে উঠলেন, "জয় মা, জয় মা। নিশ্চয়ই যাব। আমাকে সাধু হিসাবে নয়। তোর একটা পাগল ছেলে ভেবেই পেট ভরে দুটো খাইয়ে দে দিকিনি। ওঃ, কতদিন যে তৃপ্তি করে খাইনি।" বলেই বিচ্ছুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "খাওয়ানো তো দূরের কথা। আমার এই উত্তমকুমারের মতো চেহারা দেখলেই লোকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেয়।"

বিচ্ছু আবার কুলকুলিয়ে হেসে উঠল। এমন মজার লোক ওরা কখনও দেখেনি।

মা চলে গেলে বাবাজি বললেন, "তোরা সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রসগোল্লাগুলো খেয়ে নে।"

বাবলুরা দেরি করল না। সবাই মিলে আনন্দ করে খেতে লাগল রসগোল্লাগুলো। পড়ে রইল গোটা দুই।

বাবাজি বললেন, "যাক। আমার মা-জননীর কৃপায় অনেকদিন পরে আজ একটু ভালমন্দ খেতে পাব।" বলেই ফিক-ফিক করে হেসে বললেন,

www.boiRboi.blogspot.com

"ওরে, মাকে কখনও ঠকাতে নেই। তোদের আমি চুপিচুপি বলি শোন, আসলে সাধু-টাধু আমি কিছুই নই। সেইজন্যেই মাকে আমার পায়ে হাত দিতে দিলুম না। আমি একটা ঠগবাজ। ভেকধারী, ভণ্ড।"

ভোম্বল বলল, "সে কী! আপনার এমন জটা···!"

বাবাজি হেসে বললেন, "জটা থাকলে বুঝি সাধু হয়? তা হলে তো যার মাথায় টাক আছে সেও হয়ে যাবে নেতাজি।"

"না না তা বলছি না। এই জটাটা কি তা হলে ফল্‌স?"

বাবাজি বললেন, "এঃ, টেনে দ্যাখো না হে ছোকরা, কেমন ছেঁড়ে। সবই আসল। শুধু মানুষটাই আমি মেকি। ছিলুম বড়বাজারের গাঁটকাটা, হয়ে গেলুম চোট্টাবাবা।"

বাবলু বলল, "সে কী!"

"হ্যাঁ, দিনে একটা অন্তত চুরি না করলে রাত্রে আমার ঘুমই হবে না।"

বিলু বলল, "আপনি চুরি করবেন?"

"করবই তো। চুরি আমাকে করতেই হয়। এতদিনের স্বভাব আমি ছাড়ব কেন?"

"শেষ চুরি কোথায় করেছেন?"

"ক্যাওড়াতলার ঘাটে। বাবা গঞ্জিকানন্দর কলকেটা চুরি করে পালিয়ে এসেছি কাল।"

বিচ্ছু আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল।

বাচ্চু বলল, "তা এত জিনিস থাকতে আপনি কলকে চুরি করতে গেলেন কেন?"

"করব না? এক ছিলিম খেতে চেয়েছিলুম। যেমন দেয়নি তেমনই বেশ করেছি।" বলেই খি-খি করে হাসতে লাগলেন।

বাবলু বলল, "আপনি অদ্ভুত লোক তো?"

"আসলে লোকটাই যে আমি খ্যাপা রে। ভগবানের পকেট কেটে সাত মাস জেল খেটেছি আমি।"

বিচ্ছু তো এবার হাসির দমকে পেট চেপে বসে পড়ল সেখানে। সবাই হাসল।

বাবলু বলল, "ভগবানের পকেট কেটে? কীরকম।"

"আরে, নামকরা ব্যবসায়ী ভগবানদাস ঝাবড়মল। নাম শুনিসনি? দিলুম একদিন তারই পকেটটা কেটে। তা চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে গেলে যা হয় তাই হল। পড়লুম ধরা। মারও খেলুম। জেলও খাটলুম। জেল হল সাত মাসের। সেই হাতেখড়ি। তারপর থেকে এমন হাত পাকিয়ে ফেললুম যে, রেলের চেকার, থানার দারোগা, কারও পকেটই কাটতে আর বাকি রাখিনি।"

"তারপর?"

"তারপর জেল-ঘুঘু হতে-হতে একদিন 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'র সেই চোরের মতো ছাই-ভস্ম মেখে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে আমিও সাধু হয়ে গেলুম। তবে সত্যিকারের সাধু তো নই। ভেকধারী, ভণ্ড।" বলেই হাসতে-হাসতে বললেন, "আসলে এটা আমার পেট চালাবার ফিকির।"

এতক্ষণে বাবলু বেশ বিজ্ঞের মতো বলল, "দেখুন বাবাজি, আপনি নিজেকে যাই বলুন না কেন, আপনিই কিন্তু সাচ্চা লোক। মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। আসুন, বাড়িতে আসুন।"

পঞ্চুর গলা থেকে রুদ্রাক্ষর মালাটা পড়ে গিয়েছিল তখন। বিলু সেটা কুড়িয়ে দিয়ে দিল বাবাজিকে।

বাবাজি বললেন, "তোরা কি সত্যি-সত্যিই আমাকে তোদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাস? আমি একটা দাগি চোর রে বাবা। তোরা বড়লোক। তোদের ঘরে কত কী দামি জিনিসপত্তর আছে। দেখলে আমার লোভ হবে। তাই বলি কি, মায়ের পেসাদ তোরা বাড়ি থেকেই নিয়ে আয় না। তৃপ্তি করে খাই।"

বাবলু বলল, "বেশ। আপনি তা হলে এখানেই বিশ্রাম করুন। আমরা যথাসময়ে আসব।" এই বলে চলে এল ওরা।

বাড়ি আসতেই মা বললেন, "কী রে, কী হল? বাবাজি কোথায়?"

বাবলু বলল, "আর বাবাজি, ও পাগলার কথা বোলো না। পুরো গোলমেলে লোক। কী রেঁধেছ ওর জন্য দাও গিয়ে দিয়ে আসি।"

"তোরা কী রে! নিয়ে আসবি তো বাড়িতে। আমার বলে কতদিনের ইচ্ছে সাধুসেবা করাবার।"

"কিন্তু না এলে?"

www.boiRboi.blogspot.com

ভোম্বল বলল, "তা ছাড়া আপনি যা ভাবছেন উনি তা নন মাসিমা। লোকটা আসলে ভণ্ড। চেহারা দেখলেন না? বিটকেল লোক একটা।"

"চেহারা যেমনই হোক না বাবা। চেহারায় কী যায়-আসে? চেহারার জন্য কাউকে অশ্রদ্ধা করতে নেই। ভাল হোক, মন্দ হোক, ভণ্ড হোক না হোক, মাথায় জটা তো রয়েছে? গলায় রুদ্রাক্ষ তো আছে? আমি তাকেই সম্মান জানিয়ে ওঁকে নিমন্ত্রণ করেছি।"

ভোম্বল বলল, জটা মালা তো থিয়েটারেও পরে মাসিমা।"

"তা পরে। কিন্তু এটা যখন থিয়েটারের স্টেজ নয় আর উনি যখন খ্যাপার মতো নিজেই এসে হাজির হয়েছেন তখন ও-কথা বলি কী করে? যাও, আমার আদেশ। ডেকে নিয়ে এসো তাঁকে।"

অগত্যা বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে ডাকতে গেল বাবাজিকে। কিন্তু গিয়ে দেখল সব ভোঁ-ভাঁ। কোথায় বাবাজি, কোথায় কে? কেউ কোত্থাও নেই। সব ফাঁকা। অবশেষে এদিক-সেদিক একটু ঘুরে দেখে ব্যর্থ হয়েই ফিরে এল বাবলু।

মা বললেন, "কী হল, এলেন না উনি?"

"না মা। উনি কোথায় যেন চলে গেছেন।"

মা আর কিছু বললেন না। ঠাকুরঘরে গিয়ে রামকৃষ্ণ ও চৈতন্যের ছবির সামনে নতজানু হয়ে প্রণাম করে বাবলুকে খেতে দিলেন। তবে নিজে তিনি কোনও কিছুই মুখে দিলেন না।

॥ ৩ ॥

ব্যাপারটা যে এমন হবে তা ভাবতেও পারেনি বাবলু। বাবাজি গেলেন কোথায়? হঠাৎ এইভাবে উনি উধাও-ই বা হলেন কেন? সাধুর ছদ্মবেশে উনি যে কোনও শয়তান তা বলেও মনে হয় না। ওঁর সরলতাভরা দুটি চোখ, এলোমেলো কথাবার্তা ও অকপট স্বীকারোক্তি মানুষটি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখে না। তবে?

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের টিকিট কাটতে যাওয়া মাথায় উঠল। বিকেলবেলা আবার তাই এসে হাজির হল ওরা মিত্তিরদের বাগানে। কারও মুখে কথা নেই। এইরকম একটি ঘটনায় ওদের মন এমনই উদ্বিগ্ন যে, কিছুই ভাল

www.boiRboi.blogspot.com

লাগল না।

বাবলু বলল, "আমি কিন্তু রীতিমত রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।"

বিলু বলল, "আমিও।"

ভোম্বল বলল, "আমি কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না। আসলে লোকটা খ্যাপাটে। তাই যেমন ধাঁই করে এসেছিল তেমনই বাঁই করে চলে গেছে।"

"সেটা অবশ্য অসম্ভব কিছু নয়। তবে খাওয়ার ব্যাপারে ওঁর যেরকম আগ্রহ দেখলাম তাতে না খেয়ে চলে যাওয়ার লোক উনি নন।"

বাচ্চু বিচ্ছু বলল, "ওঁর জন্য মাসিমারও আজ খাওয়া হল না।"

বাবলু বলল, "মা এইসব ব্যাপারে খুব সেন্টিমেন্টাল।"

বিলু বলল, "আচ্ছা, এমনও হতে পারে ওঁর চলে যাওয়ার মতলব ছিল বলেই বাড়িতে উনি খেতে গেলেন না।"

"হতে পারে। কিন্তু চলেই যদি যাবেন তো দুটো খেয়ে গেলেই বা ক্ষতি কী ছিল? ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আমার মনে হয়, আমরা চলে যাওয়ার পর মুহূর্তেই এখানে এমন একটা কিছু ঘটে গেছে যাতে পালাতে উনি পথ পাননি।"

"বলছিস?"

"নির্ঘাত।"

"তা হলে নিশ্চয়ই উনি কারও কিছু চুরি করে পালিয়ে এসেছেন, আর তারা জানতে পেরে তাড়া লাগিয়েছে এখানে।"

ভোম্বল বলল, "এইটাই ঠিক।"

বাবলু বলল, "দ্যাখ, উনি রইলেন কি গেলেন তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে না। তবে ওঁর অন্তর্ধানটা রহস্যময়। আর চুরির কথা বলছিস? যে-লোক তুচ্ছ একটা কলকে চুরি করে, সে কারও দামি জিনিস কখনও চুরি করবে না। তা ছাড়া ভাল জিনিস দেখলে পাছে লোভ হয় সেই অজুহাতে উনি আমাদের বাড়িও গেলেন না। এ লোক আদৌ চোরই নয়। যাই হোক, গড়বড় কিছু-না-কিছু একটা হয়েইছে। এখন আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে। আর বাগানের দিকে নজর রাখতে হবে এখানে কোনও গুপ্তচক্রের ঘাঁটি কিছু গড়ে উঠছে কি না।"

"আমাদের যাওয়ার ব্যাপারটা তা হলে পিছিয়ে যাবে?"

"না, কালই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে টিকিটটা কেটে আনব আমি।"
"টিকিট কাটতে আমরা সবাই যাব।"
"বেশ তো যাবি।"
ওরা এতক্ষণ নিজেদের কথায় এমনই মেতে ছিল যে, পঞ্চুর কথা মনেও হয়নি কারও। সন্ধে হয়ে আসছে দেখে ওরা যখন উঠতে যাচ্ছিল তখনই হঠাৎ পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হল ওরা। বাগানের একেবারে ভেতর থেকে পঞ্চুর ভৌ-ভৌ ডাক একটানা ভেসে আসছে। সেই ডাক শুনে হইহই করে ছুটে গেল ওরা। গিয়ে দেখল বাগানের এক প্রান্তে বহু বছরের পুরনো একটি জলহীন কুয়োর ভেতর থেকে একটি চাপা কান্নার মৃদু শব্দ ভেসে আসছে। ওরা ঝুঁকে পড়ে ভেতরে তাকিয়ে দেখল ওদেরই বয়সী একটি মেয়ে সেই কুয়োর ভেতরে বসে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।
বাবলু বলল, "কে! কে তুমি? উঠে এসো।"
মেয়েটি ভয়ে-ভয়ে বলল, "তুম কৌন হো?"
বাবলু বলল, "ভয় নেই। ওপরে উঠে এসো তুমি।"
মেয়েটি তবুও ওঠে না। ভয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকে।
এবার বাচ্চু বিচ্ছু বলল, "ডরো মাত। আমরা তোমার বন্ধু। তোমাকে নিতে এসেছি।"
"দোস্ত?" মেয়েটি কান্না থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ওপরে ওঠার চেষ্টা করল না।
অগত্যা কুয়োর বেড়-এ পা দিয়ে বাচ্চুই নেমে গেল ভেতরে। ছোট্ট গর্ত। বহুদিনের পুরনো মজে যাওয়া। তাই নামা-ওঠা কোনওটাই বিপজ্জনক নয়। বাচ্চু গিয়ে মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতেই মেয়েটি বাচ্চুকে বুকে জড়িয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। তারপর দু'জনেই উঠে এল এক-এক করে।
গেঞ্জি আর প্যান্ট পরা স্মার্ট অবাঙালি মেয়ে। কেঁদে-কেঁদে চোখ দুটি ফুলে উঠেছে। বুকের কাছের গেঞ্জিতে চাপ-চাপ রক্তের দাগ।
মেয়েটি ওপরে উঠতেই বাবলু জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি?"
মেয়েটি বাবলুর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কোনও উত্তর দিল না।
বাচ্চু বিচ্ছু বলল, "তুমি বাংলা বোঝো না?"

www.boiRboi.blogspot.com

স্থাপিত-১৮৯৭ খুলনা

"থোড়া-থোড়া।"
"তোমার নাম কী? নাম ক্যা তুমহারা?"
"রাধা। পিতাজিকা নাম ডি এন শর্মা।"
"বাড়ি কোথায়? মকান?"
"আগ্রা।"
"আগ্রা! মানে তাজমহল যেখানে? তা সেখান থেকে তুমি এখানে এলে কী করে?"
"আমার নসিব আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে ভাইয়া।"
"তোমার প্যান্টে, গেঞ্জিতে এত রক্ত! ব্যাপারটা কী?"
"এ মাত পুছো। ম্যায় কাতিল হুঁ। লেকিন নির্দোষ। পোলিসবালেকো মাত বুলানা।"
বাবলু বলল, "তোমার কোনও ভয় নেই। আমরা কাউকে কিচ্ছু বলব না। তুমি আমাদের বাড়িতে এসো। সন্ধে হয়ে গেছে। আর এখন অন্ধকারে এখানে থাকা ঠিক নয়।"
রাধা তখন এমনই অবসন্ন যে, অতিকষ্টে বাচ্চু বিচ্ছুর কাঁধে ভর করে বাবলুদের বাড়ি এল। এইটুকু পথ আসতেই যে কতবার ওর পা দুটো টলে গিয়েছিল তার ঠিক নেই।
বাবলুর মা রাধাকে দেখে বিস্ময়ভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও কে! কাদের মেয়ে রে?"
বাবলু বলল, "কিছুই জানি না মা। আমাদের বাগানে কুয়োর ভেতরে ভয়ে লুকিয়ে ছিল।"
"ও মা! সে কী!"
রাধা একবার ওর ম্লান মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটিয়ে ঘরে ঢুকে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে দু' চোখ বুজে রইল। তারপর বহুকষ্টে বলল, "দিনভর খানা নেহি হুয়া। ভুখ লাগ গয়ি। বহোত তিয়াস লাগি।"
মা সঙ্গে-সঙ্গে গোটাচারেক সন্দেশ আর এক গেলাস জল এনে দিল রাধাকে।
রাধা সেগুলো খেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।
মা ওর হাত ধরে বাথরুমে নিয়ে গেলেন। সেখানে ভাল করে

সাবান-টাবান মেখে স্নান করে স্নিগ্ধ হল রাধা। বাচ্চু ছুটে গিয়ে ওদের বাড়ি থেকে ওরই পরনের স্কার্ট ইত্যাদি রাধার জন্য নিয়ে এল। রাধা বাচ্চুর পোশাক পরে আবার যখন ওদের পাশে এসে বসল তখন স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে পরিচ্ছন্নতায় মেয়েটি যেন ঝলমল করছে। লুচি আলুভাজা গরম-গরম হালুয়া সহযোগে আর-এক প্রস্থ জলযোগের পর এক কাপ করে কফি খেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিল রাধা। বাবলুরাও খেল।

রাধা এবার ওর ভ্রমর-কালো চোখ দুটি তুলে প্রশ্ন করল, "ম্যায় কাঁহা হুঁ ?"

বাবলু বলল, "তুমি হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে আছ।"

মা বললেন, "তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ? কোনও ভয় নেই তোমার।"

"জি !"

"বলছি, তুমি ভয় পাতা হ্যায় কাহে ? আমরা তোমার কোনও ক্ষতি হতে নেহি দেগা। তোমাকে তোমার বাবা-মায়ের কাছে পাঠায়গা।"

মায়ের হিন্দি শুনে বাবলু বলল, "ও তোমার কথা কিছু বুঝবে না মা। এখন ওকেই বরং ওর ভাষায় ওর কথা বলতে বলো।" বলে রাধাকে বলল, "তুম কুছ বতানা চাহো তো বতাও। হাম লোক তুমকো মুলুকমে ভেজেগা। তুমহারা মাতা-পিতা কা পাশ।"

মা বললেন, "তুই বেশ ভালই হিন্দি বলিস তো ?"

বাবলু বলল, "ভাল না ছাই। অশুদ্ধ হিন্দি। যেটুকু বলছি সেটুকু অবশ্য টিভির দৌলতে শিখেছি। একেবারে নির্ভুল না হলেও মনের কথাটা এর দ্বারা বুঝিয়ে দিতে পারি।"

বাবলুর কথা শুনে রাধা কী যেন ভাবল। তারপর ওর ভাষায় ভাঙা বাংলা ভাঙা হিন্দিতে যা বলল তা হল এই :

আগ্রার মেয়ে ও। আগ্রা ফোর্ট স্টেশনের কাছে ওদের বাড়ি। সেখানে ওর বাবা-মা এবং ওর আর-এক বোন থাকে। ওর নাম রাধা। বোনের নাম রেখা। যমজ বোন। দু'জনকেই একই রকম দেখতে। তা ওদের মহল্লার একটি মেয়ের শাদি উপলক্ষে হাওড়ার ঘুসুড়িতে পড়শিদের সঙ্গে এসেছিল ওরা। বাবা-মা আসেননি। ওরা দু' বোনেই এসেছিল। তবে এখন মনে হচ্ছে না এলেই বুঝি ভাল হত।

www.boiRboi.blogspot.com

ওর বান্ধবী হেমার বাবা আগ্রার বাসিন্দা হলেও শালকিয়ার হরগঞ্জবাজারের একজন নামকরা ব্যাপারি। ঘুসুড়িতে একটি ফ্ল্যাটে থাকেন। তা শাদি উপলক্ষে এখানকার বিনানি ধর্মশালা ভাড়া নিয়ে অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সেখানে যতসব আত্মীয়-কুটুম্ব মিলে দল বেঁধেছিল ওরা। কাল সন্ধেবেলা হঠাৎ বিয়েবাড়িতে লোডশেডিং হয়ে গেলে ওরা শুনতে পেল চারদিকে একটা হুটোপুটির শব্দ। আর সেইসঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচি। ব্যাপারটা যে কী হল কিছু ভেবে দেখার আগেই রাধা বুঝতে পারল সেই অন্ধকারে কে যেন ওর গলার হারটা ছিনিয়ে নিয়েছে। তারপরই হেমার আর্তনাদ। সেই অন্ধকারে বিয়েবাড়ির ক্ষীণ প্রদীপের আলোটুকুই ছিল ভরসা। তাতেই দেখা গেল হেমার কান থেকেও ওর ঝুমকো দুটো ছিঁড়ে নিয়েছে কেউ। দু' হাতে কান চেপে কাঁদছে হেমা। আর তার চেয়েও খারাপ অবস্থা ওর দিদির। দু'জন যুবক গায়ের জোরে ওর দিদির গা থেকে গয়নাগুলো খুলে নিচ্ছে পটাপট। হেমার দিদি প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছে। আর-এক যুবক রিভলভার তাগ করে আছে বাড়ির অন্য লোকেদের দিকে। পুরুষরা দূরে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। আর দূর থেকেই উপদেশ দিচ্ছে, "ও লোগ যো কুছ মাংতা সব দে দো। নেহি তো মার ডালে গা।"

রাধা কিন্তু এই অমানুষিক দৃশ্য দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। হঠাৎ নীচে থেকে জেনারেটরের ভট-ভট শব্দ ভেসে আসতেই ও প্রদীপ উলটে ভারী পিলসুজটা নিয়ে যে-লোকটা রিভলভার তাগ করেছিল তার মাথার ওপর বসিয়ে দিল এক ঘা। লোকটি ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। পড়ে ছটফট করতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে আলোও জ্বলে উঠল। রাধারও বুকে-মুখে রক্তের ছিটে। সামনের আয়নায় সেই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল সে। যে লোক দুটো হেমার দিদির গয়না কেড়ে নিচ্ছিল তারা এবার সহসা লাফিয়ে পড়ল রাধার ওপর। তারপর গায়ের জোরে ওকে টানতে-টানতে নীচে নামিয়ে একটা অ্যাম্বাসাডারে উঠিয়ে দিল ওরা। একজন ওর নাকে একটা রুমাল চেপে ধরতেই দম যেন বন্ধ হয়ে এল ওর। একটু-একটু করে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল ওর চোখের সামনে। মাথাটা ঝিম-ঝিম করতে লাগল এক অজানা ভয়ে অথবা রুমালে

মাথা কোনও ওষুধের প্রভাবে। তারপর আর কিছুই ওর মনে নেই।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন একটি ঘরের মধ্যে ও একা শুয়ে আছে। সেই ঘরে একটি সবুজ রঙের ডিম লাইট জ্বলছিল। ঘরের ভেতর গদি বিছানা আলমারি সবই ছিল। কোনও লজ অথবা ফ্ল্যাটবাড়ি হবে হয়তো। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল অনেক নিচুতে রাস্তা। সেখানে কোনও লোকজন নেই। দোকানপাট সব বন্ধ। রাত কত তা কে জানে? কিন্তু ফ্ল্যাটটা এত উঁচুতে যে, সেটা চারতলায় কি পাঁচতলায় তাও সে মনে করতে পারল না। এই জানলায় লোহার ফ্রেমের সঙ্গে রঙিন কাচ লাগানো। টেনে খোলা যায়। জানলায় কোনও গ্রিল বা রড নেই। কিন্তু এত উঁচু থেকে তো লাফানো যায় না। অথচ পালাবারও পথ নেই। এখন হয় এদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে নয়তো বরণ করে নিতে হবে মৃত্যুকে। অথচ ঘরের একটিমাত্র দরজা, আর সে দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ। রাধা তখন হঠাৎই বুদ্ধি করে ঘরের ডিম লাইটটাও নিভিয়ে দিয়ে দরজার কাছে এসে টোকা দিতে লাগল, "কঈ হ্যায়? দরোয়াজা খোলো।" বাইরে পাহারা ছিল নির্ঘাত। তাই বেঁটেখাটো হাফপ্যান্ট পরা একটা দরোয়ান গোছের লোক দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই লোকটার পায়ে পা দিয়ে এমন একটা হ্যাঁচকা টান দিল যে, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা। আর রাধাও সেই ফাঁকে ছুটে বেরিয়ে এসে দরজায় শিকল তুলে দিল। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল নীচের দিকে। কয়েক ধাপ নামার পরই দেখল দুড়দাড় করে আরও দু-একজন নামছে ওকে ধরবার জন্য। ও তখন দোতলায় নেমেছে। সিঁড়ির একপাশে একটি অপরিচ্ছন্ন ল্যাট্রিন দেখে বুদ্ধি করে তার ভেতরেই ঢুকে পড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর সেই ল্যাট্রিনের জানলা গলে লাফিয়ে পড়ল পাশের একটি টিনের চালে। সেখান থেকে রাস্তায়। নেমেই ছোটা শুরু করল। একটু পরেই পায়ের শব্দ শুনে বুঝল দু'জন লোকও তাড়া করে আসছে ওকে। হঠাৎ একটা গলির ভেতর থেকে কতকগুলো রাস্তার কুকুর ঘেউ-ঘেউ শব্দ করে এমন তাড়া লাগাল ওদের যে, পালাতে পথ পেল না বাছাধনরা। রাধা তখন সেই গলিরই ভেতর দিয়ে এ-গলি ও-গলি পার হয়ে ঢুকে পড়ল একটি পোড়ো বাগানে। সেই বাগান, যেখান থেকে

www.boiRboi.blogspot.com

ওরা উদ্ধার করেছে ওকে।

এই পর্যন্ত বলে রাধা একটু থামল।

বাবলু বলল, "তারপর?"

রাধা আবার শুরু করল —

বাগানে ঢুকে সে যে কোথায় কোন দিকে লুকোবে কিছু ঠিক করতে পারল না। হঠাৎ দেখল একটা ভাঙা বাড়ির ভেতর এক সাধুবাবা ধুনি জ্বালিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঢুলছেন বসে-বসে। ও ছুটে গিয়ে পা দুটো জড়িয়ে ধরল সাধুবাবার। তারপর বলল, "বাবাজি, মুঝে বঁচাইয়ে। ও লোক মেরা পিছু পড় গিয়া। ম্যায় বেকসুর হুঁ।" বাবাজি বললেন, "কে তুই?" রাধা তখন অতিকষ্টে হাঁফাতে-হাঁফাতে সব কথা খুলে বলল বাবাজিকে। বাবাজি বললেন, "ঠিক আছে। তোর কোনও ভয় নেই। আমি আছি। ঘুরতে-ঘুরতে ভাগ্যিস এসে পড়েছিলাম এখানে। তবে দু-একটা দিন এই জঙ্গলেই তুই লুকিয়ে থাক। তারপর আমি সুবিধেমতো তোকে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে আসব। চাই কি আমি নিজেই চলে যাব তোর সঙ্গে। তবে এই অবস্থায় তুই কিন্তু একদম বাইরে বেরোবি না। বেরোলেই ধরা পড়বি। আর ধরা পড়লেই কেলেঙ্কারি। খুন যখন করেছিস তখন হয় তোকে পুলিশে ধরবে, নয়তো গুণ্ডায় মারবে। ওদের দলের লোককে তুই মেরেছিস, ওরা কি তার প্রতিশোধ নেবে না ভেবেছিস?" রাধা বলল, "আপনি যাতে আমার ভাল হয় তাই করুন।" তখন বাবাজি অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে খুঁজেপেতে ওই কুয়োর মধ্যে ওকে ঢুকিয়ে দিলেন। কুয়োর ভেতরে ঢুকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হল রাধা। দেখতে-দেখতে সকাল হল। অনেক বেলায় বাবাজি এসে দুটো রসগোল্লা খাইয়ে গেলেন ওকে। আর একটু রস। কিন্তু তাতে কি পেট ভরে? উলটে তেষ্টায় প্রাণটা ছটফট করতে লাগল। বাবাজিকে সে-কথা বলতেই বাবাজি বললেন, "ব্যবস্থা করছি জলের।" আর এও বললেন, দুপুরে দুটো ভাতের ব্যবস্থাও নাকি হয়ে গেছে।

"তারপর?"

রাধা বলতে লাগল, "তারপর বরাত মন্দ।"

যেন ছায়াছবির দৃশ্যের মতো চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল

ঘটনাগুলো।

বাবাজি কুয়োর কাছ থেকে সবে কয়েক পা এগিয়েছেন এমন সময় কারা যেন এসে হাজির হল সেখানে। বাবাজিকে বলল, "একটা মেয়ে একজনকে খুন করে পালিয়ে এসেছে। খুব সম্ভবত এই বাগানেই কোথাও লুকিয়েছে সে। মেয়েটা কোথায় ?" বাবাজি বললেন, "কোথায় তা আমি কী করে জানব ? ওসব মেয়েটেয়ে এখানে নেই। এখন ভালয়-ভালয় কেটে পড়ো দিকিনি।" ওরা বলাবলি করল, "আমাদের মনে হচ্ছে এই ভণ্ড ব্যাটা সব জানে। চেপে যাচ্ছে। না হলে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে জঙ্গলের ভেতর থেকে আসছে কেন ? নিশ্চয়ই মেয়েটাকে খাওয়াতে গিয়েছিল। এখন এতে করে জল আনতে যাচ্ছে।"

বাবাজির গলা শোনা গেল এবার, "আমার হাতে মিষ্টির হাঁড়ি ছাড়া আর একটা কী আছে দেখছ তো ? ত্রিশূল। এর বাড়ি এমন খুঁচিয়ে দেব যে, দিনের বেলায় চাঁদ দেখবে।" ওদের একজন বলল, "আমাদের সঙ্গে ওইভাবে কথা বোলো না বাবাজি। ফল খুব খারাপ হবে।" বাবাজিও রেগে বললেন, "আমার সঙ্গেও চালাকি করতে এসো না। আমিও ছেড়ে কথা বলব না। আমি যে-সে সাধু নই। ধুনির সামনে দু' চোখ বুজে আমি ভগবানের ধ্যান করি না। কার কি হাতাব তাই ভাবি। দরকার হলে মার্ডারও করতে পারি আমি। যাও।" ওরা তখন দু' দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবাজির ওপর। রাধা অনুমানে বুঝল, ওরা খুব মারধোর করছে বাবাজিকে। একজন বলল, "এখন আর নয়। মজা দেখাব পরে। এক্ষুনি সেই শয়তান ছেলেমেয়েগুলো হয়তো কুকুর-টুকুর নিয়ে এসে হাজির হবে। তার চেয়ে রাত্রিবেলা আসব। এসে মোচড় দিয়ে কথা বার করব। হয় মেয়েটাকে নিয়ে যাব, নয়তো এই জটায় পেট্রল ঢেলে ধরিয়ে দেব দেশলাই কাঠি। বুঝবে তখন ঠ্যালাটা।"

বাবলু বলল, "মাই গড। বাবাজি তা হলে কোথায় ?"

রাধা বলল, "আমি জানি না। ওরা বাবাজিকে নিশ্চয়ই এই বাগানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। আমি সারাদিন ওই বাবাজির কথা ভাবছিলাম। লেকিন এখানে তো আমার কোনও জান পয়ছান নেই। তাই ভাবছিলাম সন্ধের পর ছুপকে-ছুপকে বাবাজিকে একটু খুঁজে দেখব। না

www.boiRboi.blogspot.com

পেলে পালাব এখান থেকে।"

বাবলু বলল, "পালিয়ে তুমি কোথায় যেতে ?"

"তা তো জানি না। সেইজন্যই তো ভেবে-ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছিলাম।"

রাধার কথা শুনে অবাক সকলে।

বাবলু বলল, "বাবাজি কত মহৎ লোক দেখেছিস ? পাছে আমাদের কাছে ওর কথা বললে আমরা চারদিকে রাষ্ট্র করে দিই, তাই পুরো ব্যাপারটা চেপে গেছেন। হাসি-ঠাট্টা-ফাজলামি করে আমাদের এমন ভুলিয়ে রেখেছিলেন যে, আমরা অকারণে বাগানের আরও ভেতরে যেন না যাই। মা ওঁকে নেমন্তন্ন করেছিলেন, কিন্তু ওই অভুক্ত মেয়েটির কথা চিন্তা করে বাবাজি ওঁর খাবার বাগানেই দিয়ে আসতে বলেছিলেন। পরে অবশ্য নিয়তি তাঁকে দুর্বৃত্তদের হাতে তুলে দিয়েছে। আমাদের খুব উচিত ছিল বাবাজিকে ছিটেল ভেবে অবহেলা না করে তখনই ভালভাবে তাঁর খোঁজ করা। আসলে ব্যাপারটা যে এত খারাপ দিকে চলে গেছে তা কেউ ভাবিইনি। ভাগ্যে পঞ্চু রাধাকে খুঁজে পেল।"

বিলু বলল, "এখন তা হলে আমাদের করণীয় ?"

"এক্ষুনি বাবাজিকে উদ্ধার করতে হবে। বাবাজি ওই বাগানের ভেতরেই আছেন। এখনও হয়তো সময় আছে।" বলেই উঠে দাঁড়াল বাবলু।

বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছুও যাওয়ার জন্য তৈরি হল। আর পঞ্চু ? সে এই নৈশ অভিযানের গন্ধ পেয়ে ঘন-ঘন লেজ নাড়তে লাগল আনন্দে।

রাধা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "কাঁহা যা রহে হো তুম ?"

বাবলু বলল, "তোমার কোনও ভয় নেই। তুমি মায়ের কাছে থাকো। আমরা বাবাজির খোঁজ নিতে যাচ্ছি।"

রাধা ভয়ে-ভয়ে বলল, "লেকিন হামারা বাত কিসিকো মাৎ বোলনা।"

"না, না। কাউকেই বলব না।" বলে চটপট তৈরি হয়ে পিস্তলটা যথাস্থানে নিয়ে সকলকে ইশারা করে চলে গেল বাবলু।

মা বললেন, "তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন মা ? তুমি তো খুনের জন্য খুন

করোনি। তোমার কোনও ভয় নেই। পুলিশ তোমাকে কিচ্ছু বলবে না।"

"মা জি! মুঝে বহোৎ ডর লাগতা।"

"ভয় কী? তা ছাড়া লোকটাকে তুমিই যে খুন করেছ তারই বা প্রমাণ কী? ওকে অন্য কেউও তো খুন করতে পারে?"

"নেহি মাজি! ও খুন ম্যায়নে কিয়া।"

"পাগল মেয়ে। আমাদের যা বলেছ তা সবাইকে বলবে কেন? তুমি বলবে, গুণ্ডারা তোমাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। আর ওই খুনের ব্যাপারে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে, তুমি ওদের বাধা দিতে গিয়েছিলে বলে ওরা তোমাকে মারতে গিয়েছিল। সেই সময় ওই লোকটা এসে পড়ায় অন্ধকারে ওরই মাথায় লেগে গেছে। তা হলেই তো হল?"

এইভাবে যে একটা খুনের ঘটনাকে বুদ্ধির চালে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তা বোধ হয় মনে হয়নি রাধার। তাই আশার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর ম্লান মুখখানি। সে গভীর আবেগে বাবলুর মাকে জড়িয়ে ধরেই মুখ লুকলো তাঁর কোলের ভেতর।

॥ ৪ ॥

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যখন মিত্তিরদের বাগানে এল তখন সেখানে শ্মশানের নীরবতা। জ্যোৎস্নার আলো চারদিকের গাছপালায় চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়ছে। তাই টর্চের প্রয়োজন হল না। ওরা খুব সন্তর্পণে চুপিচুপি ছায়ান্ধকারে সেই ভাঙা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাবলু পঞ্চুর পিঠ চাপড়ে ওকে একটু ঠেলে দিতেই পঞ্চু বুঝে নিল এখন তাকে কী করতে হবে। সে ঝড়ের গতিতে চলে গেল জঙ্গলের গভীরে।

বাবলুরা চারদিকে নজর রাখতে-রাখতে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগল জঙ্গলের দিকে।

বিলু বলল, "মনে হয় ওরা এখনও আসেনি। এলে কিন্তু ওদের হাঁকডাক আমরা শুনতে পেতাম।"

বাবলু বলল, "বাবাজিকে উদ্ধার করেও আমরা অপেক্ষা করব ওদের জন্য। এমন শিক্ষা দেব যে, বাছাধনরা হাড়ে-হাড়ে টের পাবে।"

ভোম্বল বলল, "রাধাকে পৌঁছে দেওয়ার কী করবি?"

www.boiRboi.blogspot.com

বাবলু বলল, "কাল সকালে ঘুসুড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নেব। তারপর রাধাকে পৌঁছে দেব ওর আত্মীয়স্বজনদের হাতে। সেখানে ওর বোনও তো আছে। খুব কান্নাকাটি করছে নিশ্চয়ই।"

বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা, এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, কিন্তু কই কোনও কাগজেই তো দিল না খবরটা?"

"আসলে এইরকম ঘটনা তো আজকাল আকছার ঘটছে। তাই হয়তো দেয়নি। নয়তো দেরিতে খবর পৌঁছনোর জন্য কাগজওয়ালারা খবরটা ঠিক সময় ছেপে উঠতে পারেনি। কালকের কাগজে নিশ্চয়ই থাকবে।"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছে তখনই হঠাৎ কে যেন পিছন দিক থেকে অতর্কিতে চেপে ধরল বাবলুর মুখটাকে। তারপর ওকে আস্তে-আস্তে পাশের একটি ঝোপের দিকে টেনে নিল। ব্যাপারটা এমনই সুকৌশলে এবং আচমকা ঘটে গেল যে, কেউ টেরও পেল না। বাবলুও বাধা দিতে পারল না।

বাবলুকে যারা টেনে নিল তারা প্রথমেই কেড়ে নিল ওর পিস্তলটা। ওরা দু'জন ছিল। একজন ওর পেটে ছুরি ঠেকিয়ে বলল, "এই জঙ্গলে রাতদুপুরে কী করতে এসেছিস?"

বাবলু বলল, "তোমরাই-বা এখানে কী করতে এসেছ?"

"আমরা নিশাচর। রাত্রি হলেই বেরিয়ে পড়ি আমরা।"

বাবলু বলল, "এই বাগানে এক সাধু এসেছিলেন। উনি হঠাৎ করে উবে যান। তাই কী ব্যাপার দেখবার জন্য আমরা এখানে এসেছি।"

"আর কিছু?"

"আর কী?"

"সেই মেয়েটা কোথায়?"

"কোন মেয়েটা?"

"একটু আগেই যার কথা বলছিলি?"

"জানি না।"

এমন সময় বিলুর হঠাৎ খেয়াল হল বাবলু নেই। বিলু বলল, "তাই তো রে, বাবলু কোথায় গেল? বাবলু? এই তো কথা বলছিল?"

ভোম্বল বলল, "সত্যিই তো! কোথায় গেল সে?" বলেই ডাকল,

"বাবলু ! এই বাবলু ! কোথায় গেলি ?"

বাবলু ওর ডাকে সাড়া দিতে যাচ্ছিল কিন্তু লোক দুটো ওর মুখ চেপে ওর পেটের ওপর ছুরিটা এমনভাবে ধরে রইল যে, ভয়ে চেঁচাতে পারল না ও।"

বিলু তখন হাঁক দিয়েছে, "পঞ্চু, পঞ্চু, পঞ্চু শিগগির আয়।"

বিলুর ডাক শোনামাত্রই ছুটে এল পঞ্চু।

সবাই বলল, "বাবলু নেই।"

পঞ্চু লাফিয়ে উঠল, "আঁ-আঁ-আঁউ।" অর্থাৎ সে কী !

হঠাৎ দূরে একটা ঝোপ নড়ে উঠতেই পঞ্চু তীরবেগে ছুটে গেল সেদিকে। একেবারে ঠিক জায়গাতেই গিয়ে পড়েছে। যে-লোকটা বাবলুর পেটে ছুরি ধরেছিল পঞ্চু গিয়ে লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ের ওপর। যেই না পড়া অমনই দেখা গেল আর-একজন ছুটে এল সেখানে। লোকটার হাতে একটা কাঁটাওয়ালা চাবুক ছিল। সেই চাবুকের বাড়ি এক ঘা পঞ্চুর পিঠে বসিয়ে দিতেই বিকট চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল পঞ্চু। তারপর কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল সে। কী ছিল সেই চাবুকে তা কে জানে ? গায়ে পড়ামাত্র সারা শরীর যেন অবশ হয়ে গেল। ওই চাবুকের ঘা খেয়ে পঞ্চুর এমন হল যে, আর-একবার আক্রমণ করতে সাহস করল না। তাই সে ক্রুদ্ধ চোখে লোক দুটোর দিকে তাকিয়ে গরর-গরর করতে লাগল।

ততক্ষণে বিলু ভোম্বল বাচ্চু সবাই ছুটে এসেছে।

যে-লোকটা বাবলুর পেটে ছুরি ধরেছিল তার এক হাতে ছোরা অপর হাতে বাবলুর পিস্তলটা। সে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়াতেই পঞ্চু আরও একবার সুযোগ বুঝে বাবলুর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল যেই, অমনই সে যখন অর্ধপথে তখন হঠাৎ সেই চাবুকের আর-এক ঘা পড়ল ওর গায়ে। পঞ্চু 'আঁ-আঁ-আঁউ' করে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। তারপর গুটি-গুটি পিছু হটে ঢুকে পড়ল একটা ঝোপের ভেতর।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এমন অসহায় অবস্থায় কখনও পড়েনি। একে তো বাবলুর হাতে পিস্তল নেই তার ওপর পঞ্চু বেকায়দায়।

লোক দুটো এবার এগিয়ে এসে ওদের পাঁচজনকে পর পর সারি দিয়ে দাঁড় করাল।

www.boiRboi.blogspot.com

একজন পিস্তল তাগ করে রইল ওদের দিকে।

চাবুক মারা লোকটা বলল, "এইবার বল মেয়েটা কোথায় ?"

বাবলু বলল, "জানি না।"

"ঠিক করে বল ? না হলে দেখছিস তো হাতে কী ? এটা যে-সে চাবুক নয়। এতে এমন জিনিস ফিট করা আছে যাতে শুধু কুকুর নয়, বাঘ সিংহ হাতি ঘোড়া পর্যন্ত চুপ করে যাবে। সারা শরীরে বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে যাবে এই চাবুকের এক ঘা খেলে।"

বাবলু বলল, "মেয়েটা আপাতত আমাদের কাছেই আছে। কিন্তু সেই সাধুবাবা কোথায় ?"

লোক দুটো হেসে উঠল, "সাধুবাবা ! গায়ে ছাই মাখলেই সাধু হয় বুঝি ? সাধুবাবা আমাদের কাছেই আছে।"

"ঠিক আছে। সাধুবাবাকে ছেড়ে দাও। তারপর মেয়েটাকে পাবে।"

"ওসব ছেঁদো কথায় আমরা ভুলছি না। তোদের আমরা ভালরকম চিনি। সেইজন্যই তো ফাঁদ পেতে ধরেছি তোদের। কুকুরটার জন্যও স্পেশ্যাল ব্যবস্থা করে এনেছি, দেখলি তো দু' ঘা খেতেই কেমন লেজ গুটিয়ে পালাল। এখন যা বলি শোন। যে-কোনও একজন গিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে আয়। ও আমাদের বস্‌কে হাফ-মার্ডার করেছে। এখনও হাসপাতালে ধুঁকছে সে। ওকে আমাদের চাই।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আমাদের ভেতর থেকে যে-কোনও একজনকে যেতে দাও। সে গিয়ে নিয়ে আসবে মেয়েটাকে।"

"পুলিশ ডেকে আনবি না তো ? খুব সাবধান। তোদের একদম বিশ্বাস নেই। যদি পুলিশ আসে তা হলে পুলিশ দেখলেই আগে তোদের খতম করব। তারপর লড়ে যাব পুলিশের সঙ্গে। হয় জিতব নয় মরব।"

বাবলু বলল, "আমরা চট করে পুলিশের কাছে যাই না। তা যদি যেতাম তা হলে এই রাতদুপুরে বাগানে আমরা আসতাম না, পুলিশই আসত। আমি কথা দিচ্ছি মেয়েটাকে তোমাদের হাতে তুলে দেব। কিন্তু তার আগে যে সাধুবাবাকে আমাদের চাই ব্রাদার ?"

চাবুক হাতে লোকটি ক্রোধান্ধ হয়ে বলল, "তবে রে ! এক ফোঁটা

ছেলে, আবার ইংরিজি বলা হচ্ছে ?" বলেই চাবুকের বাড়ি বাবলুর পায়ে এক ঘা।

বাবলু যেন নীল হয়ে উঠল।

কিন্তু পরের বার মারবার জন্য যেই না সে চাবুক উঠিয়েছে, অমনই কোথা থেকে যেন গেরিলা আক্রমণে 'ভৌ-উ-উ' শব্দে লোকটির হাত কামড়ে ঝুলে পড়ল পঞ্চু। লোকটি "মাই গড" বলে লাফিয়ে উঠল। তবে পঞ্চুর কামড় থেকে হাত ছাড়ায় এমন শক্তি তার কোথায় ? অগত্যা হাত ছাড়াবার বৃথা চেষ্টায় অযথা ধস্তাধস্তি করতে লাগল পঞ্চুর সঙ্গে।

এদিকে পিস্তলধারী অপরজনও তখন হতচকিত হয়ে পড়েছে। আর সেই সুযোগে বিলু ভোম্বলও একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা ধরে ঝুলে পড়েছে ওর।

ওদিকে বাবলুও তখন চাবুকটা কেড়ে নিয়েছে সেই লোকটির হাত থেকে। তারপর পঞ্চুকে ছাড়তে বলে সেই চাবুক দিয়ে মারের পর মার। ঠিক যেভাবে পঞ্চুকে, বাবলুকে লোকটি মেরেছিল সেইভাবে—সপাং-সপাং-সপাং।

চাবুকের শক খাওয়া লোকটির তখন আর্তনাদ করবার শক্তিও নেই। মুখ দিয়ে শুধু গোঁ-গোঁ করে একটা শব্দ করল।

বিলু ভোম্বল আগের লোকটির কাছ থেকে ছোরা আর পিস্তল কেড়ে নিয়েছে তখন। পিস্তলটা বাবলুকে দিতেই বাবলু সেটা হাতে নিয়ে বলল, "হ্যান্ডস আপ।"

লোকটি হাত ওঠাল।

বাবলু চাবুকটা বিলুর হাতে দিয়ে বলল, "বেশটি করে চাবকা।"

বিলু আর ভোম্বল দু'জনে মিলে পালা করে তখন চাবকাতে লাগল লোকটাকে।

আর লোকটি চাবুকের ঘা খেয়েই শুরু করল মাঙ্কি ডান্স।

অপর লোকটি বলল, "ঠিক আছে, আমরা আর কাউকে চাই না। এবারের মতন তোমরা আমাদের ছেড়ে দাও।"

বাবলু বলল, "সাধুবাবা কোথায় ?"

"আমাদের বাগানের বাইরে নিয়ে চলো, তারপরে বলছি।"

www.boiRboi.blogspot.com

বাবলু বলল, "তবে রে !" বলেই পিস্তল ওঠাল।

ওদিকে পঞ্চুর তখন সে কী গরগরানি।

ওরা দু'জনে তখন চোখে-চোখে কী যেন ইশারা করল।

একজন বলল, "ঠিক আছে। আমার সঙ্গে কেউ এসো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

বিলু ভোম্বল লোকটার পেছনে ছুরি ধরে বলল, "চলো।"

লোকটি ওদের সেই ভাঙা বাড়ির ভেতর নিয়ে এল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠেই পেছন দিকে মারল এক লাফ।

বিলু ভোম্বল দু'জনেই হতবাক। ওরা জোরে চেঁচাল, "পঞ্চু, পঞ্চুরে !"

ওদের ডাক শোনামাত্রই ছুটে এল পঞ্চু। এবং এত দ্রুত এল যে, পালাবার চেষ্টা করেও পালাতে পারল না লোকটি। উলটে পঞ্চুর হাঁকডাক আর ভীষণ মূর্তি দেখে হার্টফেল করে আর কি। বিলু ভোম্বলও তখন ছাদ থেকে নেমে এসে ধরেছে লোকটিকে। তারপর আবার পিঠে ছুরি রেখে নিয়ে এল বাবলুর কাছে।

বাবলু বলল, "সোজা আঙুলে এখানে ঘি উঠবে না দেখছি।"

ওরা মাথা হেঁট করল।

বাবলু ওদের বলল, "দু'জনেই হাত ওঠাও। এগিয়ে চলো সামনের দিকে। ছোটবার চেষ্টা করবে না। ছুটলেই গুলি করব।"

ওরা বলল, "কোথায় যাব ?"

"শ্বশুরবাড়ি যাবে। আবার কোথায় ?"

"তোমরা কি আমাদের পুলিশে দেবে ?"

"কথা না বাড়িয়ে চলো বলছি।"

অগত্যা দু' হাত তুলে গৌরাঙ্গ হয়ে এগিয়ে চলল ওরা। আর ওদের পেছনে চলল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। সেইসঙ্গে ক্রুদ্ধ পঞ্চু।

বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছুও বাবলুকে অনুসরণ করল। ওরা বুঝতে পারল না বাবলু ওদের কোনদিকে নিয়ে যেতে চাইছে। থানায় গেলে তো বাগানের বাইরে যেত। তার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে আরও ভেতরে।

ওরা যেতে-যেতে একসময় সেই জলহীন কুয়োটার কাছে এল।

বাবলু লোক দুটোকে বলল, "ঢোক এর ভেতর।"

"তার মানে ?"

"ঢোক বলছি ।"

বিচ্ছু সপাং করে এক ঘা দিয়ে বলল, "যা বলছে তাই কর না ? ঢোক এর ভেতর ।"

বাবলু বলল, "ভয় নেই । বেশি গভীর নয় এটা । ঢোকো ।"

ওরা ঝুপঝাপ নেমে পড়ল ।

পঞ্চু কুয়োর পাড়ের ওপর বসে গর্‌র্-গর্‌র্ করতে লাগল ওদের দিকে চেয়ে ।

ওরা এমন বেকায়দায় পড়ল যে, আর ওদের ওঠার সাধ্য নেই ।

বাবলু বলল, "এবার বলো সাধুবাবা কোথায় ?"

"এই বাগানের পুব দিকে একটা গাবগাছের সঙ্গে বাঁধা আছে ।"

বাবলু বিলুকে বলল, "তুই সবাইকে নিয়ে চলে যা । পঞ্চুও যাক । আমি দেখছি এ-দুটোকে ।"

"তুই একা দু'জনকে সামলাতে পারবি ?"

"সেইজন্যেই তো বুদ্ধি করে গর্তে ঢোকালাম দুটোকে । তা ছাড়া আমার এক হাতে হান্টার আর-এক হাতে পিস্তল । পারব না মানে ?"

বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু তখন পঞ্চুকে নিয়ে সদলবলে ছুটল বাগানের পুব দিকে সাধুর সন্ধানে । পঞ্চুর আনন্দ দেখে কে । যতই হোক মনের মতো একটা কাজ পেয়েছে তো ।

বাগানের পুব দিকে একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে ওরা দেখল, সত্যি-সত্যিই সেই বাবাজিকে একটি গাবগাছের গুঁড়ির সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে । মুখও এমনভাবে বাঁধা যাতে চেঁচাতে না পারে ।

ওরা ছুটে গিয়ে ছুরি দিয়ে দড়ি কেটে বাঁধনমুক্ত করল বাবাজিকে । বাবাজির দু'চোখে তখন জলের ধারা । মুক্ত হতেই বাবাজি একবার ধুপ করে বসে পড়লেন মাটিতে । তারপর অবাক বিস্ময়ে বললেন, "তোমরা ! তোমরা এখানে কী করে এলে ?"

"আপনার খোঁজ করতে-করতেই এসে পড়লাম ।"

বাবাজির পায়ের কাছে বেঁকানো অবস্থায় ত্রিশূলটা পড়ে ছিল । বাবাজি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ভোম্বলকে বললেন, "এটা একটু সোজা করে দে তো

www.boiRboi.blogspot.com

বাবা । হাত দুটো মোড়া ছিল বলে টাটিয়ে উঠছে ।"

ভোম্বল ত্রিশূলটা সোজা করে দিতেই বাবাজি বললেন, "আমাকে তো উদ্ধার করলি । এবার আর-একজনকে উদ্ধার কর দেখি । অবশ্য সে যদি এখনও থাকে ।"

বিলু বলল, "কার কথা বলছেন আপনি ?"

"সে একজন । গেলেই দেখতে পাবি ।"

ওরা তো সবই জানে । তাই বাবাজির পিছু-পিছু চলল । বাবাজি ওদের নিয়ে কুয়োর কাছে এসেই বাবলুকে দেখতে পেলেন । বাবাজি বললেন, "ও, তুমি আছ এখানে ?" বলেই বললেন, "এই কুয়োর ভেতরে টর্চের আলো ফেলো তোমরা ।"

বিলু ভোম্বল তাই করল ।

বাবাজি ঝুঁকে পড়ে ভেতরে তাকিয়েই লোক দুটোকে দেখে বললেন, "আরে ! এদের এখানে ঢোকাল কে ?"

বাবলু বলল, "আমরা ।"

বাবাজি ত্রিশূল হাতে লাফিয়ে উঠলেন, "এই শয়তানরাই আমাকে বেঁধে রেখেছিল । এরা আমাকে কী মার মেরেছে আজ । এখন গর্তের ব্যাঙ-কে যেভাবে খোঁচায় ঠিক সেইভাবেই খুঁচিয়ে মারব ওদের ।" বলেই ত্রিশূল উঁচিয়ে ধরলেন ।

বাবলু বলল, "তার আর প্রয়োজন হবে না । আমরা ওদের উচিত শিক্ষা দিয়েছি । এবার পুলিশে খবর দেব । পুলিশ এসে যা করবার করবে ।"

বাবাজি বললেন, "সবই তো হল । কিন্তু একটি অসহায় মেয়েকে আমি এর ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিলুম । তার খবর কিছু বলতে পারো ?"

বাবলু বলল, "সেই মেয়েটি এখন আমাদের হেফাজতে আছে । আর ওকে উদ্ধার করা হয়েছে পঞ্চুরই কৃতিত্বে ।"

বাবাজি আর-একবার লাফিয়ে উঠলেন, "জয় বাবা বটুক ভৈরব ।"

সবাই বলে উঠল, "জয় হো ।"

ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকজন কনস্টেবলকে নিয়ে একজন ইনস্পেক্টর সেখানে এসে হাজির হলেন ।

পাবলিক

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার! আপনারা?"

ইনস্পেক্টর হেসে বললেন, "তোমার মা ফোন করেছিলেন। কাল রাত্রে গোলাবাড়ি থানার কাছে একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গেছে। শুনলাম সেই চক্রের দু'জনকে ধরবার জন্য তোমরা নাকি ফাঁদ পেতেছ? এক বাবাজিও শুনলাম ওদের ক্রোধের বলি হয়েছেন।"

বাবলু বলল, "এই দেখুন আমাদের ফাঁদে কেমন জোড়া ফড়িং ধরা পড়েছে। বাবাজিকে আমরা যে উদ্ধার করেছি তা তো দেখছেনই।"

পুলিশ কুয়োর ভেতর থেকে লোক দুটোকে তুলে হাতে হাতকড়া পরাল।

ইনস্পেক্টর বললেন, "মেয়েটাকে যে তোমরা উদ্ধার করেছ এইটাই তোমাদের বড় কৃতিত্ব।"

বাবলু বলল, "আমরা নয়। আমাদের পঞ্চুর।"

পঞ্চু এই কথা শোনামাত্রই মুখ দিয়ে 'ভু-ভু-ভুক' করে এমন একটা শব্দ করল যে, তার মানে, এসব আবার কী কথা? কৃতিত্ব শুধু আমার কেন, আমাদের সকলের।

বাবাজি বাবলুদের সঙ্গে ওদের বাড়ি এলেন। বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছুও এল। তারপর মহানন্দে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করল সকলে। বাবাজি বিদায় নিলেন সে-রাতেই। ওরাও চলে গেল যে যার।

বাবলু ঠিক করল কাল সকালে রাধাকে ওর স্বজনদের হাতে তুলে দিয়ে দুপুরবেলাই হাওড়া স্টেশনে গিয়ে বিকানিরের টিকিট কাটবে। ভাবতে-ভাবতে পরম শান্তিতে দু' চোখ বুজল সে। তারপর গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

॥ ৫ ॥

সেই ঘুম ভাঙল পরদিন অনেক বেলায়। যদিও বাবলু ভোর-ভোর ওঠে তবু আগের রাতের ওই দৌড়ঝাঁপের জন্য শরীরটা ক্লান্ত হয়ে ছিল বলেই দেরি হল। ঘুম থেকে উঠেই রাধার মুখ দেখে ও বুঝল মেয়েটি ঘোর সঙ্কট থেকে মুক্ত হয়ে খুব খুশি এখন।

ওরা যখন চা-টেবিলে বসেছে, বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছুও এসে হাজির

www.boiRboi.blogspot.com

হল তখন। এসেই মায়ের কাছ থেকে সকালের খবরের কাগজখানা চেয়ে নিয়ে বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "এই দ্যাখ, আমাদের পুরো ঘটনাটা আজকের কাগজে বেরিয়েছে।"

বাবলু খবরের ওপর চোখ দুটো বুলিয়ে নিল একবার, তারপর সৌজন্যের হাসি হাসল।

মা সকলকেই জলখাবার দিলেন।

খাওয়া হলে বাবলু বলল, "চল সবাই মিলে একটা ট্যাক্সি করে রাধাকে পৌঁছে দিয়ে আসি ওদের ওখানে। তারপর দুপুরবেলা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটব।"

রাধা উল্লসিত হয়ে বলল, "হামারা মুলুক যাওগে তুম?"

বাবলু বলল, "আসলে আমরা বিকানির যাচ্ছিলাম মরুভূমি দেখতে। এমন সময় তোমার এই বিপদটা হয়ে গেল। যদি তোমাকে তোমাদের লোকজনের হাতে তুলে দিতে পারি তা হলে ভালই। নাহলে আমরা তোমাকে নিয়েই আগ্রায় চলে যাব। তারপর ওখান থেকে যোধপুর হয়ে চলে যাব জয়শলমির।"

রাধার চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে উঠল, "জয়শল যাও গে তুম?"

"হ্যাঁ। তুমি গেছ?"

"গিয়া থা। লেকিন তুম সব এক কাম করো না ভাইয়া, বিকানির মাৎ যাও। পহলে মেরা সাথ হামারা মুলুক চলো। উসকে বাদ জয়শল্ল যাও। তাজমহল দেখা তুমনে?"

"না। আমরা ওদিকে যাইনি কখনও।"

"তো আচ্ছা হুয়া। তুম সব আমার সঙ্গে চলো। আগ্রা ফোর্ট দেখো, তাজমহল দেখো, ফতেপুর সিক্রি দেখো। বাদ মে রেগিস্তান যাও।"

বিচ্ছু বলল, "রেগিস্তান মানে?"

"যাঁহা বালু জায়দা হোতা। মরুভূমি।"

বাবলুরা চোখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল দেখে রাধা বলল, "ম্যায় ভি যাউঙ্গা তুমহারা সাথ।"

সবাই লাফিয়ে উঠল আনন্দে, "সত্যি! সত্যি যাবে তুমি?"

"সচ।"

"তা যদি হয় তা হলে আমরাও দিল্লি হয়ে বিকানির না গিয়ে আগ্রা হয়েই যোধপুর যাব।"

চায়ের পেয়ালায় যখন আনন্দের তুফান উঠেছে, ঠিক তখনই বাইরে গেটের কাছে মোটরের হর্ন শোনা গেল।

বাবলু দরজা খুলেই দেখল দু'জন অবাঙালি ভদ্রলোক গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবলুকে দেখে বললেন, "তুমহারা নাম বাবলু আছে ?"

বাবলু বলল, "জি হাঁ। রাধা এখানেই আছে।"

রাধা তখন ছুটে গিয়ে সেই দু'জনের একজনকে জড়িয়ে ধরল। তারপর তাঁর বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে সে কি কান্না।

ভদ্রলোকও সজল চোখে মেয়েকে আদর করে বললেন, "রোও মত বেটি। তুম আচ্ছা হো তো ? তবিয়ত তো ঠিক হ্যায় ?"

রাধা বলল, "হ্যাঁ।" তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "মেরা পিতাজি।"

বাবলুর মা তাঁদেরকে অভ্যর্থনা করে ঘরে এনে বসালেন।

রাধা বলল, "বাবুজি, আপ ক্যায়সে হিঁয়া চলা আয়া ?"

এর উত্তরে রাধার বাবা শর্মাজি যা বললেন তা হল এই, কালকের ওই ভয়ানক ঘটনার কথা ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে জানতে পেরেই তিনি বিমানযোগে ছুটে এসেছেন এখানে। এর পর থানায় যোগাযোগ করে মেয়েব নিরাপত্তা এবং মুক্তির খবরে নিশ্চিন্ত হয়ে ঠিকানা পেয়েই চলে এসেছেন। আজই বিকেলের ফ্লাইটে অথবা কাল সকালের ট্রেনে মেয়ে নিয়ে চলে যাবেন তিনি। ওঁর সঙ্গে আর-একজন যিনি এসেছেন তিনি হলেন হেমার বাবা। অর্থাৎ যাঁর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে এত কাণ্ড। তবে কিনা অত বিপর্যয় সত্ত্বেও শুভবিবাহের কাজটা নিরানন্দভাবে হলেও কোনওরকমে সম্পন্ন হয়েছে।

বাবলুর মা চা দিলেন ভদ্রলোকদের।

ওঁরা যে বাবলুদের কীভাবে ধন্যবাদ দেবেন তা ভেবে পেলেন না।

তবে বাবলুরা কিন্তু ওঁদের কৃতিত্বের চেয়েও রাধার সাহসিকতার প্রশংসাই করতে লাগল বারবার। কেননা রাধা ওইভাবে একজনকে ঘায়েল না করলে বা ওইরকম দুঃসাহসী হয়ে পালিয়ে না এলে ওদের

www.boiRboi.blogspot.com

কোনও কিছুই করার থাকত না।

যাই হোক, রাধার বাবা এসে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দায়িত্ব অনেক কমে গেল। এখন যেদিক দিয়েই হোক সুদূরে পাড়ি দিতে আর কোনও বাধাই নেই। রাধার মুখে ওদের মরু-উৎসব দেখতে যাওয়ার কথা শুনে শর্মাজিও তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন বাবলুদের। এমনকী ওদের সঙ্গে মেয়ে পাঠাতেও কোনও আপত্তি নেই তাঁর। শুধু তাই নয়, তিনি এও বললেন, সম্ভব হলে মরুভূমিতে ওদের থাকার ব্যবস্থাও করে দেবেন তিনি। কেননা এই সময় ওখানে ভিড় হয় প্রচণ্ড। তাই আগেভাগে থাকার জায়গা ঠিক না করে হঠাৎ করে গিয়ে পড়লে থাকার জায়গা না পেয়ে ফিরে আসতেও হতে পারে।

সব শুনে নিশ্চিন্ত হল বাবলুরা। ওরা আগ্রা দিয়ে যোধপুর যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা করল।

রাধা সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পঞ্চুর গালে চুমু খেয়ে চলে গেল ওর বাবার সঙ্গে।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর পাণ্ডব গোয়েন্দারা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে রেলের কাউন্টারে গেল রিজার্ভেশনের জন্য লাইন দিতে। মুখোমুখি ছ'টি বার্থ ওদের চাই। এখন তো কম্পিউটারের টিকিট। তাই খুব বেশিক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হল না।

ওরা ফিলাপ-করা ফর্ম কাউন্টারে দিতেই মধ্যবয়সী স্টাফ ভদ্রলোক নাকমুখ কুঁচকে একবার তাকালেন ওদের দিকে। তারপর বললেন, "যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?"

"কেন ? আগ্রাতে।"

"আগ্রা লিখলেই হবে ? আগ্রা ফোর্ট কি ক্যান্ট সেটা লিখতে হবে না ?"

"আগ্রা ফোর্ট।"

"কী আছে সেখানে যে, একেবারে দল বেঁধে ছুটতে হচ্ছে ?"

"বাঃ রে। আমরা ফোর্ট দেখব। তাজমহল দেখব। ফতেপুর সিক্রি যাব।"

"তবে তো আহ্লাদের আর সীমা নেই। যেদিন জল্লাদের খপ্পরে পড়বে সেদিন রেলে চাপা বেরিয়ে যাবে। আমি বলে রেলের চাকরি করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম, এখনও বেনারস কেমন তা দেখলুম না, আর আমার হাতের টিকিট নিয়ে তোমরা যাচ্ছ কি না তাজমহল দেখতে ?"

বাবলু বলল, "বেশ তো, আপনিও চলুন না পাস লিখিয়ে আমাদের সঙ্গে ?"

"আমার তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। তা মরতে এই নরক যন্ত্রণার গাড়িতে চাপার বুদ্ধিটা কে দিলে ?"

"কেন ? হাওড়া থেকে ওই একটা গাড়িই তো আগ্রায় যায়। তুফান এক্সপ্রেস।"

"সবই তো জেনে বসে আছ দেখছি। তা আমি যদি অন্য কোনও গাড়িতে তোমাদের ব্যবস্থা করে দিই তা হলে আপত্তি আছে ?"

লাইনের ভেতর থেকে গুঞ্জন উঠল এবার, "কী ছেলেমানুষি করছেন দাদা ? তাড়াতাড়ি করুন।"

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার কম্পিউটার মেশিনটা খারাপ হয়ে গেছে। পাশের কাউন্টারে যান, প্লিজ।" বলেই একটু থেমে আবার বললেন, "এসব কাজে এলে একটু সময় হাতে নিয়ে আসতে হয়, বুঝেছেন ? আমি বেলাইনের যাত্রীর সঙ্গেও কথা বলছি না, আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও বাজে বকছি না। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা এসেছে। তারা যাতে ভাল গাড়িতে ভালভাবে যেতে পারে সেই ব্যবস্থাই করছি।"

গুঞ্জন থেমে গেল। সবাই চুপ। দু-একজন বলল, "নিন নিন। কাজ করুন।"

ভদ্রলোক বাবলুকে বললেন, "দেখলে তো তোমাদের জন্যে পাবলিকের কাছে কত বকুনি খেলুম। তা কবে যাবে না যাবে কিছুই তো লেখোনি দেখছি।"

"আগামী দু-চার দিনের ভেতর যে দিনের হোক দিয়ে দিন।"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ একমনে কীসব খিটি-খিটি করে খুব শান্ত গলায় বললেন, "শোনো, হাওড়া থেকে আগ্রা যাওয়ার একটিমাত্র গাড়ি আছে। সেটি হচ্ছে তুফান। কিন্তু এতে অনেক সময় লাগে। বেলা দশটায় হাওড়া

www.boiRboi.blogspot.com

ছাড়লে পরদিন দুপুর দুটো-আড়াইটে লেগে যায় আগ্রা পৌঁছতে। অথচ আমি তোমাদের যে গাড়িতে চাপিয়ে দিচ্ছি তাতে চাপলে ওই একই সময়ে হাওড়া ছেড়ে পরদিন সকাল ছ'টা নাগাদ টুণ্ডলায় পৌঁছে যাবে। টুণ্ডলা থেকে বাসে হোক অটোয় হোক চলে যাও আগ্রা।"

"কতক্ষণ সময় লাগবে ?"

"ঠিকভাবে গেলে আধঘণ্টা।"

"তা হলে তো খুব কাছেই ?"

"সেইজন্যেই তো। এ-বছর নির্বাচনের জন্য গাড়িতে ভিড় হচ্ছে না। না হলে এসব গাড়িতে দু' মাসের আগে রিজার্ভেশন পাওয়া যায় না। সে যাই হোক, তারিখ দেখে তুফানের টাইমেই স্টেশনে এসো। গাড়িটার নাম মনে রেখো, 'টু থ্রি এইট ওয়ান এ· সি· এক্সপ্রেস'।"

বাবলুরা টিকিট হাতে পেয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে নাচতে-নাচতে বাড়ি এল। রেলের কাউন্টারে যাঁরা বসেন তাঁরা সবাই তা হলে বেরসিক নন। কিছু ভাল লোকও আছেন।

দেখতে-দেখতে দু-চারটে দিন কোথা দিয়ে যেন কেটে গেল। অবশেষে এসে গেল যাত্রার দিনটি। এমন আনন্দের ভ্রমণ পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কখনও হয়নি। যতবার গেছে ততবারই একটা না একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে ওরা। এবার একেবারে কুসুম ছড়ানো পথ। যাওয়ার আগে অবশ্য সামান্য একটু গোলমাল যাও-বা দেখা দিয়েছিল তাও কেটে গেছে বিনা ঝঞ্ঝাটে। এখন শুধু রেলের থ্রি-টিয়ারে শুয়ে ভাল-মন্দ খেতে-খেতে ঝড়ের গতিতে ছুটে যাওয়া। প্রথমেই আগ্রা। আগ্রা থেকে যোধপুর। তারপর জয়শলমির হয়ে সাম স্যান্ড ডিউন্স।

ওরা নির্দিষ্ট দিনে বেলা দশটা নাগাদ ট্রেনে চাপল। পঞ্চুকে কায়দা করেই রেখেছিল, তাই কোনও ঝামেলা হয়নি। ট্রেন ছেড়েই ছুটে চলল ঝড়ের বেগে। কী স্পিড গাড়ির। দুলুনির চোটে এক-এক সময় মনে হতে লাগল, ট্রেনটা বুঝি লাইন থেকেই ছিটকে পড়বে। কিন্তু না। সেরকম কোনও অঘটন ঘটল না। রাত ন'টার সময় বারাণসী পার হলে ওরা যে যার বার্থে শুয়ে পড়ল। তারপর সকালবেলা ঘুম যখন ভাঙল ট্রেন তখন টুণ্ডলায় ঢুকছে।

হাওড়া-দিল্লি লাইনে টুণ্ডুলা একটি জংশন স্টেশন। এইখান থেকেই একটি লাইন সোজা চলে গেছে দিল্লির দিকে। আর একটি লাইন আগ্রা মথুরা হয়ে দিল্লি গেছে ঘুর পথে। ওরা কনকনে শীতে কাঁপতে-কাঁপতে ট্রেন থেকে নেমেই দেখল শর্মাজি হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন প্ল্যাটফর্মের গেটের কাছে। বাবলুর সঙ্গে ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে তাঁর যোগাযোগ একদিন আগেই হয়েছে। তাই ওদের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয় সেজন্য এত সকালে তিনি নিজেই চলে এসেছেন এখানে।

বাবলুরা খুশিতে ডগমগ হয়ে স্টেশনের বাইরে এল। শর্মাজি ওদের জন্য একটা অটোর ব্যবস্থা করে নিজে সঙ্গে-আনা স্কুটারে চাপলেন।

প্রশস্ত রাজপথ ধরে অটো এবং স্কুটার একইসঙ্গে ছুটে চলল।

বেশ কিছুটা পথ আসার পর দূর থেকেই তাজমহলের চূড়া ওদের নজরে পড়ল। তাজমহল প্রথম দেখার আনন্দ যে কী তা যে বা যারা দেখেছে তারাই জানে। এ তবু দূর থেকে দেখা। এখন কতক্ষণে যে সেই অনবদ্য স্থাপত্যের মুখোমুখি হবে সেই আনন্দেই ওরা অধীর হয়ে উঠল।

বাবলু বলল, "ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। ভাগ্যে রাধার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। না হলে আমরা দিল্লি হয়েই চলে যেতাম। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এমন জিনিস আমাদের দেখা হত না।"

বিলু বলল, "শুধু কি তাজমহল? আরও একটা জিনিস দেখা হত না আমাদের। ওই দ্যাখ, ও জিনিস কখনও দেখেছিস?"

সবাই উৎসাহিত হয়ে বলল, "কী রে?"

"হিন্দি ছবির ভিলেনরা কেমন রাজপথে নেমে পড়েছে।"

সত্যিই তো। ওরা দেখল দুটো মোটর বাইকে ভয়ঙ্কর-দর্শন চারজন লোক চেপে আছে। দু'জন চালকের আসনে বসে আছে। আর দু'জন পেছন দিক থেকে ওদের কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের পরনে কালো প্যান্ট। কালো রঙের মোটা জ্যাকেট। মাথায় টুপি। বীভৎস চেহারা। মেইন রোডের ওপর বেপরোয়ার মতো বাইক নিয়ে নানারকমের কসরত দেখাচ্ছে তারা। এঁকেবেঁকে আলপনা কেটে একবার যাচ্ছে, একবার আসছে। ওদের ভয়ে পথচারীরাও শঙ্কিত। রকমসকম দেখে বোঝা গেল ওরা বেপরোয়া। ওদের বাধা দেওয়ার কেউ নেই। ওদের উদ্দেশ্যই হল

www.boiRboi.blogspot.com

পায়ে পা তুলে একটা গোলমাল পাকানো অথবা অ্যাক্সিডেন্ট করা।

বাবলু বলল, "তাইতো রে। হিন্দি ছবির ভিলেনই বটে। নেহাত এটা আমাদের বিদেশ, তাই। না হলে কত গমে কত আটা বুঝিয়ে দিতাম ব্যাটাদের।"

একটা মোটর বাইক হঠাৎ করল কি, ভটভটিয়ে রাস্তায় একটা পাক খেয়ে যেন সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছে এমন ভান করে শর্মাজির দিকে এগিয়ে এল। শর্মাজি আগে থেকেই পাশ কাটিয়েছিলেন, তাই রক্ষে, নাহলে নির্ঘাত একটা কেলেঙ্কারি ঘটতই।

এক সবজিওয়ালি চার চাকার একটি ভ্যানগাড়িতে আলু, বেগুন, মুলো, কপি ইত্যাদি বোঝাই করে হাঁকতে-হাঁকতে আসছিল। একজন করল কি, ইচ্ছে করে বাইকটা নিয়ে এমনভাবে ধাক্কা মারল তাতে যে, সব ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। ভ্যানটাও গেল উলটে। চাকাগুলো ফরর করে শূন্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। সবজিওয়ালি চিৎকার করে কেঁদে উঠল তখন। কিন্তু ভিলেনদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা সবজিওয়ালির উদ্দেশে একটা খারাপ কথা বলে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে এল বাবলুদের অটোর দিকে।

বাবলু ক্রোধে ফুঁসছিল।

বিলু বলল, "ওরা যা করে করুক। ওদের এখন ঘাঁটাতে যাস না বাবলু। মনে রাখিস এটা আমাদের বিদেশ।"

বাবলু বলল, "এক-এক সময় মনে হচ্ছে ওদের বাইকের টায়ারগুলো পাংচার করে দিই গুলি করে। কিন্তু রানিং-এ তো সেটা সম্ভব নয়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।"

বাচ্চু বিচ্ছু বলল, "কিন্তু ওদের এই ঔদ্ধত্যও কি সহ্য করা উচিত?"

ভোম্বল বলল, "মোটেই না। তবে সব সময় রিস্ক নিতে যাওয়াও ঠিক নয়।"

ওরা যখন এই সমস্ত কথাবার্তা বলছে ঠিক তখনই আর-একটা বাইক পেছন থেকে এসে জোরে ওভারটেক করার অছিলায় এমন ধাক্কা দিল ওদের অটোতে যে, এক ধাক্কায় উলটে গেল অটোটা। ভোম্বলের বাঁ হাতে খুব জোর লাগল। ও 'মরে গেলুম, বাবাগো,' বলে একটা চিৎকার করে উঠল। আর সেই মুহূর্তে পঞ্চু করল কি, ব্যাঘ্র বিক্রমে প্রচণ্ড হুঙ্কারে

ঝাঁপিয়ে পড়ল বাইকের ওপর। পঞ্চুর ওজনও নেহাত কম নয়। তাই এইরকম অভাবিত আক্রমণের জন্য তৈরি না থাকার ফলে চালক তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি জুতোর দোকানের শোকেসের কাচ ভেঙে ঢুকে গেল ভেতরে।

চারদিক থেকে শুধু 'গেল গেল' রব উঠল।

ওদিকে শর্মাজিও তখন একপাশে স্কুটার রেখে ছুটে এলেন ওদের দিকে। ছুটে এল পথচারী অনেকেও। তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে আবার অটোটাকে তুলে দাঁড় করাল রাস্তার ওপর। পঞ্চু তখন ফিরে এসেছে। সবাইকে বসিয়ে নিয়ে অটো আবার গরর-গরর করে স্টার্ট নিতে লাগল। ড্রাইভারেরও লেগেছে খুব। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও একেবারে অক্ষত নেই। তবে ভোম্বলের আঘাতটাই সবচেয়ে বেশি। কী ভাগ্যিস আরও সাঙ্ঘাতিক কিছু হয়নি।

শর্মাজি বললেন, "ইয়ে লোগ্ অ্যায়সা হি করতা হ্যায় সবকা সাথ। বহোত খতরনাক। লেকিন তুমহারা কুত্তা যো খেল দিখায়া ও আভি সমঝে গা।"

পথচারীরা বলল, "ডাকাইতি কা রাজ আ গিয়া। মস্তানি কা রাজ। জেনানা কো ইজ্জত নেহি দেতা এ লোগ, বাচ্চো কো ভি রক্ষা নেহি করতা। বেদরদি আহাম্মক।"

ড্রাইভার বলল, "ম্যায়নে তো সাইড দে দিয়া ও লোকন কো। লেকিন তব ভি ও হামারা পিছু পড় গিয়া।"

শর্মাজি বললেন, "ছোড় দো ভাই। আগে তো বড়ো। তুরন্ত ভাগো হিয়াসে।"

অটো আবার চলা শুরু করল।

আরও অনেকটা পথ যাওয়ার পর একসময় ওরা আগ্রা ফোর্ট স্টেশনের পেছন দিকে শর্মাজির বাড়িতে এসে পৌঁছল। কী সুন্দর ছোট্ট দোতলা বাড়ি। নীচে দোকান। ওপরে থাকার ঘর।

রাধা-রেখা দু' বোনেই ছুটে এল ওদের সম্ভাষণ জানাতে।

তারপর সকলে মিলে সামান্য যা মালপত্তর ছিল তা ধরাধরি করে নিয়ে গেল ওপরে।

শর্মাজি প্রথমেই নীচের ওষুধের দোকান থেকে ব্যথা কমানোর ওষুধ এনে খাইয়ে দিলেন ভোম্বলকে। তারপর চলে গেলেন দোকান-বাজার করতে।

বাবলুরা দাঁত মেজে মুখ-হাত ধুয়ে গোল হয়ে বসল সব। পঞ্চু ঘন-ঘন লেজ নেড়ে রাধার পা দুটো শুঁকতে লাগল। ওদের মা শোভা দেবী হলেন এক অপূর্ব শোভাময়ী নারী। যেন দেবী দুর্গা। মেয়ের মুখে তিনি সব শুনেছেন। তাই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ যে কীভাবে করবেন তা ভেবে পেলেন না। বাচ্চু বিচ্ছুকে জড়িয়ে ধরে কত আদর করলেন। মিষ্টি-মিষ্টি কথা বললেন। এবং বেশ কিছুদিন এখানে থেকে যাওয়ার অনুরোধও জানালেন।

তবে বাবলুরা কিন্তু রাধা ও রেখাকে দেখে দারুণ বিভ্রান্তিতে পড়ল। ওরা রাধাকেই দেখেছে, রেখাকে নয়। অথচ এখন ওদের যমজ বোনের কে যে রাধা কে যে রেখা তা কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না। তার ওপর মেয়ে দুটো আবার একই রঙের পোশাক পরেছে। ফলে বিভ্রান্তি চরমে। অমন যে পঞ্চু সেও বুঝি ঠিক করতে পারছে না কিছু। তাই কাকের মতো ঘাড় কাত করে এক চোখে পিটপিটিয়ে দেখছে।

শর্মাজি ফিরে এলে সকলে চায়ের টেবিলে বসল। চা খেতে-খেতে শর্মাজি বললেন, "তুমহারে লিয়ে এক বুরা খবর হ্যায়।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবিস্ময়ে তাকাল শর্মাজির দিকে। বাবলু বলল, "আপনি জয়শলমিরে আমাদের থাকার কোনও ব্যবস্থা করতে পারেননি। এই তো?"

শর্মাজি বললেন, "না। ও বাত নেহি।"

"তা হলে নিশ্চয়ই রাধা আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে না?"

"ও ভি নেহি।"

"তা হলে?"

"এ সাল মে বিধানসভা কি চুনাও কে লিয়ে মরু-উৎসব থোড়ি দিন পহলেই হো চুকা।"

"সে কী! ঠিক জানেন আপনি?"

রাধা আর রেখা তখন দু'জনেই বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। বলল, ওদেরই

www.boiRboi.blogspot.com

এক বান্ধবীর বাবা তাজমহলের পাশে রাজস্থান ট্যুরিজম্‌-এর অফিসে কাজ করেন। ওর বাবা যখন জয়শলমিরে থাকার ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলেন তখন তাঁর মুখেই শুনে এসেছেন ব্যাপারটা। কাজেই পারফেক্ট নিউজ।

বাবলু বলল, "এরকম হওয়ার মানে? আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম!"

রাধা বলল, "বিজ্ঞাপনটা মেলা চলাকালীন সময়েই বেরিয়েছিল। আসলে এই মরু-উৎসবটা তো এদের কোনও জাতীয় উৎসব নয়। ইদানীং সারা পৃথিবীর লোক প্রমোদ ভ্রমণে এখানে এসে থাকেন, তাই ফরেনারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে সরকারি তত্ত্বাবধানে। ক্যামেল সাফারিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব বিশেষ অসুবিধা দেখা দিলে এই মেলার দিন পরিবর্তনে এখানে বাধা নেই। তবে মার্চে যে হোলি উৎসব হয়, সেটার দিনক্ষণ কখনও পালটাবে না।"

শর্মাজি বললেন, "তুম সব দো-চার দিন হিয়া ঠারো। উসকে বাদ জয়পুর চলা যাও।"

বাবলু বলল, "জয়পুর না হয় গেলাম। কিন্তু জয়শল আমরা যাবই। আমাদের উদ্দেশ্যই হল মরুভূমি দেখা।"

"জয়পুরসে যোধপুরকা বাস মিলেগা।"

বাবলু বলল, "তা হলে জয়পুর থেকে যোধপুর বাসে গিয়ে ট্রেনেই চলে যাব জয়শলমির। মরুমেলা না হোক, মরুভূমি তো দেখতে পাব।"

রাধা বলল, "ও বাদ মে হোগা। এখন চলো ফোর্ট দেখিয়ে আনি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর দেরি না করে সবাই মহোৎসাহে চলল আগ্রার ফোর্ট দেখতে। পঞ্চুও বাদ গেল না। ওরা জনবহুল রাস্তা পার হয়ে মিটারগেজ লাইনের কালভার্টের নীচ দিয়ে এক সময় ফোর্টের সামনে এসে পৌঁছল। এই পথেই তাজমহল। দূর থেকে তাজমহল দেখাই যাচ্ছে। দিনের চড়া রোদে চোখ যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে। ওরা দু' টাকা করে টিকিট কেটে ফোর্টে ঢুকল। শুক্রবারে জুম্মাবার। সেদিন হলে টিকিট লাগত না। তা যাই হোক। পঞ্চুর টিকিট কাটল না ওরা। অবশ্য পঞ্চুর দিকে বিশেষ নজরও দিল না কেউ। ভাবল রাস্তার কুকুর হয়তো।

ফোর্টে ঢুকে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরেফিরে দেখল সব। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে

www.boiRboi.blogspot.com

আকবরের হাতে তৈরি এই দুর্গের আকর্ষণ বড় কম নয়। দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম, জেসমিন প্রাসাদ। দুর্গের ছাদের ওপর থেকে যমুনা কিনারে তাজমহলের অপরূপ দৃশ্য সব দেখল। তারপর পরিপূর্ণ মন নিয়ে ঘরে ফিরে এসে স্নান-খাওয়া করল। ঠিক হল বিকেলবেলা তাজমহল দেখতে যাবে। মাঘী পূর্ণিমা আগত। এখন তাই জ্যোৎস্নাস্নাত তাজমহলে অনেক রাত পর্যন্ত লোকজন থাকবে। পূর্ণিমার ভরন্ত চাঁদ থেকে জ্যোৎস্না গলবে চুঁয়ে-চুঁয়ে। সে এক দেখার মতো দৃশ্য। ওরা দেখবে। তারপর কাল সকালে যাবে ফতেপুর সিক্রি। যাওয়ার পথে দয়ালবাগটাও দেখে নেবে। কত পরিকল্পনা। তারও পরের দিন সন্ধেবেলা আগ্রা ফোর্ট থেকে জয়পুর যাবে সুপার এক্সপ্রেসে। সন্ধে পাঁচটায় ছেড়ে রাত দশটায় নামবে। জয়পুর দু'দিন দেখে চলে যাবে যোধপুর। সেখান থেকে থর। একেবারে সাম সন্দ স্যান্ড ডিউন্‌স। ওঃ, কী মজা।

যাই হোক, ওরা দুপুরে বিশ্রাম নিয়ে বিকেল হতেই সদলবলে চলল তাজমহল দেখতে। চৌরাস্তা থেকে অটোয় তাজমহল ভাড়া নিল মাথাপিছু এক টাকা করে। দু' মিনিটের মধ্যেই তাজমহলে পৌঁছে গেল ওরা।

পৃথিবীর বিস্ময় এই অনবদ্য স্থাপত্যের সামনে দাঁড়িয়েই হতবাক হয়ে গেল ওরা। এখানেও টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। কিন্তু ঢোকার মুখেই বিপত্তি। প্রতিটি লোককে সার্চ না করিয়ে ভেতরে ঢোকানো হচ্ছে না। মেটাল ডিটেক্টর না কী যেন দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। বাবলুর ভয় হল ওর পিস্তলটা না কেড়ে নেয় ওরা। কিন্তু যাই হোক, ভগবান সহায়, গার্ডরা ওদের দিকে খুব বেশি একটা নজর দিল না। ওরা তালেগোলে ঠিকই ঢুকে গেল ভেতরে। আর পঞ্চু তাড়াতুড়ি খেয়েও ওর ব্যবস্থাটা করে নিল এক অপূর্ব কৌশলে।

ওরা দূর থেকে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে লাগল তাজমহলকে।

পঞ্চুও বেশ কিছুটা তফাতে থেকে ওদের দিকে নজর রেখে এগোতে লাগল এক-পা এক-পা করে।

একজন গাইড লাঠি নিয়ে তেড়ে এল পঞ্চুকে।

পঞ্চু জানে এই অবস্থায় কাউকে আক্রমণ করতে নেই। তাই সে বিনা প্রতিবাদে দৌড়ে পালাল সেখান থেকে। তবে দূরে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েও লক্ষ রাখতে লাগল বাবলুদের দিকে।

বাবলুরা সিঁড়ি ভেঙে তাজমহলের ওপরের চাতালে উঠে এল। তারপর ভেতরে ঢুকে মমতাজ ও শাজাহানের বেদিতে রেখে এল একটি করে লাল গোলাপ। ফুল ওখানেই কিনতে পাওয়া যায়।

রাধা বলল, "আমরা আগ্রার মেয়ে। এইখানেই আমাদের জন্ম। এই তাজমহল যে আমরা কতবার দেখেছি তার ঠিক নেই। তবু পুরনো হয় না। এমনই এর আকর্ষণ।"

রেখা বলল, "তাজমহল কি অমর কহানি তুমনে জরুর শুনা হোগা?"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই। তা ছাড়া হিস্ট্রি আমার প্রিয় সাবজেক্ট।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, তাজমহল কত সালে তৈরি হয়েছিল তোমার মনে আছে?"

"১৬৩২ থেকে ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।"

ভোম্বল বলল, "কত কোটি টাকা খরচ হয়েছিল বল তো?"

বাবলু বলল, "আজকের টাকার অঙ্কে হিসাব তো হবে না। তখনকার দিনে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল।"

বাচ্চু বিচ্ছু সবিস্ময়ে বলল, "তুমি কী করে জানলে বাবলুদা?"

বাবলু বলল, "আমার দাদামশাইয়ের স্টকে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই আছে। তিনি মারা গেলেও মামারা তাঁর বইগুলি যত্ন করে রেখেছেন। ওঁর আলমারিতে ১৩২৯ সালের প্রভাতী নামে একটি পত্রিকার সব ক'টি সংখ্যা বাঁধানো আছে। তাইতে ভাদ্র সংখ্যায় যদুনাথ সরকারের ভারতের ঐশ্বর্য নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। সেই প্রবন্ধটা পড়লেই জানা যাবে শাজাহানের আমলে শুধু তাজমহল কেন, কোন প্রাসাদ-সৌধ নির্মাণে কত টাকা খরচ হয়েছিল। আমি একটা কাগজে সেটা নোট করে রেখেছি। পারিস তো তোরাও যে যার নোটবুকে এগুলো টুকে রাখ।" বলে পকেট থেকে ভাঁজকরা একটা কাগজ বের করল বাবলু।

সকলে ঝুঁকে পড়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সেই কাগজের লেখার দিকে। তাতে লেখা আছে:

www.boiRboi.blogspot.com

আগ্রার সৌধমালা-দুর্গাভ্যন্তরস্থ মোতি মসজিদ, প্রাসাদ ও প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান, ৬০ লক্ষ টাকা। তাজমহল, ৫০ লক্ষ টাকা। দিল্লির প্রাসাদসমূহ, ৫০ লক্ষ টাকা। জুম্মা মসজিদ, ১০ লক্ষ টাকা। দিল্লি নগরীর চারিদিকের প্রাচীর, ৪ লক্ষ টাকা। দিল্লির শহরতলির ইদগাহ, ৫০ হাজার টাকা। লাহোরের প্রাসাদ উদ্যান ও খাল, ৫০ লক্ষ টাকা। কাবুলের মসজিদ, দুর্গ, প্রাসাদ ও নগর প্রাচীর, ১২ লক্ষ টাকা। কাশ্মিরের প্রাসাদ ও উদ্যান, ৮ লক্ষ টাকা। কান্দাহারের কান্দাহার বিস্ত ও জমিন্দাবারের দুর্গ, ৮ লক্ষ টাকা। আজমির ও আহমদাবাদে, ১২ লক্ষ টাকা। মুখলিশপুরের রাজপ্রাসাদ, ৬ লক্ষ টাকা। দারাশুকোর প্রাসাদ, ২ লক্ষ টাকা। মোট, দুই শত সাড়ে বাহাত্তর লক্ষ টাকা।

শাজাহানের খরচের খতিয়ান দেখে চোখ কপালে উঠে গেল সকলের। একেই বলে রাজকীয় ব্যাপার।

যাই হোক, ওরা যখন তাজমহলের ওপর থেকে যমুনার দৃশ্য দেখছে সেই সময় দেখতে পেল পঞ্চুও কখন টুক করে উঠে এসেছে ওপরে। ওরা আদর করে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। যমুনায় জল নেই বললেই চলে। কুকুর হেঁটে পার হচ্ছে কয়েকটি ট্রাক দাঁড় করানো আছে। যমুনার জলে সেগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করছে ক্লিনাররা। যমুনার জলে তাজমহলের প্রতিবিম্ব দেখার সৌভাগ্য তাই হল না। তবু মানুষ আসছে, দেখছে, আসবেও। কেননা তাজমহল তো পুরনো হবে না। একদল ছেলেমেয়ে তাজমহলের গা বেয়ে যমুনার বালুচরেও নেমে পড়েছে। সূর্য তখন অস্তাচলে।

বাচ্চু বিচ্ছু বলল, "ওখানে যাবে বাবলুদা?"

বাবলু বলল, "এই তো বেশ আছি। কী হবে ওখানে গিয়ে?"

রেখা বলল, "চলিয়ে না?"

ওরা আর দ্বিরুক্তি না করে নীচে নামল।

পঞ্চুও এল ওদের সঙ্গে।

তাজের ওপরে কত কোলাহল। অথচ এখানটা কত শান্ত। মাঠের প্রান্তে নীল আকাশের পটে আসন্ন সন্ধ্যার ফিকে চাঁদের গায়ে কেমন রং ধরেছে। এখানে রাধা ও রেখার পরিচিত কয়েকটি মেয়ের সঙ্গেও দেখা

হল। একঝাঁক মেয়ে। তাজমহলে ঘুরতে এসেছে। এইরকম স্থানীয় ছেলেমেয়ে যুবক-যুবতীর দল প্রায়ই আসে এখানে। বেড়ায়। গান গায়। মেয়েরা নাচে। চাঁদের আলোয় তাজমহল দেখে সময় কাটায়।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতার বুক চিরে শোনা গেল কতগুলো ভটভট শব্দ। পরক্ষণেই দেখা গেল এক-আধটা নয়, প্রায় চার-পাঁচটা মোটর বাইক সেই বালির ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। ওরা এমনভাবে আসছে যেন ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে অথবা পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে সব। মোটর বাইকগুলো একসময় হুড়মুড়িয়ে জলের ওপর এসে পড়ল। জল কেটে জলের ফোয়ারা তুলে ওপার থেকে এপারে এল।

রাধা ও রেখার মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে।

অন্য ছেলেমেয়েরা যারা যেখানে ছিল ছুটে পালাল।

রেখা বলল, "চলো, ভাগো। ইধার ঠারনা ঠিক নেহি।"

বাবলু চাপা গলায় বলল, "সকালের সেই গ্রুপটা নয় তো?"

বিলু বলল, "হতে পারে। ওদের দু'জন এখন হাসপাতালে থাকলেও বাকি দু'জনকে চেনা মনে হচ্ছে।"

ভোম্বল বলল, "লোকগুলোর চেহারা দেখেছিস? কী ভয়ঙ্কর।"

রেখা আস্তে করে বলল, "ইয়ে তো হার্মাদ।"

রাধা বলল, "চলে এসো। এরা খুব খারাপ লোক।"

কিন্তু যাবে কোথায়? ওরা ততক্ষণে সেই বদ লোকগুলোর নজরে পড়ে গেছে। রেখা যাকে হার্মাদ বলল, সে তখন একদৃষ্টে দেখছে বাবলুকে।

বাবলু বলল, "হার্মাদ কে?"

"আগ্রার আতঙ্ক। কুখ্যাত মরুদস্যু কান্দাহার খেরানির শাগরেদ। ওদের কাজই হল ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, অপহরণ। আজ সকালে তোমরা ওদের খপ্পরেই পড়েছিলে। লোহামাণ্ডিতে ওদের শক্ত ঘাঁটি।

"কিন্তু ওরা এখানে কেন?"

"ওরা প্রায়ই এখানে আসে। যমুনার জলে বাইকগুলোকে ধোয়, পরিষ্কার করে। রাত পর্যন্ত থাকে। সুযোগ-সুবিধা পেলে ট্যুরিস্টদেরও বেকায়দায় ফেলে। কখনও ছিনতাই করে, কখনও কিডন্যাপ করে।"

www.boiRboi.blogspot.com

"সে কী!"

"এই যে দেখছ ট্রাকগুলো, এগুলোর ভেতর কী যে আছে, আর কী যে নেই তা কেউ জানে না। এগুলোও ওদের।"

তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। আর এখানে একটুও থাকা উচিত নয় ভেবে ওরা যাওয়ার উপক্রম করল। কিন্তু যাবে কি করে? হার্মাদের লোকেরা তখন চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে ওদের।

হার্মাদের দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরোচ্ছে। পচর-পচর করে পান চিবোতে-চিবোতে বলল, "কিউ হিরো সাব। হিয়া তক চলা আয়া তুম? হাম তো স্বপ্ন মে ভি নেহি শোচা, ফিন মুলাকাত হো যায়েগা তুমহারা সাথ।"

বাবলু গম্ভীর গলায় বলল, "রাস্তা ছোড়ো হার্মাদজি।"

"আরে! হামারা নাম তুমকো কিনোনে বতায়া?"

"আগ্রার মাটিতে পা দিয়েই তোমার নাম আমি শুনেছি গুরু। সকালে খুব জোর অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলে। নেহাত ভাগ্যটা ভাল ছিল তাই বেঁচে গেছি।"

"লেকিন আর নেহি বাঁচোগি।"

বাবলু গলায় জোর এনে বলল, "রাস্তা ছাড়ো বলছি।"

আগুন যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। হার্মাদ চোখ পাকিয়ে বলল, "হামকো আঁখ দিখাতা?" বলেই বাইকের সামনের চাকাটা ওর পেটে ঠেকিয়ে তাজের দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরল ওকে।

বাবলুর আর নড়বার শক্তি রইল না। সে চাপা একটা আর্তনাদ করে উঠল, "পঞ্চু!"

সবার অলক্ষ্যে পঞ্চু তখন এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছিল। এইবার বাঘের মতো হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল হার্মাদের ঘাড়ে।

প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি ও ছুটোপাটিতে চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। তাজমহলের ওপর থেকে হুমড়ি খেয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগল কত লোক। কিন্তু আশ্চর্য! তারা কেউ ছুটে এল না এই বিপদে ওদের সাহায্য করতে।

রাধা আর রেখা জনতার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "আপ লোগ ইতনা

আদমি কিউ তামাশা দেখ রহে ? আ যাও ইধার। মারো বদমাশকো।"

কিন্তু কে আসবে ? সবাই তো ভয়ে কাঁটা।

অবশ্য আসতেও হল না কাউকে। পঞ্চু একাই একশো। পালা করে এক-একজন আরোহীর ঘাড়ে-পিঠে লাফিয়ে পড়েই ঘ্যাক-ঘোঁক করে এমন কামড়াতে লাগল যে, পালাতে পথ পেল না বাছাধনরা। পালাবার মুখে একজন পঞ্চুর দিকে রিভলভার তাক করতেই বাবলুর পিস্তলও গর্জে উঠল।

গুলিটা বোধ হয় পায়ে লাগল লোকটির। তাই বাইক সমেত যমুনার জলে অকারণেই ঘুরপাক খেল দু-একবার। খেয়ে বহু কষ্টে পালাল।

পঞ্চুর বিক্রম তখন দেখে কে ? সেও জল পার হয়ে ভৌ-ভৌ-ভৌ-উ-উ ডাক ছেড়ে তেড়ে গেল বেশ কিছুদূর পর্যন্ত।

তারপর যখন যুদ্ধজয়ের গৌরব নিয়ে পঞ্চু ফিরে এল ওদের কাছে, তখন বাবলুদের সে কী আনন্দ। কিন্তু সেই আনন্দ ম্লান হয়ে গেল যখন দেখল হার্মাদের মালবোঝাই একটি ট্রাক ওদের চাপা দেওয়ার জন্য দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে। ওরা যে যেদিকে পারল পালাল। এমন যে পঞ্চু তাকেও পিছু হটতে হল এবার।

হঠাৎ রাধার চিৎকারে ঘুরে তাকিয়েই ওরা দেখল আর-একটি ট্রাক থেকে একজন দুষ্কৃতী প্রায় জোর করেই তুলে নিল রাধাকে। তারপর ঝড়ের বেগে হারিয়ে গেল বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে। অন্য ট্রাকগুলো তখন তাকেই অনুসরণ করল। সবাই নির্বাক। শুধু পঞ্চুর চিৎকারে কেঁপে উঠল যমুনার নিভৃত কিনার। কী থেকে কী হয়ে গেল। কেন যে নীচে নেমেছিল ওরা ! তাজমহল দেখতে এসে ওরা যে এমন বিপদে পড়বে তা কেই-বা জানত ? কিন্তু একি ! বাবলু কই ? এই তো ছিল সে ওদের পাশেই। আর তো তাকে দেখা যাচ্ছে না।

॥ ৬ ॥

না, বাবলু নেই। রাধা দুষ্কৃতীদের কবলে। আর রেখা ? সে তখন সংজ্ঞাহীন। বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু তবুও সেই অবস্থায় রেখাকে ধরাধরি করে তাজমহলে নিয়ে এল। তারপর একটা টাঙ্গায় চেপে ওদের বাড়িতে।

শর্মাজি সব শুনে বুক চাপড়াতে লাগলেন। কান্নায় ভেঙে পড়লেন ওদের মা শোভা দেবী।

শর্মাজি বললেন, "রাহু কি অন্তিম দশা মেরা রাধাকো ছিন লিয়া। ও জিন্দা নেহি রহেগা। ও লোক মার ডালেগা রাধা কো। নেহি তো দুসরি দেশ মে ভেজ দেগা। ইয়ে হার্মাদ বহুৎ ডেঞ্জারাস। কান্দাহার থেরানি ভি।"

বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছুর মাথা হেঁট। এই অবস্থায় ওরা যে কী করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। কথায় আছে, 'যদি যাই বঙ্গে তো কপাল যায় সঙ্গে।' কোথায় ওরা যাচ্ছিল মরু-উৎসব দেখতে, তার জায়গায় ঘটনা ওদের টেনে আনল তাজমহলে। তার মূলে একটি মেয়ে। আবার এখনও মরুযাত্রার পথে সেই মেয়ে নিয়েই যত গণ্ডগোল। সেইসঙ্গে বাবলুর অন্তর্ধান। কী যে হল, কোথায় যে গেল বাবলু, তা কে জানে ? বাবলু কি রাধাকে অনুসরণ করল ? এখন এই কান্নাকাটির বাড়িতে ওরা কী করবে ? কোথায় সারাদিন ঘোরাঘুরির পর খেয়েদেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে একটু শোবে তার জায়গায় এ কী !

শর্মাজি বললেন, "শুনো, তুমহারা জিন্দগি ভি খতরে মে হ্যায়। হার্মাদ কিসিকো নেহি ছোড়েঙ্গে। আজ রাত হিঁয়া ঠারো। কাল শুভা হোনেসে পহলে চলা যাও। নেহি তো সবকো বরবাদ কর দেগা ও লোগ।"

বিলু বলল, "শর্মাজি, আপনি পুলিশে একটা খবর দিন তো।"

"কুছ নেহি হোগা। হার্মাদ কো পোলিশ ভি ডরতা। ও রাজস্থান শের কান্দাহার কা আদমি।"

ভোম্বল বলল, "হলেই বা। আপনার মেয়ে যে শুধু গেছে তা তো নয়, আমাদেরও একটি ছেলে গেছে। কাজেই পুলিশকে ব্যাপারটা জানাতে হবে না ? পুলিশের কাজ পুলিশ করুক না করুক আমাদের কাজ আমরা করি।"

রেখা এতক্ষণে একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছে। বলল, "হ্যাঁ বাবুজি, পুলিশবালেকো খবর দেনা হি চাহিয়ে। এ সবকা সাথ আপ থানামে যাইয়ে।"

শর্মাজি কী আর করেন, বিলু ও ভোম্বলকে সঙ্গে নিয়েই চলে গেলেন

www.boiRboi.blogspot.com

থানাতে।

এর পর প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে শর্মাজি থানা থেকে যখন আশাহত হয়ে ফিরে এলেন, বাড়িতে তখন আর-এক দৃশ্য। দরজায় শিকল দেওয়া। ঘরেও কেউ কোথাও নেই। চারদিক লণ্ডভণ্ড। হঠাৎ নজরে পড়ল রান্নাঘরের দরজার কাছে মাথায় আঘাত নিয়ে সংজ্ঞাহীন পড়ে আছেন শোভা দেবী। বাচ্চু নেই, বিচ্চু নেই, রেখা নেই, পঞ্চু নেই। কেউ নেই।

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

শর্মাজি ছুটে গিয়ে স্ত্রীকে ধরলেন। তারপর ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে ফোন করলেন ডাক্তারবাবুকে। ডাক্তারবাবু নীচের ওষুধের দোকানেই বসেন। খবর পেয়েই ওপরে এলেন।

এদিকে সকলের উপস্থিতি টের পেয়েই বুঝি বাথরুমের ভেতর থেকে চিৎকার করতে লাগল পঞ্চু, ভৌ-ভৌ-ভৌ-উ-উ-উ।

বিলু আর ভোম্বল ছুটে গেল সেদিকে। গিয়েই দেখল একজন গুণ্ডার মতো দেখতে লোক বাথটবের ভেতরে ঢুকে বসে আছে। আর পঞ্চু রুদ্রমূর্তিতে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বিলু লোকটাকে বলল, "কৌন হো তুম ?"

লোকটি কথা বলতে গিয়ে হাবাদের মতো 'উঁ উঁ আঁ আঁ' করে কীরকম যেন একটা আওয়াজ বের করল গলা দিয়ে।

ভোম্বল বলল, "তুম হিয়া পর ক্যায়সে আ গিয়া ?"

শর্মাজিও তখন ছুটে এসেছেন সেখানে, "এ ক্যা ! এ আদমি হিয়া কিউ ঘুসা ?"

বিলু বলল, "আপনি চেনেন একে ?"

"নেহি। লেকিন এ লোগ জরুর হার্মাদকা আদমি হোগা।"

বিলু বলল, "এখনও বল তুই কে ? অভি বতাও ?"

লোকটি আবার ওইরকম আওয়াজ বের করল গলা দিয়ে। যেই না করা পঞ্চু অমনই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। লোকটি আর্তনাদ করে উঠল, "আ-আ-আ।" তারপর বলল, "হামকো ছোড় দো ভাই। সব কুছ বতায়গা হাম।"

"বতাইয়ে।"

"হাম চোরি করনে হিয়া আয়া থা। লেকিন ওহি বখত কুছ আদমি আকে লুট মার লাগা দিয়া। উসি কা ডরসে ইধার ঘুস গিয়া হম।"

বাবলু শর্মাজিকে বলল, "এই চোর প্রথমে হাবা সাজল। পরে পঞ্চুর কামড়ানি খেয়ে বোলও ফুটল তার। এখন যা বলছে তা সত্যি কি মিথ্যে জানতে হলে ওর অন্য ট্রিটমেন্টের দরকার। আপনার কাছে খানিকটা ইলেকট্রিকের তার হবে ?"

"ক্যা করো গে ?"

"ওকে একটু কারেন্ট খাইয়ে দেখব মুখ দিয়ে সত্যি কথাটা বেরোয় কি না ?"

শর্মাজি সঙ্গে-সঙ্গে ফুট দশেক প্লাগ লাগানো তার এনে বিলুর হাতে দিলেন।

বিলু প্লাগ-পিনটা সুইচ-বোর্ডে লাগিয়ে তারের অন্য প্রান্ত বাথ টবে রাখল। তারপর কলের প্যাঁচ ঘুরিয়ে বাথটব জল ভর্তি করেই সুইচে হাত রেখে বলল, "কী, এবার বলবে, না অন করব ?"

বাথটবের জলে আধ-ডোবা লোকটি শুধু পঞ্চুর ভয়েই লাফাতে পারছে না। তবু কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "নেহি।"

"তা হলে বলো, তুম হার্মাদ কা আদমি ?"

"হাম কুছ বতানে নেহি সকেঙ্গে।"

বিলু বলল, "ভোম্বল, আমাকে একটা কাঠের চেয়ার এনে দে তো। পঞ্চুকে নিয়ে বাথরুমের বাইরে যা তুই। একটু টাইট না দিলে আর চলছে না দেখছি।"

ভোম্বল সঙ্গে-সঙ্গে একটা চেয়ার এনে বলল, "আমরা বাইরে যাব কেন ?"

"গোটা ঘর জলে জল। এই অবস্থায় ওকে জব্দ করতে গিয়ে হয়তো আমরাই কারেন্ট খেয়ে মরব।"

পঞ্চুকে নিয়ে ভোম্বল বাথরুমের দরজার কাছে যেতেই লোকটি পালাবার জন্য তৎপর হল। কিন্তু যেই না তৎপর হওয়া বিলু অমনই সুইচটা অন করেই অফ করে দিল। কিন্তু ওই সামান্য একটু সময়ের

www.boiRboi.blogspot.com

মধ্যেই অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে বেচারির।

ততক্ষণে আরও অনেক লোক ছুটে এসেছে ওপরে। কিছুক্ষণ আগে যে এই বাড়িতে একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটে গেছে তা কেউ জানতেও পারেনি টিভি-তে অনুষ্ঠান দেখার ফলে। এবং রাজপথের কোলাহলে।

বিলু এবার কঠিন গলায় লোকটিকে বলল, "তুম হার্মাদ কা আদমি হো ?"

লোকটি ভয়ে-ভয়ে বলল, "জি হাঁ।"

"তাজমহল কি পিছে সে যো ট্রাক এক লেড়কি কো উঠাকে লে গয়া ও কিধার গয়া ?"

"জয়পুর।"

"ঠিকসে বতাও।"

"অম্বর ফোর্ট কি বগলমে এক পুরানা কিল্লা হ্যায়। হুঁয়া রাখেগা উসকো।"

"আর ইস ঘরকা লেড়কিয়াঁ ?"

"উসকো ভি উধার লে যায় গা। লেকিন ও নেহি যা সকে। ও ইধরিমে হ্যায়।"

"কাঁহা পর ?"

"ছাদ কা উপর।"

ভোম্বল সঙ্গে-সঙ্গে পঞ্চুকে নিয়ে ছাদে উঠতে গেল। সঙ্গে গেল আরও লোক। কিন্তু ছাদের সিঁড়ির দরজা ওদিক থেকে বন্ধ। তবু ওরা দমাদ্দম করে কিল চড় লাথি ঘুসি দিতে লাগল। এমন সময় বাইরে একটা গুলির শব্দ। সবাই ছুটে নীচে নেমেই দেখল বাথরুমে পঞ্চুর ভয়ে লুকিয়ে থাকা সেই লোকটি সকলের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়েই বিপত্তি ঘটিয়ে বসে আছে। অর্থাৎ গুলি খেয়ে পড়ে আছে ফুটপাথে। কখন কোন ফাঁকে যে নিয়তি তাকে টেনে নামিয়েছিল তা কে জানে ? ওদের দলের লোকেরাই হয়তো মেরেছে ওকে। দুঃখ করবার কিছু নেই। এইসব লোকের অন্তিম পরিণতি এইরকমই হয়। কিন্তু ছাদে ওঠবার কী হবে ? সবাই দেখল একটি নাইলনের চওড়া ফিতে দোতলার ওপর থেকে রাস্তার দিকে ঝুলছে। অর্থাৎ, গোলমাল বুঝেই দুষ্কৃতীরা পালিয়েছে এইখান দিয়ে।

www.boiRboi.blogspot.com

একজন সাহসী লোক তাই ধরেই উঠে পড়ল ওপরে। তারপর ছাদের দরজা খুলে দিতেই সবাই গিয়ে উদ্ধার করল বাচ্চু বিচ্ছু ও রেখাকে। ওরা তিনজনেই হাত-পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিল ছাদের ওপর। ওদের মুখে সবাই যা শুনল তা হল এই :

শর্মাজির সঙ্গে বিলু আর ভোম্বল চলে যাওয়ার অনেক পরে দরজায় টক-টক শব্দ। রেখা ভাবল, ওর বাবাই বুঝি ফিরে এসেছেন। তাই নির্ভয়ে দরজাটা খুলে দিতেই হুড়মুড়িয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল জনাচারেক লোক। এই অবস্থার মোকাবিলা কী করে করতে হয় পঞ্চু তা জানে। সেও ব্যাঘ্রবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক-একজনের ওপর। পঞ্চুর এই আক্রমণটা বোধ হয় অপ্রত্যাশিত ছিল। তাই দিশেহারা হয়ে পড়ল সব। এই ছোট্ট জায়গাটুকুর মধ্যে তখন সে কী ছুটোছুটি। কে যে কোন দিকে পালাবে তা কেউ ঠিক করতে পারল'না। একজন লোক তো পঞ্চুর ভয়ে বাথরুমেই ঢুকে পড়ল। আর দু'জন প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাচ্চু বিচ্ছু আর রেখাকে টানতে-টানতে ছাদেই উঠে গেল। আর-একজন শর্মাজির স্ত্রীকে এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে দৌড়ল নীচের দিকে। যাওয়ার আগে পঞ্চুর ভয়ে শিকলটাও তুলে দিয়ে গেল। পঞ্চু তখন একবার ছাদের সিঁড়ি আর-একবার বাথরুম এই করতে লাগল। যারা ওদের ছাদে উঠিয়েছিল তারা পঞ্চুর আক্রমণ বাঁচিয়ে এদের অপহরণ করা অসম্ভব বুঝে ওদের হাত-পা-মুখ বেঁধে ছাদের কার্নিসে নাইলনের ফিতে বেঁধে সুড়সুড় করে বানরের মতো নেমে গেল নীচে। তারপরই অবশ্য শর্মাজি ও বিলু ভোম্বলের ফিরে আসাটা অনুমান করা গেল। তারও পরের ঘটনা সবারই জানা।

ভয়ঙ্কর একটি বিপদের হাত থেকে তিন-তিনটি মেয়ে যে রক্ষা পেয়ে গেল এটি কম আনন্দের ব্যাপার নয়। কিন্তু এ বাড়িতে এ নিয়ে আনন্দের প্রকাশ ঘটল না কারও মুখে। কেননা এখনও এই বাড়ির একটি মেয়ে দুষ্ট চক্রের কবলে এবং একটি ছেলে নিখোঁজ। বাবলু যে কখন কীভাবে হারিয়ে গেল টেরও পেল না কেউ। পাশে থাকতে-থাকতেই হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল সে।

বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু ঠিক করল ওই লোকটির কথার সত্যাসত্য

এবার যাচাই করবার সময় হয়েছে। কেননা সে একটি কথা সত্যি বলেছে যে, মেয়েগুলোকে নিয়ে পালাতে পারেনি ওরা। ছাদের ওপর আছে। অতএব রাধাকে যদি ওরা জয়পুরেই নিয়ে গিয়ে থাকে সেটাও তা হলে মিথ্যে হবে না। আর এই যদি অবস্থা হয় তা হলে অযথা এই বিপজ্জনক পরিবেশে চুপচাপ বসে থেকেই বা লাভ কী ? ওরা যদি বাবলুকেও নিয়ে গিয়ে থাকে তা হলেও তো একই জায়গায় রাখবে। তারপর মারধোর কেনাবেচা যা হওয়ার হবে। অতএব আর দেরি না করে এগিয়ে পড়াই ভাল। আগ্রা পুলিশ সহায়ক না হলেও জয়পুর রাজস্থানের রাজধানী। সেখানে নিশ্চয়ই পুলিশের সাহায্য পাবে ওরা। বাবলুর জন্য ভয় হলেও ওর উপস্থিত বুদ্ধির ওপর ভরসা আছে সকলের। নেহাত দুর্দৈব না হলে সে ঠিক বাঁচিয়ে নেবে নিজেকে। কিন্তু রাধা একটি মেয়ে। তাকে তো রক্ষা করতেই হবে।

অতএব আর একটুও দেরি না করে বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু সবাই তৈরি হল যাওয়ার জন্য।

রেখা সবিস্ময়ে বলল, "কাঁহা যাওগে তুম ?"

বিলু বলল, "রাধা আর বাবলুর খোঁজে, জয়পুর।"

"না না। মাত যাও ভাইয়া। রাত বারো বাজ গিয়া হোগা। আভি কুছ নেহি মিলেগা। না ট্রেন, না বাস।"

শর্মাজি বললেন, "আরে বাবা, অ্যায়সা না করো। সুভা তো হোনে দো।"

বিলু বলল, "তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে শর্মাজি।"

রেখা বলল, "লেকিন..."

বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু ওর লেকিনের কোনও জবাব না দিয়ে 'গুডবাই' বলে পঞ্চুকে নিয়ে নেমে এল নীচে। তারপর বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল যদি কোথাও কোনও ট্যাক্সি বা কোনও মালবাহী লরি পায় সেই আশায়।

বাচ্চু বিচ্ছু বলল, "এইভাবে আমাদের পথে বের হওয়াটা কি ঠিক হল ? ধরো, যদি আমরা চলে যাওয়ার পরেই বাবলুদা ফিরে আসে ? অথবা এই আগ্রা বাজারে নিশুতি রাতে যদি আবার আমরা হার্মাদের

পাল্লায় পড়ি ?"

বিলু বলল, "বাবলু যদি সত্যিই ফিরে আসে তা হলে আমরা ওদের খোঁজে জয়পুর গেছি শুনেই ভোরের ট্রেন অথবা বাসে জয়পুরে চলে যাবে। আর হার্মাদের পাল্লায় আমরা তো পড়েই গেছি। আসলে আমরা আর-এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চাই না। তার কারণ মনে রাখিস এখানে কিন্তু আমাদের শত্রু শুধু হার্মাদ নয়, কান্দাহার খেরানিও। হার্মাদের কাজ হল লুঠ মার রাহাজানি ছিনতাই আর কান্দাহারের কাজ হল শান্ত নিথর মরুভূমির ওপর দিয়ে সেইসব জিনিস বিদেশে পাচার করা। রাধা এবং বাবলু এখন তাদের দু'জনেরই সম্পত্তি। কাজেই চক্র এখানে একজনের নয়, দু'জনের।"

ওরা যখন কথা বলতে-বলতে বেশ খানিকটা এগিয়েছে তখন একটা ট্যাক্সির হেড লাইটের জোরালো আলো ওদের মুখের ওপর এসে পড়ল। ড্রাইভার একজন সর্দারজি।

বিলু হাত দেখাতেই থামল ট্যাক্সিটা।

গম্ভীর মুখে সর্দারজি বললেন, "কাঁহা যাওগে তুম ?"

বিলু বলল, "সর্দারজি, আমরা খুব বিপদে পড়েছি। আপনি আমাদের জয়পুরে নিয়ে চলুন।"

সর্দারজি চমকে উঠলেন, "জয়পুর ! ও তো বহোত দূর। পান্‌শো রুপাইয়া কিরায়া লাগে গা।"

বাচ্চু বিচ্ছু সর্দারজির হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, "তাই দেব। সর্দারজি, আমরা আপনার মেয়ের মতন। খুব বিপদে পড়েছি আমরা। একটু দয়া করে নিয়ে চলুন আমাদের।"

"তুমহারা বাত হামকো সমঝমে নেহি আতা। ইতনি রাত মে কাহে কো জয়পুর যানা চাতে হো তুম ? কিরায়া ভি জায়দা লাগে গা ঔর ফায়দা ভি নেহি হোগা। সুভে চার বাজে তো বাস-ই মিলেগা তুমকো। ওহি মে চলা যাও। হাম তুমকো বাস স্ট্যান্ড পর ছোড় দেঙ্গে। চলো, উঠো।"

অগত্যা ওরা উঠেই পড়ল। এখনই তো রাত সাড়ে বারোটা। ভোর চারটে কথা বলতে-বলতেই হয়ে যাবে। তবু লোকের বাড়িতে থাকার চেয়ে তো এটা ভাল হল।

www.boiRboi.blogspot.com

ট্যাক্সিতে বসে বিলু ওদের বিপদের কথা সব খুলে বলল সর্দারজিকে। সর্দারজি যেতে-যেতেই হঠাৎ 'ক্যাঁচ' করে একটা ব্রেক কষে ট্যাক্সি থামিয়ে বলল, "হার্মাদ লে গিয়া উয়ো লেড়কি কো ?"

"হ্যাঁ। সেইসঙ্গে আমাদের এক বন্ধুকেও।"

"তব তো ও জয়পুরমে নেহি যায়েগা। ও রহেগা বান্দিকুই। হুঁয়াসে মারবাড় হো কর চলা যায়গা যোধপুর।"

"তা হলে ?"

সর্দারজি আর কোনও কথা না বলে একটা পেট্রল পাম্পে গিয়ে খানিকটা তেল নিয়ে নিলেন। তারপর বিলুকে বললেন, "ডর নেহি লাগতা তুমহারা ?"

বিলু বলল, "ডর লাগলেই বা কী করব সর্দারজি ? পুলিশ কিছু করল না বলে আমরা তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না।"

"মরদ কা বাচ্চা। আগ্রাকা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঠিক নেহি। লেকিন রাজস্থান পুলিশ তুমহারা আর্জি জরুর শুনে গা।"

"আপনি আমাদের হেল্প করুন।"

ট্যাক্সি আর বাসস্ট্যান্ডে নয়, একেবারে বুলেটের গতিতে ছুটে চলল বান্দিকুই-এর দিকে। বাবলুর তবু মানচিত্র-জ্ঞান আছে কিন্তু ওদের তা নেই। তাই কোথায় জয়পুর কোথায় বান্দিকুই কিছুই জানে না ওরা। চুপচাপ ট্যাক্সিতে বসে রইল।

বেশ খানিকক্ষণ যাওয়ার পর সর্দারজি বললেন, "আভি হাম রাজস্থানমে আ গিয়া। ইয়ে ভরতপুর হ্যায়।"

বাচ্চু বিচ্ছু, বিলুকে বলল, "এইখানকার পক্ষিনিবাস বিখ্যাত না ?"

"হ্যাঁ। বাবলুর মুখে শুনেছি, ভরতপুরই রাজস্থানের প্রবেশ দ্বার। ১৭৩০ সালে মহারাজ সূরযমল এই শহরটি গড়ে তোলেন। এখানে একটি দুর্গও আছে। আর এখানকার বার্ড স্যাংচুয়ারিতে পাখি ছাড়াও আছে ভারতীয় কৃষ্ণসার মৃগ, নীলগাই, চিতল, ভালুক, প্যান্থার ইত্যাদি।"

প্রায় শেষ রাতে ট্যাক্সি এসে বান্দিকুইতে পৌঁছল। সর্দারজি ওখানেই এক জায়গায় ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ওদের আসতে বললেন। এ-পথ সে-পথ করে একটি গলির ভেতর বস্তি এলাকার একটা বাড়িতে এসে হাজির

www.boiRboi.blogspot.com

হলেন সর্দারজি। তারপর একটা বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন, "শাজাহান, এ শাজাহান ভাইয়া ?"

এক বুড়ো বেঁটে বামনাকৃতি লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এসে বললেন, "কৌন ?" তারপর সর্দারজিকে দেখেই একগাল হেসে বললেন, "আরে জ্ঞান সিং তুম ?"

"হার্মাদকা নয়া শিকার কুছ আয়া ?"

"শুনা তো নেহি।"

"এক মাসুম লেড়কিকো ছিনকে লিয়ায়া ও বদমাশ। জেরা তালাশ তো লাগাও।"

শাজাহান বললেন, "ঠারো।" বলে ঠুক-ঠুক করে এগিয়ে গেলেন একটি দর্মার ঘরের দিকে। দরজায় ঠুক-ঠুক শব্দ করে ডাকলেন, "মাস্টার, এ মাস্টার !"

চাদর-মুড়ি দেওয়া চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি ছেলে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে উঠে এসে বলল, "ক্যা চাহিয়ে বাবা।"

"আরে দেখো তো কৌন আয়া। জ্ঞান সিং। মেরা পুরানা দোস্ত। তেরা বস্ ফিন খারাবি কাম কিয়া। আয়া কোই ?"

মাস্টার বলল, "উঁহু। তিনো ট্রাক আনেকা বাত থা। লেকিন আভি তক নেহি আয়া।"

শাজাহান জ্ঞান সিং-এর দিকে তাকালেন।

বিলু ছুটে এসে বলল, "লক্ষ্মী ভাই, ওদের যাতে ফেরত পাই এমন একটা ব্যবস্থা করে দাও তুমি।"

শাজাহান বললেন, "ও নেহি সকেগা। হোশিয়ারিসে কাম করনে পড়েগা। বস্ কা মালুম হো যায়েগা তো মার ডালেগা উসকো।"

বিলু বলল, "আচ্ছা, জয়পুরে কি তোমাদের কোনও ঘাঁটি আছে ?"

"জয়পুরমে হ্যায়, মারবাড় মে হ্যায়, যোধপুরমে হ্যায়। তুম বঙ্গালি ?"

"হ্যাঁ।"

"আমিও বাঙালি। পাঁচ বছর বয়স থেকে এখানে আছি। এখানে বাস-গুমটির কাছে আমার একটা চায়ের দোকান আছে। আমি এদের স্কোয়াডের ছেলে না হলেও এদের হয়ে কাজ করি। ওই চায়ের দোকানটা

থেরানি সাহেবের লোকেরা আমাকে করিয়ে দিয়েছে। অবশ্য হার্মাদেরও অবদান আছে অনেক। তা যাক, এদের অনেক খবরাখবর আমি রাখি। বা গোপন চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করিয়ে দিই।"

সর্দারজি বললেন, "হাম যা রহে। তুমহারা দেশোয়ালি মিল গয়া। তুম সব বাতচিত করো। আউর সুভে জয়পুর চলা যাও। হিঁয়াসে এক-দো ঘণ্টেকা মামলা।"

বিলু বলল, "সর্দারজি, আপনার ভাড়াটা ?"

"আরে ছোড়ো না বাবা। রাখ্‌কো তুমহারা পাশ।" বলে মাস্টারকে বললেন, "সবকো মদত করো, উঁ ?"

সর্দারজি চলে গেলেন।

শাজাহানও বিদায় নিলেন।

মাস্টার ওদের নিয়ে গেল ওর ছোট্ট ঘরটিতে। নোংরা অপরিচ্ছন্ন ঘরদোর। ওদের ঘরে বসিয়ে দরজা বন্ধ করে মাস্টার বলল, "এদের দলে আমি একজন ইনফরমার ছাড়া কিছু নই। তা তোমাদের ব্যাপারটা কী বলো তো ?"

বিলু ভোম্বল সব কথা খুলে বলল মাস্টারকে।

সব শুনে মাস্টার বলল, "আর বলতে হবে না। আসলে হার্মাদের অত্যাচার যারা নীরবে সহ্য করতে না পারে সঙ্গে-সঙ্গেই খতম লিস্টে তাদের নাম উঠে যায়। কান্দাহারও তাই। কালই তো একজনকে দিনের আলোয় দিগের কাছে ট্রাকের তলায় পিষে মেরে ফেলল। তবে তোমরা যখন দুর্ভাগ্যক্রমে ওর কুনজরে পড়ে গেছ তখন আমার মনে হয় তোমাদের বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল।"

"কিন্তু আমাদের দু'জন সঙ্গীকে ফেলে রেখে কোন মুখে আমরা ফিরে যাব বলো তো ?"

"সে তো বুঝলুম। কিন্তু তোমাদের লাইফও তো ডেঞ্জার হতে পারে। আসলে এরা হল ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার। হার্মাদ ভয়ঙ্কর হলেও মাথামোটা। কিন্তু কান্দাহার থেরানি বাজে লোক। ওর নোটিশে এসে গেলে রাজস্থান থেকেই তোমরা বেরোতে পারবে না।"

"কীরকম দেখতে লোকটাকে ?"

www.boiRboi.blogspot.com

"আমি কখনও ওর চেহারাই দেখিনি। শুনেছি দেখলে মনে হবে একজন রহিস আদমি। ভয়ও লাগবে। ভয়ঙ্কর রাশভারী লোক। থেরানিজী, না ইন্ডিয়ান না অ্যারেবিয়ান। সাম সন্দ ওর মূল ঘাঁটি। মরুভূমির বালির ঢিবির নীচে ওর কারবার। হার্মাদ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে আর থেরানির কারবার জ্যান্ত মানুষ কেনাবেচা। মানুষের হাড়গোড় নিয়ে কারবার। তা ছাড়া সোনা চাঁদি আরও অনেক কিছু আমদানি-রফতানির ব্যাপার তো আছেই।"

"তা তো হল। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা কী হবে ?"

"দেখো ভাই, মেয়েটাকে যদি আমার জিম্মায় এনে রাখত তা হলে আমি না হয় একটা ফুসমন্তর দিতে পারতাম। যদিও ব্যাপারটা অত সোজা নয়। তবে এলই না যখন, তখন কী উপায় করি বলো তো ? আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। এই বান্দিকুই, জয়পুর, এইসব সিটি কিন্তু আগ্রা সিটির মতো নয়। এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অত্যন্ত কড়া। তবু ওরা ফাঁকি দেয়।"

বিলু বলল, "অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি এত কড়া তা হলে ওরা দিনের পর দিন এইসব ব্যবসা করে কী করে ?"

"আসলে ব্যাপারটা হল কি, রোজই তো ওরা লোকের ছেলেমেয়েকে তুলে আনছে না, বা রোজই স্মাগলিং গুড্‌স পাচার করছে না। বড়-বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ওদের যোগসাজস আছে। তাদের সামান ভর্তি মালের সঙ্গে ওদেরও মাল পাচার হয়ে যাচ্ছে। এইখানে একটা ছোট্ট পুরনো কেল্লা আছে। সেই কেল্লার নীচে ওদের একটা ঘাঁটি আছে। জ্যান্ত মানুষ ধরে এনে লুকিয়ে রাখা হয় সেইখানে। তার গোপন পথের সন্ধান আমি জানি। আমার কাছে চাবি থাকে। আমি ওদের খাবার পৌঁছে দিই। পরে সময়মতো ওরা মাল পাচার করে। এইসব কাজ মাঝরাতে হয়। শেষরাতে নয়। কাজেই তোমাদের কাউকে ওরা ধরে আনলে আমার হেফাজতেই থাকত।"

"আচ্ছা, ওদেরই একজন লোকের মুখ থেকে শুনেছিলাম অম্বরের কাছে একটি পুরনো কেল্লার নীচে নাকি ওদের ঘাঁটি আছে ?"

"হ্যাঁ আছে। জয়গড়ে। কিন্তু ওখানে গেলেও ওরা এখানে বসে এক

কাপ করে চা না খেয়ে যেত না। তা যখন আসেনি তখন ওরা জয়গড়েও নেই। শোনো, আলিগড়, কানপুর, আগ্রা থেকে যাদের ধরে আনা হয়, তাদের জন্য বান্দিকুই। আর ওদিকে উজ্জয়িনী, ভোপাল থেকে যাদের আনা হয় তাদের জন্য জয়পুর। আজমিরের পথ ধরে আসে ওরা।"

এমন সময় হঠাৎ বাইরে মস মস শব্দ।

মাস্টার সকলকে ইস্‌স করে চুপ করতে বলেই ওর খাটিয়ার তলায় সকলকে লুকিয়ে পড়তে বলল। তারপর বিছানার ময়লা চাদরটা এমনভাবে টেনে দিল, যাতে নীচে কী আছে তা দেখা না যায়। বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু আর পঞ্চু ওর কথামতো টুঁ শব্দটি না করে লুকিয়ে রইল খাটিয়ার নীচে।

একটু পরেই দরজায় টক-টক শব্দ, "মাস্টার, এ মাস্টার!"

মাস্টার যেন ঘুম ভেঙে এইমাত্র উঠল এমন ভান করে দরজা খুলে দিতেই পাঁচ-সাতজন লোক ঢুকে পড়ল ভেতরে। খাটিয়ার নীচে লুকিয়ে থাকার ফলে বিলুরা ওদের মুখও দেখতে পেল না, চিনতেও পারল না কাউকে।

ওরা ঘরে ঢুকেই যে যা পেল, তাই নিয়ে বসে পড়ল। কেউ বসল টুলে। কেউ খাটিয়ায়। একজন তো এমন বসল যে, ভোম্বলের প্রাণ যায় আর কি। লোকটি বলল, "কেয়া রাখ্‌খা হ্যায় নীচেমে?"

"কুছ নেহি। পুরানা বিস্তারা।"

আর-একজন বলল, "খাস খবরি কুছ হ্যায়?"

"নেহি।"

"তুরন্ত চায় বানা। জলদি জলদি। আভি ভাগ্‌না হোগা। বহোত দের হো গিয়া।"

মাস্টার চায়ের সরঞ্জাম হাতে নিয়ে বলল, "ইতনা দের কিঁউ কিয়া?"

"আরে ও হার্মাদকে লিয়ে সবকা নসিব ফাঁস গিয়া। পাগলা কুত্তা কাটে হুয়ে সবকো। হার্মাদ কা হাল ভি বহোত খারাবি করবায়া।"

"কুত্তা মরে গয়ে কি নেহি?"

"উসকো মারনে নেহি সকা। আউর মারনে সে ভি ফায়দা ক্যা? অচানক কাট দিয়া না?"

যদিও এটা চায়ের দোকান নয় তবুও রাতের অতিথিদের জন্যে এখানে সবরকম ব্যবস্থা আছে। দরকার হলে স্টোভে রোটি চাপাটিও বানিয়ে দিতে পারে মাস্টার।

চা তৈরি হলে চা খেতে-খেতে একজন বলল, "থোড়া বুখার আ গিয়া। কাল সুভে যোধপুরমে সুই লানে পড়ে গা।"

মাস্টার বলল, "তুমকো ভি কাটা?"

"সবকো।"

"আগ্রেমে সুই কিউ নেহি লিয়া তুমনে?"

"আরে ও দাওয়াই উধার মিলতা হি নেহি। ডাক্তারকা পাশ গিয়া তো শ্রেফ টিটেনাশ দে দিয়া।"

আর-একজন বলল, "সিপ্পি আয়া?"

"আভি তক নেহি আয়া।"

"ও তো জুট কা ট্রাক লেকে ভাগা হামসে ভি পহলে। উসমে এক লেড়কি ভি থা।"

"নেহি আয়া। তুম ক্যা লেকে আয়ো?"

"হামারা ট্রাক মে তো চাঁদি চরস আউর ব্যাপারীকা সামান। আউর কুছ নেহি।"

"তো কাঁহা গয়া সিপ্পি। পাকড়ে গয়ে তো নেহি?"

"নেহি মাস্টার। সিপ্পি কো কৌন পাকড়ে গা? মালুম হোতা জরুর কুছ গড়বড় হুয়া। ট্রাক বিগড় গয়া রাস্তেমে।"

বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছুর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। একে তো ট্রাক এল না। তার ওপর ওরা সবাই একজন লেড়কির কথাই বলছে। কিন্তু কোনও লেড়কার কথা বলছে না কেউ। বাবলু তা হলে কোথায় গেল? ওকে কি অন্য কোথাও সরিয়ে দিল ওরা। না কোনও চোট-টোট পেয়ে যমুনার চড়াতেই সবার অলক্ষ্যে পড়ে রইল? কিন্তু তা যদি হত তা হলে তো পঞ্চুর নজর এড়াত না।

এমন সময় হঠাৎ দু'জন লোক ছুটতে-ছুটতে হাজির হল সেখানে, "আরে এ উল্লাস, এ ফকিরা, শের আলি জঙ্গ!"

"ক্যা সমাচার!"

www.boiRboi.blogspot.com

"ইনস্পেক্টর আনন্দ।"

নামটা শোনামাত্রই ভূত দেখার মতো লাফিয়ে উঠল সকলে। প্রত্যেকেরই হাতে তখন একটা করে রিভলভার চলে এসেছে। একজন খাটিয়াটা হ্যাঁচকা টানে তুলে নিয়ে যেই না দরজা ঢাকতে গেছে অমনই পেটের পিলে চমকে দিয়ে লাফিয়ে উঠেছে পঞ্চু ভৌ-উ-উ-উ। সে কী বিকট চিৎকার। যেন মরণ ডাক ডাকিয়ে আনল সকলের।

বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছুও তখন আচমকা এরকম হয়ে যাওয়ায় ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

সাক্ষাৎ-যম তখন দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তরুণ তুর্কি ইনস্পেক্টর আনন্দ।

ঘরের ভেতর তখন প্রচণ্ড দাপাদাপি। পঞ্চুর গেরিলা আক্রমণের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সে কী প্রাণান্তকর চেষ্টা। অতএব হাতের রিভলভার হাতেই রইল। কে কাকে গুলি করে? তবু তারই ফাঁকে দুর্বৃত্তদের গুলিতে দু'জন কনস্টেবলকে শুয়ে পড়তে হয়েছে। এরাও শুয়েছে দু'জন। দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইনস্পেক্টরের ওপর। সেই সুযোগে একজন রিভলভার তাগ করতেই পঞ্চু তার টুঁটি কামড়ে ঝুলে পড়ল। আর ভোম্বল সেই মুহূর্তে ছিনিয়ে নিল তার হাত থেকে রিভলভারটিকে। এর পর তো বিলু বাচ্চু আর বিচ্ছু যে যা হাতের কাছে পেল তাই দিয়ে পেটাতে লাগল দুষ্কৃতীদের। আর পঞ্চু শুরু করল ভয়ঙ্কর কামড়াকামড়ি। অবশেষে দুষ্কৃতীরা দুর্বল হয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। পুলিশের লোকেরা হাতে হাতকড়া লাগাল সকলের।

ইনস্পেক্টর আনন্দ পঞ্চুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর বিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমকো ভি এ লোগ চুরাকে লে আয়া?"

বিলু বলল, "না। আমরা নিজের থেকেই এখানে এসেছি।"

"ক্যায়সে?"

"আমরা জয়পুর যাচ্ছিলাম। রাস্তায় আমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। তাই এখানে একজন বাঙালি থাকে শুনে দেখা করতে এসেছি।"

"তুমহারা কুত্তা মেরা জান বাঁচায়া।"

"এর কাজই এই। কারও জান বাঁচায়, কাউকে আবার খতমও করে।"

www.boiRboi.blogspot.com

ইনস্পেক্টর আনন্দ দুষ্কৃতীগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাহার মে যো ট্রাক খাড়ি হ্যায় ক্যা চিজ হ্যায় উসমে?"

"বেপারি কা মাল।"

"আগ্রা পোলিশ নে রিপোর্ট কিয়া তুম সব এক লেড়কি কো কিড্‌ন্যাপ করকে ভাগা।"

"নেহি। ইয়ে বাত ঠিক নেহি।"

"চলো, বাহার চলো। ট্রাক দিখলাও। সার্চিং হোগা।"

বিলু বলল, "একটু আগেই এরা বলাবলি করছিল ওই ট্রাকের ভেতর চাঁদি, চরস এইসব নাকি আছে।"

দুষ্কৃতীরা একবার রক্তচক্ষুতে দেখল বিলুকে। তারপর পুলিশের নির্দেশমতো চলল।

দু'জন কনস্টেবল এক-এক করে তুলে নিয়ে গেল ডেডবডিগুলো। নিহতের সংখ্যা চার। ডেডবডি চলে গেলে ইনস্পেক্টর বললেন, "তুম সব কাঁহা যাওগে? জয়পুর?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ।" তারপর বলল, "আগ্রা পুলিশ আপনাকে যে মেয়েটির কথা বলেছে ও আমাদেরই দলের মেয়ে। একটু চেষ্টা করে দেখুন যদি তাকে উদ্ধার করা যায়। ওইসঙ্গে আমাদের এক বন্ধুও নিখোঁজ হয়েছে।" বলে সব কথা খুলে বলল।

"ও আচ্ছা। লেকিন তুম ইতনি দূর চলে আয়ে কিঁউ?"

"কী করব। আগ্রা পুলিশ আমাদের কথা ভাল করে শোনেনি। এমনকী ভাল ব্যবহারও করেনি আমাদের সঙ্গে। তাই আমরা নিজেরাই ওদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি।"

"তো শুনো, আগ্রা পুলিশ জরুর শুনাহা হোগা তুমহারা বাত। উনহোনে তো সব কুছ বতায়া হামকো।"

"এরকম কেন হল?"

এতক্ষণে কথা ফুটল মাস্টারের মুখে। বলল, "আসলে ব্যাপারটা কী জানো? হার্মাদের ইনফরমাররা পুলিশের ভেতরেও আছে। তাই ওখানকার পুলিশ তোমাদের কথা শুনেও ওদের ভয়ে না-শোনার ভান করেছে। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে কাজ করেছে ঠিকই।"

বাচ্চু বিচ্চু বলল, "ওই ট্রাকটার তা হলে কী হল ? গেল কোথায় সেটা ?"

মাস্টার বলল, "আমার মনে হয় ওটা ওখানেই ধরা পড়েছে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "ঠিক হ্যায়। তুম সব হিঁয়া বৈঠো। হাম ওয়ারলেসমে বাত করকে বতায়েঙ্গে।"

ইনস্পেক্টর চলে গেলেন।

মাস্টার বলল, "মাঝখান থেকে আমার অবস্থাটা ঢিলে হয়ে গেল। কান্দাহার থেরানির কাছে খবর গেলে উনি আর আমাকে বিশ্বাস করবেন না।"

বিলু বলল, "কিছু হবে না। টের পাবে কী করে ? পুলিশ মার্ডার করে এই লোকগুলো কি সহজে ছাড় পাবে ভেবেছ ?"

"না পেলেই ভাল। তবে পুলিশ খুব কড়া স্টেপ নিয়েছে। কান্দাহার বা হার্মাদের সঙ্গে ইনস্পেক্টর আনন্দের সম্পর্ক মোটেই ভাল নয়। তা ছাড়া আনন্দ খুব জেদি লোক। সবাই ভয় করে ওকে। আর স্টেপ নেবে নাই-বা কেন ? এদের অত্যাচার এখন এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে যে, আর সহ্য করা যাচ্ছে না। ওপর থেকেও চাপ আসছে খুব।"

বিলু বলল, "আর তো আমাদের লুকিয়ে থাকার কোনও ব্যাপার নেই। মাস্টারভাই, এবার তুমি আমাদের সকলকে এক কাপ করে চা খাওয়াও।"

"খাওয়াব। আমাকেও খেতে হবে। ভোর হয়ে আসছে। আমারও দোকান খোলবার সময় হয়েছে এবার।"

মাস্টার বেশ ভাল করে ছ'কাপ চা তৈরি করল। তারপর বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্চু পঞ্চুকে দিয়ে নিজেও খেল তৃপ্তি করে।

ওরা যখন চা খাচ্ছে তখন একজন কনস্টেবল এসে জানিয়ে গেল আগ্রা পুলিশ জানিয়েছে ওই বিশেষ ট্রাকটির এখনও পর্যন্ত কোনও হদিস পাওয়া যায়নি।

মাস্টার বলল, "তোমরা তা হলে এক কাজ করো, এখানে থাকার আর দরকার নেই। সোজা জয়পুরেই চলে যাও। ওই ট্রাক আর এখানে আসবে না। যদিও আসে আমি সুযোগ করে দেব ওদের পালিয়ে যাওয়ার।"

বিলু চায়ের দাম দিতে গেলে মাস্টার নিল না। ওরা তখন মাস্টারকে

www.boiRboi.blogspot.com

সঙ্গে করে বড় রাস্তায় আসতেই জয়পুরগামী একটি সরকারি বাস পেয়ে গেল। এত ভোরে হাড়কাঁপা শীতে বাস একদম ফাঁকা। ওরা বাসে উঠতেই বাস ছুটে চলল গোঁ-গোঁ করে।

জয়পুর যখন এল তখন সকাল হয়ে গেছে। বাসস্ট্যান্ড শহরের মাঝখানে। বাস থেকে নেমেই এদের প্রথম কাজ হল কোথাও একটু থাকার ব্যবস্থা করে নেওয়া।

ভোম্বল বলল, "কাছাকাছি একটা লজ দেখলে হত না ?"

বিলু বলল, "সে তো দেখতেই হবে। তবে বাবলু কিন্তু সব সময় বলে বাইরে গিয়ে কোথাও থাকলে স্টেশনের কাছাকাছিই থাকতে হয়। আমরাও তাই স্টেশনের কাছে কোথাও থাকিগে চল।"

সবাই এককথায় রাজি। বাসস্ট্যান্ড থেকেই একটা অটো নিয়ে ওরা চলে এল স্টেশনে। তারপর শস্তায় থাকার জায়গার খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারল স্টেশন থেকে বেরোবার মুখেই বাঁ দিকে থানার গায়ে একটা গলির ভেতর একটি ধর্মশালা আছে। সেইখানেই বহাল তবিয়তে থাকা যেতে পারে।

ওরা তাই করল। থানার পাশে গলিতে ঢুকেই একটা বাঁক নিয়ে ডান দিকে একটি ধর্মশালা দেখতে পেল ওরা। নীচে দোকানপত্তর। খাবার হোটেল। ওপরে থাকার জায়গা। ওরা দোতলায় উঠে নামধাম লেখাতেই ঘর পেয়ে গেল একটা। নামে ধর্মশালা হলেও লজের মতোই ব্যবস্থা। আবার সিঁড়ি দিয়ে ধর্মশালার পেছনের অংশে নামতেই দেখতে পেল সারি-সারি কয়েকটি ঘর। কোনওটি ডবল বেডের। কোনওটি ফোর বেডের। ওদের জন্য ফোর বেডের রুমই ধার্য হয়েছিল। তাই পেয়ে গেল। শুধু বাথরুমটাই যা কমন। তা মন্দ কী ? লজে উঠলে অনেক টাকা চলে যেত। এ তবু পার ডে দশ টাকা হিসাবে চল্লিশ টাকায় হয়ে গেল।

ওরা ঘরে জিনিসপত্তর রেখে পোশাক পালটে আলোচনায় বসল কী ভাবে এবং কেমন করে ওরা ওদের অনুসন্ধান শুরু করবে।

বাচ্চু বিচ্চু বলল, "কাল থেকে আমাদের ঘুম নেই। বিশ্রাম নেই। ভোরবেলায় বাসে আসতে-আসতে ঘুমে যেন ঢুলে পড়ছিলাম। অথচ এখন কোনও ঘুমের ভাবই নেই।"

বিলু বলল, "এইরকমই হয়।"

এমন সময় দরজায় নক করে একটি ছেলে ঢুকল, "চায় লাগে গা ভাই সাব ?"

"লাগে গা। আউর ক্যা মিলে গা ?"

"ওমলেট, পুরি, টোস্ট, গরম জিলাবি।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা খুব জিলিপি খেতে ভালবাসত রে।"

ভোম্বল বলল, "শোনো, তুমি আমাদের জন্যে পাঁচ কাপ চা আর পুরি জিলিপি নিয়ে এসো। জলদি যাও।"

ছেলেটি চলে গেল।

বিলু বলল, "এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হল অম্বর চলে যাওয়া। অম্বর কতদূর তা জানি না। সেখানে গিয়ে ওই পুরনো কেল্লার নীচে ওদের গোপন ঘাঁটিটা আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। যদিও সেখানে কাউকে পাব না। তবু চেষ্টা করতে ছাড়ব কেন ? ওরা যখন বলেছে রাধাকে অম্বরে রাখা হবে তখন একবার খুঁজে দেখতে দোষ কি ? তবে এতেও কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হবে না। হয়তো সেখানে হানা দিয়ে আমরা রাধাকে মুক্ত করতে পারব। কিন্তু বাবলু ? ওর অন্তর্ধানটা তো রহস্যময়ই রয়ে গেল। এমন রহস্যজনকভাবে বাবলু তো কখনও উধাও হয়নি। রাধাকে উদ্ধার করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু বাবলুকে হারালে তো আমরা সবাই অকেজো। কোন মুখে বাড়ি ফিরব আমরা ? পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ব্যর্থতার কথা কাগজে-কাগজে ছাপা হবে। এ আমরা কেউ সহ্য করতে পারব না।"

ভোম্বল বলল, "সত্যিই যদি বাবলুর কিছু হয় বা ওকে আমরা ফিরে না পাই তা হলে কিন্তু আমি আর বাড়ি ফিরব না।"

বিলু বলল, "আমিও না।"

বাচ্চু বিচ্ছু বলল, "আমরা তো নয়ই।"

পঞ্চু বলল, "ভৌ ভৌ।" অর্থাৎ আমিই ফিরব বুঝি ?

এমন সময় ছেলেটি আর-একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চা জলখাবার ইত্যাদি নিয়ে এল। প্লেটগুলো নামিয়ে রেখে বলল, "পেপার লাগে গা ?"

ভোম্বল বলল, "হিন্দি না বাংলা ?"

www.boiRboi.blogspot.com

"ইধার বাংলা নেহি মিলতা। হিন্দি ইংলিশ।"

"যাও। নিয়ে এসো।"

ওরা সকলেই সংস্কৃত পড়ার দৌলতে হিন্দি পড়তে বা বুঝতে পারে। যদিও হিন্দিতে যা কথা বলে তা সবই ভুলভাল। তবু মনের কথা ব্যক্ত করতে পারে তাই দিয়ে।

ছেলেটি কাগজ নিয়ে এলে কাগজের প্রথম পাতার খবর পড়েই চমকে উঠল ওরা। খবরে যা ছিল তা হল এই : 'আগ্রার কাছে ভয়াবহ ট্রাক দুর্ঘটনা। অগ্নিদগ্ধ ট্রাক ব্রিজের কংক্রিট ভেঙে রেলপথে। যমুনা নদী থেকে এক কিশোরীকে অপহরণ করে পালাবার সময় গাড়িটি চালকের দোষে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটায়। সন্দেহ করা হচ্ছে অপহৃতা কিশোরী সহ সকলেই মৃত।' আর-একটি সংবাদ : 'এই চক্রের অন্যতম নায়ক কুখ্যাত হার্মাদি আগ্রার পুলিশ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। এক দেশি কুকুরের হিংস্র আক্রমণে হার্মাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। রাজস্থান-পুলিশ তদন্তসূত্রে ওই চক্রের অপরাপর আসামিদের ধরতে গেলে বান্দিকুইয়ের এক বস্তিতে পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে দু'জন দুষ্কৃতীসহ পুলিশের দুই কনস্টেবলের মৃত্যু হয়েছে। পরে মাস্টার নামে এক কিশোরকেও ভোরের দিকে একটি চায়ের দোকানের সামনে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।'

কাগজটা পড়তে-পড়তেই দু' চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল সকলের। পঞ্চু, ব্যাপারটা কী যে হল, কিছু বুঝতে না পেরে লেজ নাড়তে লাগল ঘনঘন। ডিশের খাবার ডিশেই পড়ে রইল ওদের। চা জুড়িয়ে জল। এই সংবাদ জানার পর আর কি তদন্তের কোনও প্রয়োজন আছে ?

॥ ৭ ॥

ওরা যে কতক্ষণ এইরকম শোকস্তব্ধ হয়ে ছিল তা খেয়াল নেই। সেই ছেলেটি আবার এসে বলল, "এই ! বিল্লু কিসিকা নাম ?"

বিলু বলল, "আমার নাম। কেন ?"

ছেলেটি বলল, "নিসপিকটর আনন্দ তুমকো বুলায়া। তুম সবকো।"

ওরা কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল।

ছেলেটি বলল, "তুম তো কুছ নেহি খায়া। চায় ভি নেহি।"

বিলু বলল, "সব লে যাও। দাম মিল যায় গা তুমকো।"

ছেলেটি এক-এক করে নিয়ে গেল সব। বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছুও পঞ্চুকে নিয়ে দরজায় তালা দিয়ে উঠে এল ওপরে।

ম্যানেজার বললেন, "ইনস্পেক্টর আনন্দ।"

"কোথায় উনি ?"

"বগলমে, পুলিশ চৌকি পর। চলা যাও।"

ওরা বাইরের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল। তারপর থানায় যেতেই সে কী খাতির। ইনস্পেক্টর আনন্দ সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ওদের। সকলেই বললেন, এই ছেলেমেয়েগুলো এবং এই কুকুরটা না থাকলে ওঁর বাঁচার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। তারপর সকলকে কেক আর চা খাইয়ে বললেন, "শুনো, তুম সব আভি রেলওয়ে স্টেশন পর চলা যাও। উপরমে রিটায়রিং রুম হ্যায়। দো নম্বর ঘর পর চলা যাও। বঁহি পর রহোগে তুম। এ ধরমশালা ছোড় দো।"

বিলু বলল, "কেন, এখানে তো আমরা বেশ আরামেই আছি।"

"স্টেশনসে জি·আর·পি পোস্টিং হ্যায়। আভি তুমহারা জিন্দগী খতরেমে পড় গয়া। আউর কুছ ঘুমনা দেখনা চাহো তো এস·পি সাহেব কা গাড়ি মিলে গা। যাও আভি রুম দেখকে আও। তুমহারা প্লাটফরম টিকট নেহি লাগেগা। রুমকা কিরায়া ভি নেহি। কোঈ কুছ পুছে তো মেরা নাম বতানা। ইনস্পেক্টর আনন্দ।"

এইরকম একটা সুযোগ কখনও ছাড়তে নেই। তাই ওরা ইনস্পেক্টরের কথামতো স্টেশনে এল রিটায়রিং রুম দেখতে। পরে একসময় গিয়ে বরং ধর্মশালা থেকে মালপত্তরগুলো নিয়ে আসা যাবে।

ওরা যেতেই কয়েকজন জি·আর·পি হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলল, "তুম সব আ গয়ে ? উপর চলা যাও। রুম নাম্বার টু।"

ওরা একে-একে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠল। কী চমৎকার স্টেশন এই জয়পুর। সাজানোগোছানো সভ্যভব্য। যেন ঝলমল করছে। তেমনই সুন্দর ঘরগুলো। এখানে থাকতে পেলে যে-কোনও মানুষের মনপ্রাণ ভরে যাবে। ওদেরও আনন্দ হল। কিন্তু বাবলুর অভাবে সে আনন্দ ম্লান।

ইনস্পেক্টর আনন্দ ওদের ভালবেসে সরকারি ক্ষমতায় ওদের জন্য হয়তো অনেক কিছুই করতে পারেন। কিন্তু পারেন না শুধু মনের আনন্দকে ফিরিয়ে দিতে।

ওরা দু' নম্বর ঘরে গিয়ে দরজা খুলেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল, "এ কী ! বাবলু তুই ?"

বাবলু বলল, "একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম রে। এই উঠছি। তোরা কখন এলি ?"

"স-স-সকালবেলা। রাধার খবর কি ?"

"ও বাথরুমে। তোরা চা-টা খেয়েছিস ?"

ভোম্বল বলল, "ইহকাল পরকাল সব তো খেয়ে বসে আছি। আর চা খাব না ? এইমাত্র ইনস্পেক্টর আনন্দ আমাদের চা আর কেক খাওয়ালেন। কিন্তু তুই যে এত বড় ম্যাজিশিয়ান তা তো জানতাম না।"

বাবলু বলল, "থাকার ঘরটা কেমন বল দিকিনি ?"

"খুব ভাল। কিন্তু ব্যাপারটা কী !"

পঞ্চু যে তখন কী করবে কিছু ঠিক করতে পারছে না। সে অনবরত কুঁই-কুঁই করে বাবলুর পায়ে গড়াগড়ি যেতে লাগল।

একটু পরেই ঝলমলে মুখ নিয়ে রাধা বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে।

বাবলু বলল, "তোরা ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ চলে এসেছিস তো ?"

"হ্যাঁ।"

"কিটস ব্যাগে আমার জামাপ্যান্টগুলো আছে। এগুলো আর পরা যাচ্ছে না।"

ভোম্বল বলল, "নিয়ে আসব ?"

"আরে যাবি'খন। এখন একটু বোস তো। চা-টা খাই।" বলে নিজেই উঠে গিয়ে কয়েক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে এল।

বিলু বলল, "এই অসম্ভবটা সম্ভব হল কী করে ? আমরা তো ভাবলাম তোরা দুটোতে মরেই গেছিস।"

"যেতাম। কিন্তু ভাগ্য-জোরে বেঁচে গেছি। চা-টা আসুক। খেতে-খেতে সব বলছি।"

রাধা বলল, "আমরা এখানে এসেই বাড়িতে ফোন করেছি। রেখাও

www.boiRboi.blogspot.com

এসে পড়বে দুপুরের মধ্যে। আমারও পোশাক-আশাক কিছু নেই।"

বিচ্ছু বলল, "তুমি ততক্ষণ দিদিরটা পরো না?"

"তাই ভাবছি।"

রেলের বড়-বড় কাপে চা এসে গেল একটু পরেই। চা আসা মাত্রই হঠাৎ উধাও হয়ে গেল ভোম্বল।

বাবলু বলল, "কোথায় যাচ্ছিস?"

সে কোনও উত্তর দিল না।

তারপর যখন ফিরে এল তখন দু' হাতে দুটো ঠোঙা। একটাতে বড়-বড় শিঙাড়া। আর একটাতে গরম-গরম জিলিপি। বলল, "স্টেশনের সামনেই ভাজছিল। দেখে এসেছি। দারুণ লোভ হচ্ছিল রে। শুধু তুই নেই বলেই খেতে পারছিলাম না।"

বিলু বলল, "তা ব্যাপারটা কি বল দেখি?"

বাবলু যা বলল তা এক রোমহর্ষক ঘটনা। ওরা চা খেতে-খেতে পলকহীন চোখে সেই কাহিনী শুনতে লাগল—

গতকাল সন্ধ্যায় যমুনার বালুচরে সেই ট্রাক থেকে দু'জন লোক রাধাকে জোর করে তুলে নেওয়া মাত্রই বাবলু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে লাফিয়ে উঠে পড়েছিল সেই ট্রাকে। জীবন বিপন্ন করে। চলন্ত ট্রাকের সাইডের মোটা কাছি ধরে বহুকষ্টে ঝুলে পড়েছিল। ফলে ওইটুকু সময়ের মধ্যে ও কাউকে কিছু চেঁচিয়ে বলবারও অবকাশ পায়নি। এই ট্রাকটি পাট বোঝাই ছিল। পাটের নীচে কী ছিল তা অবশ্য ও জানে না। ট্রাকটা এত জোরে ছুটছিল যে, ধুলো-বালি উড়িয়ে ধোঁয়া ছেড়ে অন্ধকার করে দিয়েছিল চারদিক।

ও বহুকষ্টে ধীরে-ধীরে সেই পাট-বাঁধা কাছি ধরে একটু-একটু করে ওপরে উঠে এসেছিল। তারপর গুছিয়ে বসেছিল ট্রাকের মাথায়। এমনভাবে যে, কেউ টের পায়নি। সেও কোনও সাড়াশব্দ করেনি।

এদিকে ট্রাকের মধ্যে তখন ভয়ঙ্কর ধস্তাধস্তি হচ্ছে রাধাকে নিয়ে। রাধা নেহাত কমজোরি মেয়ে নয়। এবং ওর মনের জোরও অন্য মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি। আর গালাগালিও করতে পারে বটে। তাই ওকে কবজা করতে খুব বেগ পেতে হচ্ছিল ওদের।

www.boiRboi.blogspot.com

একজন ড্রাইভারের আসনে বসে ছিল। আর-একজন সামলাচ্ছিল রাধাকে।

বাবলু ট্রাকের মাথায় বসে এইরকম অবস্থায় কী করে যে কী করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না। পিস্তলে একটা গুলি ভরে নিয়ে একবার ভাবল ড্রাইভারের মাথার খুপরিটা উড়িয়ে দেয় এটা দিয়ে। আবার ভাবল, তা করতে গিয়ে নিজেদের মরণকেই ডেকে আনবে ওরা। একবার যদি কোথাও গাড়িটা থামে তা হলে খেল দেখাবে তখনই। এমন সময় হঠাৎই একটা বদ বুদ্ধি মাথায় এল। দেখল ট্রাক তো পাটে বোঝাই। তাই লোডশেডিং-এ বাতি ধরাবার জন্য যে একটা লাইটার ওর কাছে ছিল, সেটা জ্বেলে টুক করে ধরিয়ে দিল সেই শুকনো পাটে। প্রচণ্ড হাওয়ার বেগে প্রথমে একটু অসুবিধা হয়েছিল। তারপর জ্বলে উঠল একেবারে দাউ-দাউ করে। কাজটা করেও বিপদে পড়ে গেল বাবলু। ভাগিস, হাওয়ার বিপরীতে ছিল। না হলে আগুন ওকেই গ্রাস করত আগে।

আগুন জ্বলে উঠতেই ড্রাইভার টের পেয়ে গাড়ি থামাল।

যে-লোকটা রাধাকে কবজা করছিল সে তখন লাফিয়ে নেমে দেখতে গেল ব্যাপারটা কী হয়েছে। যেই না যাওয়া বাবলু অমনই তাকে লক্ষ্য করেই গুলি করল একটা। কিন্তু তাড়াতাড়িতে ফসকে গেল গুলিটা। লোকটাও পালাল।

সেই তালে রাধাও নেমে পড়ল ট্রাক থেকে।

বাবলুও তখন লাফিয়ে নামল।

ওদিকে ড্রাইভার তো দেখতে পায়নি বাবলুকে। তাই গুলির শব্দ শুনেই সে ভাবল নিশ্চয়ই পুলিশে তাড়া করেছে ওদের। তাই ওই অবস্থাতেই জ্বলন্ত ট্রাক নিয়ে প্রাণভয়ে পালাতে গিয়ে ঘটিয়ে বসল বিপত্তি। ট্রাকটা ছিল রেল ব্রিজের ওপর। একেবারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কংক্রিটের রেলিং-এ ধাক্কা মেরে পড়ল নীচে রেল লাইনের পাশে। প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণে গাড়িটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। উঃ, সে কী দৃশ্য। সে দৃশ্য দেখা যায় না।

রাধা ছুটে এসে তখন বাবলুর একটা হাত ধরল। বলল, "আর দেখতে হবে না। রাত হয়ে গেছে। এই জায়গাটা আরও খারাপ। জলদি ভাগনা

চাহিয়ে।"

বাবলু বল, "চলো।" বলে যেই আসতে যাবে অমনই দেখল জনা দশ-বারো লোক গলায় রুমাল বেঁধে পাকা শিকারির মতোই এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। এরা কারা তা কে জানে? হার্মাদের লোকও হতে পারে অথবা অন্য কেউ। হয়তো ট্রাকের সেই পালিয়ে যাওয়া লোকটিই গিয়ে ডেকে এনেছে ওদের। সেই মুহূর্তে আত্মসমর্পণ ছাড়া ওদের আর করার কিছুই ছিল না। কেননা আর একটিও গুলি ছিল না বাবলুর পিস্তলে।

হঠাৎ ভগবানের দয়াই বলতে হবে, ধীর শ্লথ গতিতে মিটারগেজ লাইনের একটি মালগাড়ি গুটি-গুটি করে যাচ্ছিল ব্রিজের তলা দিয়ে। ওরা ভগবানকে স্মরণ করেই দু'জনে দু'জনার হাত ধরে লাফিয়ে পড়ল সেই মালগাড়ির মাথায়। ব্রিজটা নিচু ছিল খুব। দু'হাতও লাফাতে হয়নি তাই।

যাই হোক, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওয়াগনের মাথায় বসে খানিকটা আসার পরই বুঝতে পারল গাড়িটা স্পিড নিচ্ছে। আর খোলা হাওয়ায় প্রচণ্ড শীত করছে তখন। ওরা তখন হামাগুড়ি দিয়ে একটু-একটু করে এগিয়ে আসতে লাগল গার্ড-এর কামরার দিকে।

গার্ড তো ওদের দেখেই অবাক।

রাধা তখন ওর ভাষায় ওদের বিপদের কথাটা সব খুলে বলল গার্ডকে।

গার্ডসাহেব দারুণ খুশি হলেন রাধার কথা শুনে। ওদের সাহসের প্রশংসা করে বললেন, এ গাড়ি তো ভরতপুরের আগে থামবে না। তারপর একেবারে জয়পুর। কারণ গাড়িটা মেল হয়ে যাচ্ছে আমেদাবাদ। আবু রোডে হয়তো একবার থামলেও থামতে পারে।

রাধা বলল, ভরতপুরে গাড়ি থামলেও অবশ্য ওদের লাভ নেই। কেননা সেখানে এই শীতে রাত কাটাবে কোথায়? তবে জয়পুরে ওর অনেক চেনাজানা আছে। কাজেই কোনও অসুবিধা হবে না।

তা গাড়ি ভরতপুরেও থামল না, কোথাও না। একেবারে থামল জয়পুরে।

রাত তখন একটা। গার্ডসাহেবের বদান্যতায় কেউ ওদের কাছে টিকিট

www.boiRboi.blogspot.com

চাইল না। ওরা সেই কনকনে শীতে স্টেশনের ওয়েটিংরুমে বসে রইল সারারাত। ইতিমধ্যে ওদের ব্যাপারটা চাউর হয়ে গেছে চারদিকে। তাই ভোরবেলা ইনস্পেক্টর আনন্দের ফোন পেয়ে স্থানীয় থানার কর্তাব্যক্তিরা এসে এই ঘরটির ব্যবস্থা করে দিল ওদের জন্য। সকালবেলা ইনস্পেক্টর আনন্দও এসে দেখা করলেন ওদের সঙ্গে এবং বললেন, "তোমাদের বন্ধুরা জয়পুরেই এসেছে।" এমনকী, পঞ্চুর কৃপায় তাঁর যে প্রাণরক্ষা হয়েছে সে-কথাও বললেন। তিনি এও বললেন, প্রত্যেককে ধরে আনার দায়িত্বও নাকি তাঁর। অতএব এই সকালেই তেড়ে একটা ঘুম দিয়ে নিলাম দু'জনে। সবে ঘুম থেকে উঠছি। বিপদের মেঘ কেটে গেছে। আর এখন ভাবনা কী?

বিলু বলল, "হার্মাদের কথা শুনেছিস তো?"

"না।"

"একেবারে শেষ অবস্থায়। আর বেঁচে উঠতে হচ্ছে না ওকে।"

বিলুর কথা শেষ হতেই ইনস্পেক্টর আনন্দ এলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, "গুড মর্নিং। ক্যায়সা সারপ্রাইজ দিয়া ম্যায়নে?"

সবাই আনন্দে করমর্দন করল আনন্দের।

বিলু ভোম্বল তখুনি ছুটে গেল ধর্মশালা থেকে ওদের মালপত্তরগুলো নিয়ে আসতে।

আনন্দ বললেন, "তোমরা যদি এখন কোথাও যেতে চাও তো আমি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

বাবলু বলল, "কোনও দরকার নেই। আমরা শুধু হাওয়া মহল আর অম্বরের কেল্লাটা দেখব। ও আমরা অটো কিংবা বাসেই দেখে নিতে পারব। তারপর কাল সকালে চলে যাব যোধপুর।"

"সমঝ গিয়া। জয়শল যা না চাতে হো তুম। লেকিন উধার তুমহারা যানা ঠিক নেহি। ঘরের ছেলে এবার ঘরে ফিরে যাও না বাবা।"

বাবলু বলল, "সে দেখা যাবে।"

ইনস্পেক্টর আনন্দ চলে গেলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন কোনও অসুবিধা হলে সঙ্গে-সঙ্গে থানায় খবর দিতে। ফোন নম্বরটাও দিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিলু ভোম্বল ফিরে এল। আর তারও কিছুক্ষণ পরে ওরা যথারীতি তৈরি হয়ে ঘরে তালা দিয়ে স্টেশনের বাইরে এল। জয়পুর শহরটা একবার ঘুরে দেখতে হবে তো? এখানে রাধাই ওদের গাইড।

প্রথমেই ওরা ঠিক করল অম্বর দেখতে যাবে। তাই স্টেশনের সামনে মির্জা ইসমাইল রোড থেকে প্রাইভেট বাসে এগিয়ে চলল বড়ি চৌপটের দিকে। আসতে-আসতে সুসজ্জিত পথঘাট এবং ঘরবাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেল সকলে। এসব কী দেখছে ওরা? এ কি কোনও রূপকথার দেশ?

বাবলু বলল, "জয়পুর হচ্ছে রাজস্থানের রাজধানী। সেকালেও ছিল। একালেও। তারও আগে ছিল অম্বরে। অর্থাৎ যেখানে আমরা যাচ্ছি। রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ নিজের জয়কে ঘোষণা করবার এবং সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ১৭২৭ সালে এই নতুন রাজধানী গড়ে তুলে এর নাম দেন জয়পুর। শাস্ত্র, জ্যোতিষ, শিল্পকলা, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে তাঁর অনুরাগ এবং অধিকার দেখে ঔরঙ্গজেব তাঁকে একেরও অতিরিক্ত অর্থাৎ সোয়া মনে করতেন। তাই তাঁকে 'সোয়াই' উপাধি দিয়েছিলেন। নবগ্রহের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই শহরটিকে ন'টি আয়তাকার পরিকল্পনায় বিন্যস্ত করেন জয়সিংহ। তাঁর এই পরিকল্পনাকে রূপদান করেছিলেন এক তরুণ বাঙালি, বিদ্যাধর ভট্টাচার্য। গোলাপি রঙের মার্বেল পাথরে তৈরি এই শহরটিকে বলা হয় পিঙ্ক সিটি।"

কী সুন্দর শহর। এত বাস, অটো, ট্যাক্সি; তা সত্ত্বেও এই শহরের বুকের ওপর দিয়ে চলেছে উটের সারি। বিচিত্র সব সাজপোশাক ও অলঙ্কার পরা রাজস্থানি মেয়েরা।

বাচ্চু বিচ্ছু বলল, "জয়পুরে না এলে যে কী দারুণ ঠকতাম আমরা।"

রাধা বলল, "আমি তো এর আগেও এসেছি। তাই রীতিমত এই শহরটাকে ভালবেসে ফেলেছি।"

বাবলু বলল, "১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মহারানি ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টও এই পিঙ্ক সিটির সৌন্দর্য দেখে একে ভালবেসে ফেলেছিলেন। ম্যাক্স লেরনার আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, "আই হ্যাভ সিন জয়পুর অ্যান্ড নাউ আই ক্যান ডাই।"

www.boiRboi.blogspot.com

বিলু বলল, "তুই এতসব তথ্য পাস কোথা থেকে বল তো?"

বাবলু বলল, "এখন আসলে-নকলে মিলিয়ে বাজারে অনেক গাইডবুক বেরিয়ে গেছে। তা ছাড়া বিভিন্ন স্টেটের ওপর ছোট-ছোট সরকারি গাইডবুকও আছে অনেক। কাজেই জানার চেষ্টা করলে এগুলো জানা কোনও কঠিন ব্যাপারই নয়। কোথাও যেতে গেলে আগে পাঁচটা বই পড়ে বা শুনে সেই জায়গার ওপর একটা ধারণা করে নিতে হয় বা সবকিছু জেনে নিতে হয়।"

ভোম্বল বলল, "অত ভাই হবে না আমার দ্বারা। তবে তুই হচ্ছিস একটা চলন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। যখন যা দরকার হবে তোর কাছ থেকেই জেনে নেব আমরা।"

বাস এসে বড়ি চৌপটে যেখানে থামল সেখানে চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে হাওয়া মহল। এর ছবি তো বিভিন্ন বই এবং পত্রপত্রিকায় সকলেই দেখেছে ওরা। তাই চিনতে অসুবিধা হল না। যাই হোক, এইখানেই অম্বর যাওয়ার সরকারি বাস দাঁড়িয়ে ছিল। একেবারে ফাঁকা বাস। রাধা সেই বাস দেখিয়ে ওদের বলল, "চলো।"

জয়পুর থেকে অম্বর মাত্র ১১ কিলোমিটারের পথ। ভাড়া দেড় টাকা করে। ওরা কিছু সময়ের মধ্যে শহর ছেড়ে পাহাড়ের কোলে আর-এক ছোট্ট জনপদ, অম্বরে এসে হাজির হল। এক বিস্তীর্ণ জলাশয়ের (মাওয়াটা হ্রদ) গায়ে পাহাড়ের মাথায় অম্বরের কেল্লা। দেখামাত্রই মনটা যেন কীরকম হয়ে গেল। এখানে বাস থেকে নামতেই আর-এক প্রস্থ চা-জলখাবার হয়ে গেল ওদের। তারপর শুরু করল পর্বতারোহণ। আগে পঞ্চু। তার পেছনে রাধা সহ পাণ্ডব গোয়েন্দারা। ওঠার মুখেই ওরা দেখতে পেল সারি-সারি কতকগুলো চিত্রবিচিত্র হাতি রঙিন পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে পিঠে হাওদা নিয়ে অপেক্ষা করছে যাত্রী বহনের আশায়। ওদের দেখেই মাহুতরা এগিয়ে এসে বলল, "বাবু, হাতি!"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের খুবই ইচ্ছে হল হাতির পিঠে চেপে পাহাড়ে ওঠার। কিন্তু গোল বাধল পঞ্চুকে নিয়ে। অমন সাহসী পঞ্চু অথচ হাতি দেখে তার কী ভয়। সে কিছুতেই উঠবে না হাতির পিঠে। আবার হাতিরও হাবভাব দেখে মনে হল কুকুর বইতে তার ভয়ানক আপত্তি। অবশ্য

দোষও নেই। এটা আসলে মর্যাদার ব্যাপার। মানুষের অনেক বুদ্ধি। তারা সেবা করে, যত্ন করে, পালন করে। তারা সবাইকে চরায়। কাজেই তাদের খাতির করে বওয়া যায়। তাই বলে একটা কুকুরকে ? না, না। জানোয়ার বলে কি তার সম্মান নেই?

যাই হোক, মাহুত অনেক কষ্টে বাবা-বাছা করে হাতির গায়ে-পিঠে গালে হাত বুলিয়ে হাতিকে রাজি করাল। তারপর এক-এক করে তুলে দিল সবাইকে হাতির পিঠে।

ওরা উঠে বসতেই হাতি দুলকি চালে দুলে-দুলে চলল। আরও যাত্রিবাহী হাতির দল এগিয়ে এল কয়েকটা। এদের মধ্যে একদল বাঙালিও আছেন। আর যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই ফরেনার। হাতির পিঠে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে পঞ্চুকে দেখে সকলের কী হাসি। রাস্তার কুকুরগুলো তো চিৎকারে মাত করে দিল। পাহাড়ের গাছের ডালে বসে থাকা বানর ও হনুমানগুলো পঞ্চুকে দাঁত খিচোতে লাগল। হাতিটাও মাঝেমধ্যে গরগর করতে লাগল রাগে। অর্থাৎ আমি তো জানতুম এইরকমটা হবে। এখন এই টিটকিরি কি সহ্য হয়? কী ঝকমারি রে বাবা!

পঞ্চু অবশ্য ভ্রূক্ষেপও করল না কাউকে। দিব্যি বাবলুর কোল ঘেঁষে বসে হাতির পিঠে চেপে পার্বত্য প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে লাগল।

এর পর একটা বাঁক নিয়ে কেল্লার ওপরে উঠে এল ওরা। রাজকীয় ব্যাপারস্যাপারগুলো সেই আমল থেকেই করা ছিল। তাই হাতিকে এখানে লোক তোলবার জন্য নত হতে হয় না। প্রাচীরের মতো একটা চওড়া উচ্চস্থানের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় আর লোকজন সেইখান দিয়ে নামা-ওঠা করে।

এই যাত্রায় বাবলু ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়েছিল। তাই চটপট ছবি তুলে নিল কয়েকটা। হাতির পিঠে পঞ্চু। এ-ছবি পাবে কোথায়? ওরা ছবি তুলে কেল্লার প্রশস্ত চত্বরে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা মানসিংহের হাতে তৈরি এই দুর্গ। চলতি কথায় আমের। প্রথম দিকে কাছাওয়া বংশের রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। আকবর এই কাছাওয়া বংশের রাজকন্যা যোধাবাঈকে বিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

করেছিলেন। পরে একসময় দুর্ধর্ষ মিনারা অম্বর অধিকার করে নেয়। তার আগে এরা ধুন্দর রাজ্য শাসন করত। অম্বর অধিকারের পর ধুন্দরের রাজধানীও করল অম্বরকে। এরা এমনই শক্তিশালী ছিল যে, এদের হাতে অস্ত্র থাকলে এরা অজেয়। বছরের একটিমাত্র দিন, অর্থাৎ দোলের দিন এরা অস্ত্র ধরত না। আকবরের সেনাপতি তখন মানসিংহ। তিনি দেখলেন মিনাদের পরাস্ত করার এর চেয়ে ভাল দিন আর নেই। তাই ওইদিন অতর্কিতে প্রচুর মুঘল সৈন্য নিয়ে তিনি আক্রমণ করলেন ধুন্দর রাজ্য। মিনারা অস্ত্র ধরল না। তারা অনুরোধ জানাল শুধু একটা দিন অপেক্ষা করতে। কিন্তু মানসিংহ সে-অনুরোধ রাখলেন না। আর মিনারাও ধর্মের নামে অস্ত্র ধরল না সেদিন। ফলে ধুন্দর মুঘলদের অধিকারে চলে গেল। এই রাজ্যে অম্বিকেশ্বর শিবের মন্দির ছিল। সম্ভবত সেই থেকেই অম্বর নামের উৎপত্তি। অন্য মত, কুশ বংশের রাজা অম্বরীশ এই রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। সে যাই হোক, প্রথম মানসিংহ অম্বরে যে প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন তা শেষ করেন সোয়াই জয়সিংহ, প্রায় একশো বছর পরে। এই সেই অম্বর কেল্লা।

বাবলুরা এদিক-সেদিক ঘুরেফিরে শিসমহলে ঢোকার জন্য কাউন্টারে এল টিকিট কাটতে। তিন টাকা করে টিকিট। পঞ্চুকে অবশ্য ঢুকতে দিল না ভেতরে। ও তাই চুপচাপ বসে-বসে হাতি দেখতে লাগল।

ওরা শিসমহল ঘুরে যশোরেশ্বরী কালী দেখতে এল। কী চমৎকার মন্দিরের কারুকার্য আর তেমনই অপূর্ব ওই কালীমূর্তি। মন্দিরের দেওয়ালে কলার কাঁদিওয়ালা দুটো কলাগাছ খোদাই করা আছে। মন্দিরের প্রবেশপথের দরজায় আছে একটি রুপোর দশমহাবিদ্যার খোদিত মূর্তি। দেওয়ালের একটি ছবি, ওদের দারুণ আকর্ষণ করল। রুদ্রমূর্তি এক কালী। তাঁর দশটি মুখ, দশটি হাত, দশটি পা। সামনেই অমরকুণ্ড। মন্দিরটি সম্পূর্ণ শ্বেত পাথরের।

এখানকার পূজারিরা সবাই বাঙালি। তাঁদের মুখেই শোনা গেল এর ইতিহাস। সপ্তদশ শতাব্দীতে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোর থেকে এই কালীকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। প্রবাদ আছে মথুরায় কংস কারাগারে যে শিলাখণ্ডটির ওপর দেবকীর সন্তানদের কংস আছাড় দিয়ে

মেরে ফেলত, প্রতাপাদিত্য মথুরা গিয়ে ওই পাথরটি নিয়ে আসেন এবং যশোরেশ্বরীর কালীমূর্তি নির্মাণ করেন।

বাবলুরা মুগ্ধ চোখে সেই কালীকে দর্শন করে ধন্য হল। কত লোকে নারকেল মিষ্টি ফুল ইত্যাদি নিয়ে দেবীর পুজো দিচ্ছে। ওরা সেসব কিছু আনেনি। তাই পয়সার বাক্সে ষোলো আনা ফেলে দিয়ে মন্দিরের বাইরে এল। আসবার সময় কালো কষ্টিপাথরের অষ্টভুজা দেবীর কাছে ওরা প্রার্থনা করল ওরা যেন নির্বিঘ্নে মরুভ্রমণ করে বাড়ি ফিরতে পারে। আর কোথাও কোনও ঝামেলা না হয়।

অম্বরের কেল্লা দেখে ওরা চলল জয়গড় দেখতে। জয়গড় অনেকেই দেখে না। কিন্তু যেহেতু পাণ্ডব গোয়েন্দারা জেনে গেছে এই জয়গড়ে কিছু না থাকলেও একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে কান্দাহার খেরানির গোপন ঘাঁটি আছে, তাই জয়গড় না দেখে কি ওরা ফিরতে পারে? অতএব চলল। জয়গড়ের পথ জঙ্গলাকীর্ণ। তবে লোকজন যায়। পথঘাট ভাল। কিন্তু বড্ড খাড়াই। নীচে থেকে ওপরে ওঠার মুখে যে বাঁকটা আছে তার পাশ দিয়েই রাস্তা। ওরা সকলে মহোৎসাহে হইহই করতে-করতে জয়গড় কেল্লার দিকে এগিয়ে চলল। খাড়াই উঠতে ওদের যত কষ্ট, পঞ্চুর ততই সুবিধা। সে দিব্যি হেলেদুলে সবার আগে তুরতুর করে এগিয়ে চলল তাই।

একেবারে পাহাড়ের মাথায় উঠেই দেখল দারুণ মজবুত একটি কেল্লা। কেল্লার ভেতরে বেশ বড় ধরনের মিউজিয়ামও আছে একটি। এই কেল্লায় ঢুকতে দর্শনী লাগল ছ' টাকা করে। কেন যে লাগল তা অবশ্য পরে বুঝল। সব কিছু দেখেশুনে।

কেল্লার ভেতরে মিউজিয়াম ছাড়াও ছিল এক বিশাল পানি ট্যাঙ্কি। আর যা ছিল তা অম্বর গিয়ে যারা না দেখেছে তারা সবাই ঠকেছে। ওই কেল্লার মাথার ওপরে আছে পৃথিবীর বৃহত্তম কামান জয়বান; যেটি মিলিটারিরা সব সময় পাহারা দিচ্ছে। আসলে এই দুর্গটি এখন সেনাবাহিনীর ঘাঁটি। সে কী বিশাল কামান। এটি তৈরি হয়েছিল সোয়াই জয়সিংহের আমলে, ১৬৯৯ থেকে ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এর মুখটা ১১ ডায়ামেটর ১১ ইঞ্চি। ২২ মাইল দূর পর্যন্ত এই কামান দাগা যেত।

www.boiRboi.blogspot.com

এবং একটি ফায়ারিং-এর জন্য বারুদ লাগত ১০০ কিলো।

জয়গড়ে গিয়ে দুর্গের একটি নির্জন অংশে বসে ওরা চারদিকের পর্বতমালা দেখতে লাগল। রাজপুত বীরেরা যখন অশ্বখুরধ্বনিতে এইসব জায়গা ভরিয়ে রাখতেন তখন না জানি এর কী শোভা ছিল!

বিলু বলল, "সেই গোপন সুড়ঙ্গটা কোথায় আছে, আমাদের একটু খুঁজে দেখলে হয় না?"

বাবলু বলল, "তাতে লাভ? তা ছাড়া সুড়ঙ্গ তো পাহাড়ের মাথায় থাকবে না। থাকবে নীচে। কোনও বনবাদাড়ে। ওসব ঘুরতে যাওয়ার সময় কোথায়? শেষকালে কেঁচো খুঁড়ে সাপ বেরোলে হয়তো এমন অবস্থা হবে যে, তখন আসল জায়গাতেই যেতে পারব না আমরা।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক। ঝামেলার চরম হয়েছে। এখান থেকে নেমে আগে বাসে উঠি চল।"

রাধা বলল, "জগৎশিরোমণির মন্দির দেখবে না তোমরা? ওটা কিন্তু খুব ভাল দেখবার আছে।"

বাবলু বলল, "তা হলে চলো। অম্বরে এসে এটাই বা বাকি থাকে কেন?"

ওরা পাহাড় থেকে নেমে বাঁ দিকে বাজারের পাশে একটা সরু গলির মধ্যে যখন ঢুকল তখন দেখল নিগ্রোদের মতো কালো লম্বা একজন লোক ওদের অনুসরণ করছে। ওরা দেখল কিন্তু কিছু বলল না। কীই-বা বলবে? কে এই লোক? কেনই বা পিছু নিয়েছে ওদের?

যাই হোক, ওরা জগৎশিরোমণি মন্দিরে ঢুকে দেবদর্শন করল। চিতোরে মীরাবাঈ যে রাধাকৃষ্ণ মূর্তির আরাধনা করতেন এটি সেই মূর্তি। মানসিংহ নিয়ে এসেছেন এখানে।

বাবলু বলল, "যদি কখনও সম্ভব হয় তা হলে একবার অন্তত আমার মাকে আমি নিয়ে আসব এখানে।"

রাধা বলল, "জরুর নিয়ে আসবে। তোমার যখন মন আছে ভাইয়া, মা তখন নিশ্চয়ই আসবেন।"

জগৎশিরোমণি মন্দির দেখে অভিভূত হয়ে গেল ওরা। মানসিংহ তাঁর ছোট ছেলে জগৎসিংহের স্মৃতিরক্ষার্থে ১৫ সেঞ্চুরিতে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে

এই মন্দির তৈরি করেছিলেন।

ওরা মন্দির থেকে যখন বেরিয়ে এল সেই লোকটি তখনও দূর থেকে ওদের অনুসরণ করছে।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

বাবলু বলল, "কে জানে?"

বাচ্চু বিচ্ছু বলল, "লোকটাকে কিন্তু জয়গড়েও আমি দেখেছি।"

বাবলু বলল, "আমার যন্তর রেডি। গোলমাল পাকালেই অক্কা পেয়ে যাবে বাছাধন।"

লোকটি গোলমাল করল না। ওরা যখন বাস স্ট্যান্ডে এসে বাসে উঠল, সে তখন একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আর-একজন লোকের সঙ্গে ফিসফিস করে কী কথা বলতে লাগল।

বাস ছাড়ল একটু পরেই। এবং কিছু সময়ের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল বড়ি চৌপটে। তারপর জয়পুর স্টেশনে যখন এল তখন দেখল ওদের দরজার সামনে একটা বড় চামড়ার সুটকেস নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে রেখা।

রাধা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল রেখাকে। হারানিধি ফিরে পেয়েছে তো, তাই দু' বোনের সে কী আনন্দ।

রাধা জিজ্ঞেস করল, "মা কি তবিয়ৎ ক্যায়সা?"

রেখা বলল, "ভালই।"

ওরা সবাই ঘরে ঢুকে প্রথমে একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসল। তারপর স্নান সেরে রেলের ক্যান্টিনেই খেয়ে নিল মাংস-ভাত। কী চমৎকার রান্না। খাওয়াদাওয়ার পর তেড়ে একটা ঘুম। সে ঘুম ভাঙল বিকেল চারটেয়।

আর সময় নষ্ট নয়। তাই আবার সাজ-সাজ রব। ওরা আবার তৈরি হয়ে চা-টা খেয়েই চলল জয়পুরের বিখ্যাত গোবিন্দজির মন্দিরে। স্টেশন থেকে আবার ওরা বড়ি চৌপটে এল। তারপর পায়ে হেঁটেই শিরে দেওরি বাজারে গিয়ে দেখে নিল হাওয়া মহল, যন্তর-মন্তর আর গোবিন্দজির মন্দির। ঔরঙ্গজেবের রোষবহ্নির হাত থেকে রক্ষা করতে এই গোবিন্দজিকে বৃন্দাবন থেকে জয়পুরে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সোয়াই জয়সিংহ। মন্দিরে বসে অনেকটা সময় কাটাল ওরা। সন্ধ্যারতি

www.boiRboi.blogspot.com

দেখল। তারপর যোধপুর যাওয়ার জন্য বাস স্ট্যান্ডে এসে খোঁজখবর নিতে লাগল। কাল খুব ভোরে অর্থাৎ পাঁচটার সময় যোধপুরের বাস। ভাড়া একান্ন টাকা।

ওরা আর দেরি না করে ফিরে এল স্টেশনে। তারপর রিটার্নিং রুমে বসে পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

রাধা এর আগে যোধপুর জয়শলমির গেছে। রেখা যায়নি। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও তো এই প্রথম। ভগবানের কৃপায় ওরা আর কোনও বাধা-বিপত্তিতে পড়েনি। তবে অম্বরের সেই রহস্যময় লোকটির কথা ওদের বারবারই মনে হতে লাগল। লোকটি কে? কেনই বা ওদের পিছু নিয়েছিল? ও কি খেরানির লোক? তা হলে তো বিকেলবেলাও দেখা যেত লোকটিকে। কিন্তু না। লোকটি আর আসেনি।

॥ ৮ ॥

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই ওরা চলল বাস ধরতে। বাসস্ট্যান্ড স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা দূরে। তাই তিনটে রিকশা করতে হল। একটাতে উঠল বিলু ভোম্বল, একটাতে বাচ্চু বিচ্ছু পঞ্চু, আর একটাতে রাধা রেখা দুই বোন। বাস একদম ফাঁকা। যোধপুরে তো কোনও যাত্রীই নেই। যা দু-একজন আছে তারা সবাই আজমিরে নেমে যাবে। তবু সরকারি বাস, যাত্রী থাক বা না-থাক, ছাড়তে তো হবেই। ছাড়লও একসময়।

বেলা প্রায় একটা নাগাদ ওরা যোধপুর পৌঁছল। পাহাড়ের ওপর যোধপুরের বিখ্যাত মেহেরনগড় কেল্লাটা ওরা অনেক দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিল। এখন বাস থেকে নামামাত্রই চোখের সামনে কেল্লাটা যেন মূর্ত হয়ে উঠল। এই মরুনগরী যোধপুরও ওদের চোখে যেন এক স্বপ্নের দেশ বলে মনে হল। থর মরুর বুকের ওপর এ এক আশ্চর্য নগরী। উটের সারি প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে মন্থর গতিতে চলেছে। চলেছে রঙিন ঘাগরা পরা সালঙ্কারা রাজপুতানির দল। এ ছাড়াও মোটর-বাস ইত্যাদি তো আছেই। আছে রিকশা। ঘোড়ায় টানা গাড়ি।

বাস থেকে নেমে একটা রিকশা নিয়ে ওরা স্টেশনে এল। রেলস্টেশনের কাছেই একটি সরাইখানায় গিয়ে উঠল ওরা। নাম যশোবন্ত ধর্মশালা।

দেহাতিরাই বেশি ওঠে। অনেকগুলো ঘর আছে এখানে। তাই একটা-না-একটা পাওয়া যায়। চারদিকে ঘর। মাঝখানে উঠোন। ঘরের ভাড়া তিন টাকা করে। ওরা দুটো ঘর ভাড়া নিল। একটাতে মেয়েরা থাকবে। একটাতে থাকবে ছেলেরা। ধর্মশালার কেয়ারটেকার ক্যাম্পখাট ভাড়া দেয়। দু' টাকা করে সেই ক্যাম্পখাট ভাড়া নিয়ে চমৎকার শোবার ব্যবস্থা করে ফেলল ওরা।

এই অঞ্চলের লোকেরা খুব রুক্ষ প্রকৃতির। ম্যানেজার অত্যন্ত খিটখিটে। পঞ্চুকে দেখেই তো প্রথমে খ্যাঁক করে উঠেছিল। পরে অবশ্য থাকতে দিতে রাজি হয়েছিল ওদের।

যাই হোক ওরা ঘরে মালপত্তর রেখে সরাইখানার পেছন দিকে গিয়ে ইঁদারার জলে স্নান করে নিল। তারপর বেশ ঝরঝরে হয়ে চলল দুপুরের খাওয়া খেতে। অজস্র হোটেল আছে এখানে। তবে কি না এসব খাবার বাঙালিদের উপযুক্ত নয়। এখানকার হোটেলে খেয়ে ওদের মনে হল এসব দেশে এলে একমাত্র মিষ্টি আর ফল ছাড়া কোনও কিছুই খাওয়া উচিত নয়।

খাওয়াদাওয়ার পর বাবলু বলল, "এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হল জয়শলমিরের টিকিট কাটা।"

বিলু বলল, "সে কী ! যোধপুর দেখবি না ?"

"নিশ্চয়ই দেখব। আমরা জয়শলমির যাব কাল রাতের গাড়িতে। আজ বিকেল এবং কাল সারাদিনে আমাদের খুব ভালভাবে যোধপুর দেখা হয়ে যাবে। এখানে যা-যা দেখার আছে তা আমি গাইডবুক দেখে নোট করে এনেছি। এখন রাধার কাজ হল আমাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যাওয়া।"

ওরা রেলস্টেশনে এসে শুনল বুকিং অফিসটা ঠিক স্টেশনে নয়। চৌরাস্তার দিকে একটু এগিয়ে ডান দিকে। ওরা মনের আনন্দে সেখানেই গেল। গিয়ে ফর্ম ফিলাপ করে কাউন্টারে দিতেই পেয়ে গেল সাতটা টিকিট।

সেই টিকিট পকেটে নিয়ে ওরা চলল আট কিলোমিটার দূরে মাণ্ডোর গার্ডেনে। শহরের এক প্রান্তে মাণ্ডোর এক রমণীয় উদ্যান। যাওয়ার সময়

www.boiRboi.blogspot.com

দু' কিমি দূরে মহামন্দিরে গিয়ে হাজার স্তম্ভ বিশিষ্ট মহামন্দিরটিও দেখে নিল ওরা। তারপর মাণ্ডোর। এই পথেই ১১৫৯ খ্রিস্টাব্দে বুলকরাও পরিহারের তৈরি ৫৬০০০ ঘনফুট জলের বালসমন্দ হ্রদ। ওরা বালসমন্দ গেল না। গেল না বৃহত্তম কৈলানা হ্রদ দেখতেও। মাণ্ডোরে ঢুকে সেখানকার মন্দিরের শিল্পকলা দেখেই অভিভূত হয়ে গেল। মাণ্ডোর একসময় মাড়োয়ারের রাজধানী ছিল। মিটারগেজ লাইনের একটি স্টেশনও আছে মাণ্ডোরে। এখানে যোধপুরের রাজাদের বেশ কয়েকটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। এখানকার 'হল অব হিরোজ'ও দেখবার মতো একটিমাত্র পাথরকে কুঁদে ১৬টি বিশাল মূর্তি এমন এক অভিনব পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছে, যা দেখলে বিস্ময় লাগে। তবে বানরের উপদ্রব এখানে খুব বেশি।

সন্ধে পর্যন্ত মাণ্ডোর উদ্যানে দলে-দলে লোক আসে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা নির্ভয়ে বসে রইল তাই। তারপর একসময়ে যখন উঠব-উঠব করছে তখন দেখল অম্বর কেল্লার সেই দীর্ঘদেহ নিগ্রোর মতো কালো লোকটি দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে-খেতে লক্ষ রাখছে ওদের দিকে।

ভোম্বল বলল, "বাবলু, লুক দ্যাট।"

বাবলু বলল, "দেখেছি।"

"কী ব্যাপার বল তো ?"

বিলু বলল, "আমাদের ফলো করছে। মনে হচ্ছে এর পিছু নিলেই আমরা কান্দাহার খেরানির দর্শন পেয়ে যাব।"

বাবলু বলল, "খেরানি যেরকম ডেঞ্জারাস তাতে ওর লোকেরা তো আমাদের ওইভাবে ফলো করবে না। ওরা হয় মেরে ফেলবে অথবা তুলে নিয়ে যাবে।"

"তাই কি ?"

"নিশ্চয়ই। আবার এমনও হতে পারে আমরা নিজেরাই ওদের হাঁ-মুখে যাচ্ছি বলে হয়তো কিছু করছে না। এখন আমাদের ভয় শুধু রাধা আর রেখাকে নিয়ে।"

রেখা বলল, "ম্যায়নে তো শোচ লিয়া ও মেরে সামনে আয়ে তো মারে চপ্পল বদমাশ কো। পঞ্চু হামারা সাথ রহে তো ম্যায় কিসিকো নেহি

ডরেঙ্গে। ও বারবার মেরা মটকা গরম কর দেতা।"

রাধা বলল, "অ্যায়সা উলখাট লাগায়গা ও সাথ-সাথ সমঝে গা ম্যায় লেড়কি নেহি, ইলেকট্রিক হিটার।"

বাবলু বলল, "শাবাশ। তবে আর এখানে বসে থাকা কেন ? চলো, ফেরা যাক।"

রহস্যময় লোকটি কিন্তু ওদের আক্রমণও করল না, অনুসরণও করল না। যেমন ছিল তেমনই বসে রইল। আর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল একটু-একটু করে।

ওরা আবার একটা শেয়ারে অটো নিয়ে যোধপুর ফিরল সন্ধের পর। তারপর আলো-ঝলমল মরুনগরীর পথে-পথে ঘুরে বেড়াল অনেকক্ষণ ধরে।

বাবলু বলল, "যোধপুর কী জন্য বিখ্যাত বল দেখি ?"

বাচ্চু বিচ্ছু বলল, "তুমিই বলো।"

"চপ্পল, উটের চামড়ার ব্যাগ আর চুনরি শাড়ির জন্য।"

ওরা রাজপথের দু'পাশে সাজানো দোকানগুলোয় চপ্পল এবং রং বেরঙের নকশা-কাটা জুতো, রাজস্থানি সাজপোশাক ইত্যাদি দেখল। দরদামও করল।

এক সময় বিচ্ছু বলল, "এইরকম রংচঙে বাহারি পোশাক একটা কিনব বাবুলদা ?"

বাবলু বলল, "শখ থাকলে কিনতে পারিস। তবে মরুভ্রমণের জন্য আমরা যে পোশাক নিয়ে এসেছি তা কিন্তু জয়শলমির গিয়ে পরতে হবে।"

বিচ্ছু বলল, "সে তো পরব। তবে কাল সকাল থেকে এইগুলো পরে যদি এখানকার পথেঘাটে ঘুরে বেড়াই তা হলে মন্দ কি ?"

"তা হলে কেন।"

বাচ্চু বলল, "বিচ্ছু কিনলে আমিও কিনব।"

অতএব যে যার পছন্দমতো এক সেট করে কিনে নিল।

রেখা তো টাকার গোছা এনেছে। দেখাদেখি ওরাও কিনতে ছাড়ল না। এর পর ওরা বড় একটি দোকানে গিয়ে খাস্তা কচুরি আর মিষ্টি খেল পেট ভরে। খেয়েদেয়ে রাত ন'টার আগেই সরাইখানায়। ঠিক হল কাল

www.boiRboi.blogspot.com

সকালে ওরা ঘুমার ট্যুরিস্ট বাংলোর সামনে থেকে যে ট্যুরিস্ট বাস ছাড়ে সেই বাসে চেপে যোধপুর ঘুরবে।

রাধা বলল, "কোনও দরকার নেই। ওরা যা দেখাবে তা আমরা পায়ে হেঁটেই দেখে নিতে পারব। শুধু উমেইদ ভবনটা একটু দূরে। ঐটাই যা দেখা হবে না। আর মাণ্ডোর তো আমরা দেখেই এসেছি। আমরা কাল সকালে একটা অটো নিয়ে চলে যাব মেহেরনগড় দুর্গ দেখতে। ওখান থেকে যশোবন্ত থারা।"

ওরা আর গল্প না করে শোওয়ার ব্যবস্থা করল। শস্তার ঘর তাই লাইট নেই। বাইরে উঠোনে চারদিকে অবশ্য আলো আছে। নেই শুধু ঘরগুলোতে। সেইজন্য ওরা মোমবাতির ব্যবস্থা করেছিল। বাতি জ্বেলে ঘরের দরজায় খিল দিয়ে যে যার ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়ল। আপনা থেকে বাতি যখন নেভে তখন নিভবে।

বেশ গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল ওরা।

শেষরাতে একটা প্রচণ্ড হট্টগোলে ঘুম ভেঙে গেল ওদের। পঞ্চু তো বারবার লাফিয়ে-লাফিয়ে দরজার কাছে যাচ্ছে আর কুঁই-কুঁই করছে। বাবলু টর্চ জ্বেলে পঞ্চুর কাছে গিয়ে ওকে শান্ত করল। রাধা রেখা দু'জনেই ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলতে যাচ্ছিল পাশের ঘরে। বাচ্চু বিচ্ছু বারণ করল। ওরা তবুও ওদের কথা না শুনে একেবারে বাইরে না বেরিয়ে দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করে দেখতে লাগল ব্যাপারটা কী।

বাবলুরাও ঠিক ওইভাবেই দেখল। ওরা দেখল সরাইখানার বিস্তীর্ণ চত্বরে আট-দশজন দুর্ধর্ষ লোক উটের পিঠে চেপে ঘুরছে। আর ওদের ভয়ে কিছু লোক ছুটোছুটি করছে চারদিকে। ওরা ঘুরছে-ফিরছে এক-একজন লোককে ধরে মারছে আর টাকা-পয়সা যা পারছে কেড়ে নিচ্ছে।

এই প্রশস্ত জায়গাটায় রাতটুকুর মধ্যে কখন যে এত যাত্রী এসে গদি বিছানা ভাড়া নিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল তা কে জানে ? রাত্রে ওরা যখন এসেছিল তখন তো সবই ফাঁকা ছিল।

বিলু চাপা গলায় বলল, "এরা নিশ্চয়ই মরুদস্যু।"

"হ্যাঁ। তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কান্দাহার থেরানির দলের লোক

ছাড়া এমন সাহস কার হবে ? এত শিগগির যে এদের দর্শন পাব তা কিন্তু ভাবিনি।"

ভোম্বল বলল, "এরা কি আমাদের খোঁজেই এখানে এসেছিল ?"

"মনে হয়, না। তা হলে ঘরে-ঘরে ঢুকে সার্চ করত।"

বাবলু বলল, "লোকগুলোকে তো একটু শিক্ষা দেওয়া উচিত।"

বিলু বলল, "তা তো উচিত। কিন্তু কীভাবে কী করবি ? এই অবস্থায় ওদের আক্রমণ করতে যাওয়া মানেই নিজেদের বিপন্ন করা এই যে এত লোক ভয়ে ছুটছে এরাও তো শক্তিশালী কম নয়। সবাই ছুটোছুটি না করে এখনই যদি একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা হলে তো পালাতে পথ পায় না বাছাধনরা।"

এমন সময় হঠাৎ এক মর্মান্তিক দৃশ্য। এক রাজস্থানি গ্রাম্য মহিলা তার শিশুপুত্রটিকে বুকে জড়িয়ে এককোণে বসে ভয়ে জড়সড় হয়ে থরথর করে কাঁপছিল। তার লোকটিকে একটু আগেই মারধোর করেছে দস্যুরা। শিশুটি হয়তো সেই কারণেই পরিত্রাহি চিৎকার করছে। এমন চিৎকার যে, তাকে থামানো যাচ্ছে না।

দস্যুরা এবার বিরক্ত হয়ে সেই মহিলাটির কাছে গিয়ে তার বুক থেকে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিল। যেই না নেওয়া, বাবলু অমনই 'পঞ্চু' বলে লাফিয়ে পড়ল সেইখানে।

দস্যুটা তখন শিশুটির নড়া ধরে ছুঁড়ে দিয়েছে।

বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে ওর মা ওকে ধরতে যাওয়ার আগেই বাবলু লুফে নিল শিশুটিকে। চোখের পলকে যেন ম্যাজিক ঘটে গেল।

উটের পিঠে চাপা লোকটি তখন সজোরে একটা লাথি কষিয়েছে বাবলুকে। বাবলু পড়ে যাওয়ার আগেই শিশুটিকে বিলুর হাতে দিয়ে দস্যুটার পা ধরে এমন একটা হ্যাঁচকা টান দিল যে, মুখ থুবড়ে পড়ল সে। যেই না পড়া, পঞ্চু অমনই ছুটে গিয়ে তার বুকের ওপর উঠেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ চোখে গোঁ-গোঁ করতে লাগল।

দস্যুটার নড়বারও ক্ষমতা রইল না আর। সেও মুখ দিয়ে ভয়ে আর্তনাদ করতে লাগল 'গ্যাঁ গ্যাঁ' করে।

উটের পিঠে চাপা আর-একজন দস্যু তখন ছুটে গিয়ে শিশুটির মাকে

ধরেছে। ইচ্ছেটা এই যে, নিয়ে পালাবে। ওর মতলব বুঝতে পেরেই বাবলু পিস্তল বের করল। শিশুটির মা তখন দারুণ বাধা দিচ্ছে দস্যুটাকে।

হঠাৎ শব্দ হল 'গুড়ুম'।

উটের পিঠে বসে থাকা অসুরটা একটি গুলিতেই কলাগাছের মতো টিপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

মহিলাটি ছুটে গিয়ে তার শিশুকে বুকে নিল।

জনতার ভয় তখন ভেঙে গেছে। এবার তারা সাহস পেয়ে হইহই করে ছুটে এল একজোটে। তারপর সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই দস্যুটার ওপর। বিলু তখন এগিয়ে গিয়ে মেইন গেটটা বন্ধ করে দিয়েছে। পালাবার আর রাস্তা নেই। উটের পিঠে চেপে জনতার মার খেয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল দস্যুগুলো। কিন্তু সরাইখানা-ভর্তি লোকের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন ? তাই অল্প সময়ের মধ্যে ধরা পড়ল সবাই। তারপর সে কী মার !

রাধা রেখা বাচ্চু বিচ্ছু সবাই বেরিয়ে এসেছে তখন ঘর থেকে।

দেখতে-দেখতে ভোর হয়ে এল। থানা থেকে পুলিশ এল দলে-দলে। কীভাবে যে খবর পেল বা কে খবর দিল তা কে জানে ? জনতার প্রহারে অর্ধমৃত লোকগুলোকে গাদা করে তুলে নিল একটা গাড়িতে। সেইসঙ্গে গুলিবিদ্ধ মৃত লোকটিকেও।

সরাইখানার উঠোনে একটা চায়ের দোকান আছে। সেই দোকানের গরম চুল্লিতে তখন বড়-বড় কেটলিতে জল ফুটছে টগবগ করে। যে-লোকটি চা করছে সে ভাঁড়ে করে গরম চা এনে খেতে দিল ওদের।

বাবলুরা তৃপ্তি করে খেল।

তারপর সকাল হতেই যখন আকাশ আলো করে সূর্যোদয় হল, ওরা তখন মুখ-হাত ধুয়ে দিব্যি সেজেগুজে ঘরে তালা লাগিয়ে চলল ফোর্ট দেখতে, মেহেরনগড়ে। সরাইখানার ভেতরে-বাইরে তখন ওদের নিয়ে দারুণ হইচই পড়ে গেছে।

সরাইখানা থেকে স্টেশন এক মিনিটের পথ। ওরা স্টেশনের সামনে বড় রাস্তায় এসে প্রথমেই একটু নাস্তা করতে বসে গেল। কেননা কখন ফিরবে তার তো কোনও ঠিক নেই। আবার কোথায় কী পাবে তাও জানা

www.boiRboi.blogspot.com

নেই। তাই বড় রাস্তার ধারে একটি দোকানের বেঞ্চে বসে গরম গরম শিঙাড়া আর জিলিপির অর্ডার দিল। এখানে নাস্তা মানেই এইসব। শিঙাড়া, কচুরি, আলুবড়া, পকৌড়া, অমৃতি আর জিলিপি।

খেয়েদেয়ে মনে জোর এনে ওরা একটা অটো ভাড়া করল। তারপর জনবহুল রাজপথের ওপর দিয়ে পাহাড়ের কোলে একটি সরু গলির মুখে এসে নামল।

রাধা বলল, "কিতনা লাগেগা।"

ড্রাইভার বলল, "যো দেওগী তুম।"

বাবলু একটা দশ টাকার নোট হাতে দিতেই দুটো টাকা ফেরত দিয়ে অটো নিয়ে চলে গেল লোকটি।

রাধাই এবার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ওদের।

চারদিকের ঘিঞ্জি ঘরবাড়ির ফাঁক দিয়ে যেতে-যেতে ওরা বুঝতে পারল কেল্লা পাহাড়ের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। আরও খানিকটা উঠতেই যোধপুর শহরের যে দৃশ্য ওরা দেখল, তা এককথায় অনবদ্য। সবাই উল্লাসে ফেটে পড়ছে। পঞ্চু তো ঘন-ঘন লেজ নাড়ছে আনন্দে। রাধা আর রেখার মুখ দিয়ে হিট ছবির একটি গানই বেরিয়ে এল। বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছুরও মুখে যেন কথার খই ফুটছে। শুধু বাবলুই যা নীরব।

ভোম্বল বলল, "কী ব্যাপার বাবলু? এখানে এসে তুই হঠাৎ এমন বেকায়দা মেরে গেলি কেন? তোর আনন্দ কোথায় গেল?"

বাবলু বলল, "উঁ। ন্-না। কী আর এমন।"

বিলু বলল, "তুই হচ্ছিস আমাদের হিরো। পাণ্ডব দ্য গ্রেট। যা খেল দেখালি তুই!"

বাবলু বলল, "আমি আর কী খেল দেখালাম বল? খেল তো দেখাল ভূতে।"

"তার মানে?"

"তার মানে একটা ভুতুড়ে ব্যাপার ঘটে গেল বলতে পারিস।"

"যাঃ। ভুতুড়ে ব্যাপার কেন হবে? ওই মুহূর্তে দস্যুটাকে যেভাবে গুলি করলি তুই, তা অনেক আচ্ছা-আচ্ছা লোকও পারে না। আর ছেলেটাকেও ওইভাবে লুফে নেওয়া কি যার-তার কাজ?"

www.boiRboi.blogspot.com

"ছেলেটাকে লুফে নেওয়ার কৃতিত্ব অবশ্য আমি রাখি। আমার মাধ্যমে ভগবান ওকে রক্ষা করেছেন। নাহলে মরে যেত। তবে গুলিটা কিন্তু আমি করিনি।"

সবাই এমন চমকাল যে, তা বলবার নয়।

"সে কী! তুই করিসনি? তোর হাতেই তো পিস্তল ছিল।"

"ছিল। কিন্তু আমি করিনি।"

"তা হলে করল কে?"

"ওইটাই তো রহস্য। আমি ট্রিগার টেপার আগেই গুলি এসে লেগেছিল দস্যুটার গায়ে।"

বাচ্চু বিচ্ছু বলল, "তা হলে নিশ্চয়ই ওদের দলের কেউ তোমাকে মারতে গিয়ে ওকে মেরেছে।"

"না। গুলি যেভাবে লেগেছে তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে ওটা পাকা হাতের টিপ। তা ছাড়া শুধু-শুধু ওরা ওদের দলের লোককে মারবে কেন?"

ওরা ঘটনার মারপ্যাঁচে নির্বাক হয়ে পথ চলতে লাগল।

একটু সময়ের মধ্যে ওরা কেল্লার সামনে এসে দাঁড়াল। এইখান থেকেই অনতিদূরে পাহাড়ের অন্য অংশে যশোবন্ত থারা দেখা যাচ্ছে। ওরা কেল্লার ভেতরে ঢুকে পাঁচ টাকা করে টিকিট কাটল। সত্যিই দেখবার মতো দুর্গ একটি। রাও যোধা ১৪৫৯ সালে এটি তৈরি করেন। দুর্গে ঢোকার মুখে ফতে পোল ও জয় পোল নামে দুটি বিশাল তোরণ পার হল ওরা। এই তোরণের বুকে কামানের গোলার দাগ এখনও প্রকট হয়ে আছে। দুর্গটি লম্বায় ৪৫৭ মিটার এবং চওড়ায় ২২৮ মিটার। নাটকের দৃশ্যের মতো সাজপোশাক পরা সরকারি গাইডরা এমনভাবে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করল ওদের, যা দেখে মনে হল এ-যুগে নয়, ওরা সেই রাজপুত রাজাদের আমলেই চলে এসেছে বুঝি। এমন চমৎকার ব্যবস্থা কোথাও নেই। ওরা পঞ্চুকে গেটের কাছে বসিয়ে রেখে দুর্গের মোতিমহলে ঢুকল রাজকীয় বৈভব দেখতে। এখানকার দুর্গের ভেতর প্রাসাদের জালির কাজ, সুরসিংহর তৈরি মোতিমহল, অভয়সিংহর ফুলমহল দেখবার মতো। মোতিমহলের দরবার ৮০ কিলো ওজনের সোনার জল দিয়ে পেন্টিং

করা। যদিও সামান্য অংশ অসম্পূর্ণ। তবু তা দেখবার মতো। বাবলুরা অবাক বিস্ময়ে দেখল সব।

এর পর পঞ্চুকে নিয়ে চলল দুর্গের উপরিভাগে ছাদের ওপর মুঘল যুগ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের প্রায় শতাধিক কামান দেখতে। কামান দেখে ওরা দুর্গের মাথায় পশ্চিম দিশায় চামুণ্ডা মন্দিরে গেল দেবীদর্শন করতে।

এখানকার পূজারিরা খুব ভাল। যাওয়ামাত্রই ওদের প্রসাদ দিলেন। পরিচয় জিজ্ঞেস করে নানারকম কাহিনী শোনালেন। তারই মধ্যে এমন একটি কাহিনী শোনালেন, যা ইতিহাসে নেই। শুধু লোকশ্রুতিতে কয়েকজনের মুখে-মুখে বেঁচে আছে। কাহিনীটা এই : যোধপুর দুর্গের অধিপতি তখন মাড়োয়ারের রাজা মালদেব। একদিন তিনি দুর্গের মাথায় বসে আছেন, এমন সময় একটি চিঠি তাঁর হাতে এল। কী সাঙ্ঘাতিক চিঠি, চিঠিতে হুমায়ুনের স্বাক্ষর। চিঠিটা বারবার পড়লেন তিনি। একজন বিদ্রোহী সেনাপতির ষড়যন্ত্রে হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। তাই এই মুহূর্তে তিনি মালদেবের কাছে যোধপুর দুর্গে আশ্রয় চান। খবর গেল রানির কাছে। হুমায়ুনের ব্যাপারে রানির সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে হবে বইকি। কেননা রানি চন্দ্রাবতী মুঘলদের ওপরে মোটেই সন্তুষ্ট নন। বিশেষ করে হুমায়ুনের ওপর। কেননা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারদেব, বাবরের সঙ্গে যখন রানা সঙ্গর ঘোর যুদ্ধ হয় তখন সঙ্গের হয়ে বাবরের সঙ্গে তিনি লড়েছিলেন। বীরের মতো যখন তিনি চাষাটি মুঘলদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, মুঘলরা তখন যুদ্ধের নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে তাঁকে। তা সেই বাবরের পুত্র হুমায়ুনকে আশ্রয় দেওয়ার কোনও যুক্তিই নেই। তা ছাড়া মুঘলদের বিশ্বাস নেই। আজ বিপদের দিনে তারা এখানে আশ্রয় নিয়ে এখানকার সব কিছু দেখেশুনে গিয়ে পরে যে একদিন অতর্কিতে এসে হানা দেবে না, তাই বা কে বলতে পারে?

যাই হোক, রানির মনোভাব বুঝে মালদেব হুমায়ুনকে পাত্তা দিলেন না। হুমায়ুন তখন ভীষণ মরুভূমির মধ্যে জয়শলমিরের কাছে অমরকোটের দরবারে ঠাঁই পেলেন। অমরকোটের রাজা আশ্রয় দিলেন

www.boiRboi.blogspot.com

তাঁকে।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই শের শাহ্র কাছ থেকে দূত এল একদিন। হুমায়ুন ছিলেন শের শাহ্র ঘোর শত্রু। তাই সেই শত্রুকে যে আশ্রয় দেননি মালদেব সেই আনন্দে শের শাহ্ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে দূত পাঠালেন মালদেবের কাছে। সেইসঙ্গে শের শাহ্র পুত্র সেলিমের সঙ্গে মালদেব-কন্যা মৃগনয়নার বিবাহ প্রস্তাবও ছিল।

চিঠি পেয়ে সন্ধি তো দূরের কথা, রেগে আগুন হয়ে উঠলেন মালদেব। উনি সঙ্গে-সঙ্গে দূতকে জানিয়ে দিলেন, শের শাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি যে হুমায়ুনকে আশ্রয় দেননি তা তো নয়। আসলে মুঘলদের প্রতি ঘৃণাই এর কারণ। শের শাহ্ রাজপুত রাজাদের চেনেন না বলেই এইরকম প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। কাজেই রাজকন্যার সঙ্গে সেলিমের বিবাহ তো হবেই না উপরন্তু তিনি এমনই অপমানিত যে, যুদ্ধের ময়দানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

দূত-মুখে খবর শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন শের শাহ্। একজন হিন্দু রাজার এমনই ঔদ্ধত্য যে, তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখান করে? তার ওপরে আবার যুদ্ধ চায়? যাই হোক, তিনি বহুকষ্টে ক্রোধ সংবরণ করে হেসে বললেন, "আচ্ছা, সময়ে এর জবাব দেব।"

এর পর ব্যাপারটা ভুলেই গেল সকলে। শের শাহ্ আর উচ্চবাচ্য করলেন না।

প্রায় মাস তিনেক পরে হঠাৎ একদিন প্রায় হাজার দশেক সৈন্য নিয়ে শের শাহ্ মাড়োয়ারের ভীষণ মরুভূমির ওপর উপস্থিত হলেন। আগেভাগে কোনও খবর না দিয়ে আচমকাই এলেন তিনি, যাতে মালদেব বিভ্রান্ত হন। যাই হোক, পাঠান সৈন্যরা যখন অনেক কষ্ট সহ্যের পর মরুভূমির নিদারুণ তৃষ্ণা বুকে নিয়ে যোধপুর সীমান্তে উপস্থিত হল তখন দেখল রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে মালদেব তাঁর সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে তাঁদের আগেভাগেই রণভূমে এসে হাজির হয়েছেন।

আসলে মালদেব জানতেন, শের শাহ্ একদিন-না-একদিন অতর্কিতে হানা দেবেনই। তাই তিনি ভেতরে-ভেতরে তৈরি ছিলেন। তাঁর সৈন্য-সংখ্যা কম হলেও রণকৌশলে তারা ছিল পাঠানদের চেয়েও অনেক

নিপুণ। তাই যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই যোধপুর কেল্লার ওপর থেকে উড়ে-আসা ঝাঁকে-ঝাঁকে তীরের আঘাতে আর রাজপুত বীরদের হাতে শত-শত পাঠান সৈন্য মরতে লাগল। শের শাহ্ প্রমাদ গনলেন। এখন না পারেন পালাতে, না পারেন যুদ্ধ করতে। কেননা এ-যুদ্ধ সেধে তিনিই বরণ করেছেন।

যাই হোক, যুদ্ধ যখন চরমে, তখন হঠাৎ একদিন শেষরাতে মালদেব যখন সেনাবাহিনীর শিবিরের আশেপাশে তাঁর একজন দেহরক্ষীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন হঠাৎই লক্ষ করলেন একজন পাঠান সৈন্য অন্য এক শিবিরের দিকে চুপিচুপি যাচ্ছে। দেখামাত্রই তিনি রক্ষীকে আদেশ দিলেন, 'যেভাবেই হোক ওকে ধরে আনা চাই।'

রাজাদেশে রক্ষী ছুটল পাঠানকে ধরতে। পাঠানও ভয়ে পালাল। ততক্ষণে গোলমাল শুনে অন্য সৈন্যরাও সব এসে হাজির হয়েছে।

একটু পরেই রক্ষী যখন ফিরে এল তখন সে একা।

মালদেব বললেন, "কী হল? লোকটাকে ধরতে পারলে না?"

রক্ষী নতমস্তকে বলল, "না মহারাজ।"

"অপদার্থ।"

মালদেব একজন সেনাপতিকে ডেকে বললেন, "এটাকে এখুনিই আমার তাঁবুর পেছনে নিয়ে গিয়ে বধ করো।"

রক্ষী ভাবতেও পারেনি এই অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ড হবে বলে। সে তখন বন্দি হওয়ার আগে কাঁপা-কাঁপা হাতে কী যেন একটা কাগজ মালদেবকে দিল। সেটা পড়েই স্তব্ধ হয়ে গেলেন মালদেব। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, "আমি এর প্রাণদণ্ড মকুব করলাম।" বলে কাউকে কোনও কথা না বলে নিজের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন।

ব্যাপারটা যে কী হল, কেউ তা বুঝতেও পারল না।

অনেক পরে মালদেব তাঁর প্রধান-প্রধান সেনাপতিদের ডেকে বললেন, "শুনুন, রাজপুত জাতির পতনের দিন এগিয়ে এসেছে। তাই আর বীরের মতো যুদ্ধ না করে কাপুরুষের মতো বশ্যতা স্বীকার করাই ভাল। অতএব এখনই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হোক।"

মালদেবের মুখে এইরকম কথা শুনে সেনাপতিরা স্তব্ধ। তাঁবুর মধ্যে বালির ওপর একটা সুচ পড়লেও তখন শব্দ হবে বুঝি।

www.boiRboi.blogspot.com

প্রধান সেনাপতি রানা কুম্ভ বললেন, "এ কী বলছেন আপনি মহারাজ? শের শাহ্ তো হেরেই বসে আছেন। তা ছাড়া আপনার মতো বীরের মুখে এই কথা। আমরা ভুল শুনছি না তো?"

মালদেব রক্ষীর আনা সেই কাগজখানি কুম্ভর হাতে তুলে দিলেন। রানা কুম্ভ সেটা পড়ে তো কাঁপতে লাগলেন থরথর করে। তারপর কয়েকজন সেনাপতির কাছে গিয়ে থুঃ থুঃ করে থুতু দিলেন তাদের গায়ে।

সেই চিঠিতে যা লেখা ছিল,তার মর্মার্থ হল, মালদেবের সেনাবাহিনীর মধ্যে বেশ কয়েকজন মালদেবের দাম্ভিকতার জন্য ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাই তাঁরা শের শাহ্‌কে জানিয়েছিলেন শের শাহ্ যদি তাঁদের জীবন এবং ধনসম্পত্তি রক্ষা করবার প্রতিজ্ঞা করেন, তা হলে তাঁরা যুদ্ধের সময় শের শাহ্‌র হয়ে যুদ্ধ করতে পারেন। সেই প্রস্তাব সমর্থন করে শের শাহ্‌র স্বাক্ষরিত কাগজটি, যা কিনা পাঠান সৈন্যটি রাজপুত সেনাদের দিতে এসেছিল। এবং যে-কাগজটি ধস্তাধস্তি করে কেড়ে নিতে গিয়েই পাঠান সৈন্যকে ধরেও ধরতে পারেনি মালদেবের রক্ষী। তবে গুরুত্বপূর্ণ এই কাগজটি সে বুদ্ধি করে ছিনিয়ে নিয়েছিল।

রানা কুম্ভ বললেন, "মহারাজ, যা হওয়ার তা হয়েছে। কিন্তু এই কলঙ্কের ভাগী আমরা সবাই হব কেন? এখন মান-অভিমানের ব্যাপার নয়। আপনি এবারের মতো সকলকে ক্ষমা করুন। শুধু একবার আমাদের সুযোগ দিন, এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত হওয়ার।"

মালদেব বললেন, "বেশ, দিলাম। এখন যা করলে ভাল হয় তা করুন আপনারা।"

এর পর পাঠানদের সঙ্গে রাজপুতদের যে কী ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল তা ইতিহাসে লেখা না থাকলেও মরুভূমির হলুদ বালি লাল হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ থেকে পালিয়ে বেঁচে শের শাহ্ শুধু বলেছিলেন, "বাপরে! এক মুষ্টি ভুট্টার জন্য (যোধপুরে তখন ভুট্টা ছাড়া অন্য কোনও ফসল উৎপন্ন হত না) আমি আর-একটু হলেই হিন্দুস্থানের আধিপত্য হারিয়েছিলাম।"

গল্প শুনে অভিভূত পাণ্ডব গোয়েন্দারা পূজারিকে প্রণাম করে দুর্গের অনতিদূরে যশোবন্ত থারা দেখতে চলল। মহারাজ যশোবন্ত সিংহর

স্মৃতিরক্ষার্থে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বিধবা পত্নী শ্বেত পাথরের এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করান। যোধপুর রাজাদের বংশপঞ্জিও এখানে উৎকীর্ণ আছে।

ওরা যখন ঘুরে-ঘুরে সব দেখছে তখন হঠাৎ একজন বিদেশিনী দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওদের। বিদেশিনীর মুখের দিকে তাকালে যেন চোখ ফেরানো যায় না। যেমন অপূর্ব মুখশ্রী তেমনই ডিমের কুসুমের মতো গায়ের রং। বয়সও কম। বয়স খুব জোর পঁচিশ কি ছাব্বিশ হবে। সাগর পারের নীলনয়না যাকে বলে ঠিক তাই। বিদেশিনী প্রথমেই বিস্কুট আর কেক খাইয়ে আলাপ জমালেন পঞ্চুর সঙ্গে। তারপর এদের সকলকে একটা করে চকোলেট খাইয়ে ক্যামেরায় ফোটো তুললেন। সবশেষে পঞ্চুকে আদর করে বললেন, "ইজ ইট ইয়োরস ? প্লিজ টু সি ইট, মাচ, ভেরি মাচ। এনিওয়ে, হোয়্যার ফ্রম আর ইউ ?"

বাবলু বলল, "ফ্রম বেঙ্গল। মে উই নো হোয়্যার ফ্রম আর ইউ ?"

"ফ্রম কানাডা।"

"হোয়্যার আর ইয়োর আদার কম্প্যানিয়নস ?"

"নান্ এলস্ উইথ মি। অ্যালোন, অল অ্যালোন আ'অ্যাম হিয়ার।"

"ইজ ইট সো ? হাউ স্ট্রেঞ্জ ! অল্ অ্যালোন ফ্রম সাচ এ ডিস্ট্যান্ট ফরেন কান্ট্রি ?"

"ইয়েস। দ্যাটস্ সো। হিয়ার আ'অ্যাম টু ট্যুর ইণ্ডিয়া।"

"মে উই নো ইয়োর নেম ?"

"মাইন। মাইন ইজ মিজ লর্না। আ'ইল স্টার্ট ফর জয়শলমির বাই টুনাইটস্ ট্রেন। ও'ন্‌ট ইউ লাইক টু বি দেয়ার ?"

"ইয়েস। বাই অল মিন্‌স।"

লর্না মিষ্টি হেসে বাবলুকে বললেন, "ভেরি গুড। অ্যান্ড সো উই হোপ টু মিট এগেন। ও'ন্‌ট দ্যাট ? বাই। এ ভেরি হ্যাপি গুড বাই।" বলে চলে গেলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অনেকক্ষণ তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে মোটরচলা পথে নীচে নামতে লাগল। ওরা যখন পাহাড়ের নীচে নামল তখন বুঝতে পারল সম্পূর্ণ উলটো দিকে চলে এসেছে ওরা।

www.boiRboi.blogspot.com

যাই হোক, নীচে নেমেই একটা অটো করে ফিরে এল সরাইখানায়। এর পর দুপুরের খাওয়া সেরে বিকেলবেলা কাছাকাছি পার্ক-টার্কগুলো ঘুরে সন্ধে হতে-না-হতেই চলে এল স্টেশনে। যদিও ট্রেন সেই রাত ন'টায়, তবুও সরাইখানার অন্ধকারে বসে থাকার চেয়ে আলো-ঝলমল স্টেশনে থাকা অনেক ভাল।

স্টেশনেই দেখা হয়ে গেল লর্নার সঙ্গে। বাবলু কফি অফার করল। লর্না না করলেন না। বাচ্চু বিচ্ছু রাধা রেখার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কফি খেলেন। যথাসময়ে ট্রেন এল। দৈবের কী অদ্ভুত যোগাযোগ। ওদের পাশাপাশি একই বগিতে বার্থ পড়েছিল লর্নার। ট্রেনে উঠে প্রথমেই তাই যে যার জায়গা পছন্দ করে নিল। বাবলু বিলু ভোম্বল আর বাচ্চু বিচ্ছু রেখা মুখোমুখি তিন থাকের ছ'টি বার্থ বেছে নিল। আর সাইডের দুটি লোয়ার-আপার বার্থ নিল রাধা ও লর্না। লর্না যদিও ওদের চেয়ে বয়সে বড়, তবুও দারুণ আলাপ জমে গেল ওদের সঙ্গে। শুধু লর্না নয়, এই বগিটাই সাহেবসুবোয় ভর্তি। এইভাবে বিদেশি যাত্রীদের সঙ্গে একসঙ্গে ট্রেন ভ্রমণ ওদের জীবনে এই প্রথম। ওদের বারবারই মনে হতে লাগল, ভারতে নয়, ওরা লন্ডন, প্যারিস কিংবা কানাডায় ট্রেন ভ্রমণ করছে বুঝি। সুন্দর। কী আশ্চর্য সুন্দর এই রেলযাত্রা। মিটারগেজ লাইনের সুসজ্জিত ট্রেন ঠিক সময়ে ছেড়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল। ওরা সবাই যে যার বার্থে শুয়ে পড়লে পঞ্চু বাবলুর পায়ের কাছে শুয়ে ওদের মালপত্তর পাহারা দিতে লাগল। বাবলু মনে-মনে চিন্তা করল এখনও পর্যন্ত কোনও বিপত্তি যখন নতুন করে কিছু ঘটেনি, তখন বিপদের মেঘ নিশ্চয়ই কেটে গেছে।

বাবলুর মনোভাব বুঝতে পেয়ে অলক্ষ্যে বসে ভগবানও বুঝি মৃদু হাসলেন একটু। মনে-মনে বললেন, নিতান্তই ছেলেমানুষরে তোরা। ঠিক আছে, যা। আমি তোদের সঙ্গে আছি।

॥ ৯ ॥

খুব ভোরে ওরা যখন জয়শলমিরে ট্রেন থেকে নামল তখন দলে-দলে লোক এসে ছেঁকে ধরল ওদের। এরা সব হোটেল ও লজের মালিক বা দালাল। স্টেশন ওয়াগন, অটো, জিপ, উটের গাড়ি সবই আছে ওদের সঙ্গে।

মাঙ্কি ক্যাপে কান পর্যন্ত ঢাকা একজন সুদর্শন যুবক এগিয়ে এসে ওদের বলল, "আরে বাঙালি ভাই, তোমাদের থাকার জন্য তো আমার লজ আছে। ভাটিয়া লজ। আমার নাম রাহুল ভাটিয়া। সব বাঙালি থাকে আমার ওখানে। কোনও অসুবিধা হবে না, এসো।"

রাধা বলল, "আমরা আগেরবার ছিলাম হোটেল ডেজার্টে।"

ভাটিয়া রাধার একটি হাত ধরে বলল, "ঠিক আছে। এবার আমার লজে তো একবার ওঠো।"

শুধু বলার অপেক্ষা। রাধার নরম হাতে গরম থাপ্পড় তখন ঠাস করে পড়েছে ভাটিয়ার গালে। বলল, "বদতমিজ, তুমনে মেরে হাত পর হাত কিঁউ লাগায়া?"

ভাটিয়া গালে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, "ও। আ'অ্যাম সরি সিস্টার। বুরা মাত সমঝো মুঝে। চলো উঠো।"

"অ্যায়সা গলতি কভি না হোনা চাহিয়ে।"

বাবলু বলল, "যাকগে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন চলুন তো, আপনার লজেই উঠব আমরা।"

ভাটিয়ার জিপ ওদের নিয়ে চলল শহরের দিকে। যেতে-যেতেই ওরা এই অপূর্ব দুর্গ-শহরের চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। হবে নাই-বা কেন? হলুদ মন্দির, কেল্লা, প্রাসাদ আর গৌরব-কাহিনী নিয়েই তো জয়শলমির। হলুদ রঙের চুনাপাথরে তৈরি কেল্লা, ঘরবাড়ি আর হলুদ বালির শোভায় জয়শলমির হচ্ছে গোল্ডেন সিটি। ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই ভাটি রাজপুত রাওয়াল জয়শল এই দুর্গের পত্তন করেন। নগরী তখন দুর্গের মধ্যেই ছিল। এখন তো বাইরেও ঘরবাড়ি হয়েছে অনেক। বিশাল থরের বুকে এ এক আশ্চর্য আরব্য রজনীর দেশ। ওরা ধনুকের মতো বাঁকা পথ

www.boiRboi.blogspot.com

ধরে ত্রিকূট পাহাড়ের গায়ে সেই বিখ্যাত কেল্লার পাশ দিয়ে জমজমাট বাগদাদ নগরীর মতো বাজারের কাছে ভাটিয়া লজে এল।

জিপ থেকে নামতেই একদল বাঙালি যুবক হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলল, "কি ভাই, কেল্লা দেখতে এসেছ নাকি? তবে খুব সাবধান, এই লোকটির ফাঁদে যেন পোড়ো না।"

বাবলু বলল, "কেন?"

"এই রাহুল ভাটিয়া হচ্ছে একটি পাক্কা শয়তান। এর কাজই হল ভোর-ভোর উঠে স্টেশন থেকে বাঙালি যাত্রী দেখলেই তাদের বাংলায় মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে ধরে আনা। তারপর নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বধ করা। লোককে জামা-কাপড় ছাড়তে সময় দেয় না। ঘ্যান-ঘ্যান করে জিপের বুকিং করিয়ে ঘোরাতে নিয়ে যায়। পার টিকিট সত্তর টাকা। তারপর যখন ঘুরিয়ে আনে তখন যাত্রীরা বুঝতেও পারে না তারা কি ঠকানটাই না ঠকল বা কি দুর্লভ দৃশ্য দেখা থেকে বঞ্চিত হল।"

কথাবার্তা যা হচ্ছিল তা ভাটিয়ার সামনেই। ভাটিয়া তো রেগে আগুন হয়ে বলল, "বাঙালিবাবু মুখ সামলে কথা বলবে। তুমি যদি ট্যুরিস্ট না হতে তো তোমার লাশ আমি পৌঁছতে দিতাম না দেশে।"

বাঙালি যুবকরা সোদপুর থেকে এসেছে। বলল, "আমরাও দলে নেহাত কম নই রে। মরবার আগে তোকেও আমরা যমের বাড়ি পাঠাতে জানি। যাওয়ার আগে এখানকার থানায় তোর নামে রিপোর্ট লিখিয়ে তবে যাব। দিনের পর দিন সকলের চোখের সামনে ঘুঘু তুই ট্যুরিস্টদের কী করে ব্ল্যাকমেল করিস সেটা জানিয়ে যাব।"

বাবলু বলল, "এতে ব্ল্যাকমেলের কী আছে আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না।"

"শোনো তবে, এই যে দেখছ পাহাড়ের ওপর কেল্লাটা, এই হচ্ছে সেই বিখ্যাত কেল্লা। এর আশেপাশে কয়েকটা হাবেলি আর গড়সিসর নামে একটি জলাশয় ছাড়া কিছুই দেখার নেই। বাকি যা দেখার আছে সেটা হল মরুভূমি। সাম সন্দ। এই কেল্লা, বা আর যা কিছু তা ঘন্টাখানেক সময় নিয়ে পায়ে হেঁটেই দেখা যায়। মরুভূমি দেখতে গেলে যেতে হয় সূর্যাস্তের সময়। সবাই তাই যায়। জনপ্রতি ভাড়া কুড়ি টাকা। আর এই লোকটা

নতুন যাত্রীদের কাছ থেকে সত্তর টাকা করে ভাড়া নিয়ে এই কেল্লার আশেপাশে এ-গলি সে-গলি করে বারবার চক্কর দিয়ে এই সামান্য পায়ে হাঁটার পথটুকু এমনভাবে ঘোরায় যাতে লোকে ভাবে কতই না ঘুরলুম। অর্থাৎ, সাম সন্দ ছাড়া পঞ্চাশ টাকা। সামও নিয়ে যায়। কিন্তু ওই একই সময়ে। অর্থাৎ বেশি ভাড়া দিয়েও লোকে সূর্যাস্তের দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হয়। ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে-সঙ্গে যাত্রীদের এমনভাবে ব্ল্যাকমেল করে যে, তারা কোনও কিছু চিন্তা করার আগেই জবাই হয়ে যায়। পরে সব কিছু ঘুরে দেখে এসে যখন সময় কাটাবার জন্য নিজেরাই ঘোরাফেরা করে তখন বুঝতে পারে কী ঠকানটাই না ঠকেছে। আমরা দলে দশজন ছিলাম। এর পাল্লায় পড়ে আমাদের ৫০ টাকা করে ৫০০ টাকা চলে গেল ভাই। যারা ট্রেন থেকে নেমেই সব কিছু দেখে আবার রাতের গাড়িতে চলে যায়, তারা কিছুই টের পায় না। এদের খাতায় এদের ভদ্র ব্যবহারের মন্তব্যও লিখে রেখে যায় কেউ-কেউ। দেশে ফিরে অন্য বাঙালি বন্ধুদের বলে এদেরই খপ্পরে পড়তে। কিন্তু সব জেনেশুনে আমাদের কী অবস্থা বলো তো?"

বাবলু বলল, "কী মিঃ ভাটিয়া, আপনি এইভাবে ট্যুরিস্টদের চিট করেন?"

ভাটিয়া তখন রাগে গরগর করতে লাগল।

বাঙালি যুবকরা বলল, "তোমরা ছেলেমানুষ বলেই তোমাদের সাবধান করে দিলাম। তোমরা এখানে পায়ে হেঁটে সব কিছু ঘুরে দেখে বিকেলে অন্য জিপ ভাড়া করে সাম সন্দে চলে যেয়ো।"

বাবলু জিপের ভাড়া মিটিয়ে রাধার পরিচিত সেই হোটেল ডেজার্টে চলে গেল। মাত্র সত্তর টাকায় বেশ বড়সড় ঘর পেয়ে গেল একটা। ঘরে মালপত্তর রেখে ওরা সবান্ধব চলল কেল্লা দেখতে।

চৌমাথায় আসতেই দেখল চুড়িদার পায়জামা, কুর্তা আচকান পরা রাজস্থানিরা রাস্তায় চলাফেরা করছে দলে-দলে। চারদিকে বালির ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে গৃহপালিত উট। গ্রামের মানুষরা খাটো ধুতি, দণ্ডিয়া আংরাখা, পটিয়া পাগড়ি, কেউ-বা আঠারো গজি পোগা-পোগরি পরে দোকানে বসে চা খাচ্ছে, বাজার-হাট করছে। চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে

www.boiRboi.blogspot.com

বিদেশি ট্যুরিস্টের দল। সোনা রোদে কাঁচা সোনার মরুপ্রান্তর যেন ঝলমল করছে। একদল রাজস্থানি মেয়ে রংবাহারি ঘাগরা, কাঁচুলি আর আড়াই গজি ওড়নি উড়িয়ে ওদের গা ঘেঁষে চলে গেল।

ওরা একটা দোকানে ঢুকল জলখাবার খেতে। গরম-গরম আলু-পরোটা আর চা খেতে-খেতে ভোম্বল বলল, "দ্যাখ বাবলু, এবার থেকে আমাদের একটা করে পাঁজি রাখতে হবে বাড়িতে। আর কখনও দিনক্ষণ না দেখে বেরোব না আমরা। কোনও তদন্তে এলে আমাদের একটাই ঝামেলা থাকে। কিন্তু বেড়াতে বেরিয়ে দেখছি হাজারটা ঝামেলা।"

বাচ্চু বিচ্ছু বলল, "এখন ভালয়-ভালয় স্যাণ্ড ডিউনস্টা দেখে আসতে পারলে বাঁচি।"

ওরা নাস্তা সেরে কেল্লায় প্রবেশ করল। প্রথমেই দুর্গের মূল দরোয়াজা সুরজ পোল পার হয়ে মহারাওয়াল প্রাসাদের কাছে এল। তারপর মেঘ দরবার, সূর্যমন্দির, জৈনমন্দির এক-এক করে দেখতে লাগল সব। দুর্গের ভেতরে লোকজনের ঘরবাড়ি দেখল। রাজার প্রাসাদ দেখল। দেখল তাজিয়া মিনার। কিন্তু দুর্গ দেখতে এসে সবচেয়ে মজা হল পঞ্চুকে নিয়ে। ঘাড় কাত করে এক চোখে ও এমনভাবে কেল্লা দেখতে লাগল যে, মনে হল এসব ওর কতদিনের চেনা।

রাধা ওর হাবভাব দেখে বলল, "কী ব্যাপার! তোমাদের পঞ্চু জাতিস্মর হয়ে উঠল নাকি। ও কি পূর্বজন্মে এখানে ছিল? এমন করছে যেন এখানটা ওর কতদিনের চেনা।"

বাবলু হেসে বলল, "তোমার ধারণাটা নেহাত অমূলক নয়। কখনও এখানে না এলেও জায়গাটা ওর কিন্তু সত্যিই চেনা।"

"কীরকম?"

"আসলে কিছুদিন আগেই এই জায়গার ওপর একটা তথ্যচিত্র ও টিভিতে দেখেছে। তাই এখানে এসে ও বুঝতে পারছে না এই জায়গাটা ওর কেন এত চেনা লাগছে! সেইজন্যই অমন করছে ও।"

বাবলুর কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল সকলে। এর পর ওরা কেল্লার বাইরে এসে গদি সাগর বা গড়সিসর দেখতে চলল। এটি হল

প্রাচীনকালের তৃষিত মরুর বুকে এক শীতল জলের প্রাণের উৎস। কলসির পর কলসি মাথায় বসিয়ে এই পানিহারি থেকে রাজস্থানি মেয়েরা দূর-দূর থেকে এসে জল নিয়ে যায় ঘরে-ঘরে।

এর পর শহরের প্রধান যে-পথটি চলে যেছে পাকিস্তানের সীমানা অবধি, সেই পথ ধরে ওরা এগিয়ে চলল হাবেলি দেখতে। ওদের দেখে এক রাজস্থানি ভিখারি দোতারার মতো কী একটা যন্ত্র বাজিয়ে সুর করে গান গাইতে লাগল। ওরা আট আনা চার আনা পয়সা দিতেই চলে গেল ভিখারিটা। এর পর ওরা সেলিম সিংহর হাবেলি, নাথমলজিকা হাবেলি আর পাটোয়ান-কি-হাবেলিতে এল প্রাসাদের শিল্পকর্ম দেখতে। এরকম সোনালি পাথরে অপূর্ব জালির কাজ সারা ভারতে কোথাও নেই।

স্থানীয় একজন ভদ্রলোক ওদের দেখে খুব খুশি হয়ে বললেন, "তোমরা জয়শলমির দেখতে এসেছো খুব ভাল কথা। তবে শুধু এই কেল্লা আর সাম সন্দ নয়। এখানে আরও অনেক কিছু দেখার আছে। সেগুলোও দেখে নিয়ো।"

"আর কী-কী দেখার আছে বলুন ?"

"এই যেমন পাঁচ কিমি দূরে লোদুর্বার পথে অমর সাগর, ছ' কিমি দূরে রাজাদের সমাধিক্ষেত্র বড় বাগ। তা ছাড়া ১৭ কিমি দূরে লোদুর্বাতে অবশ্যই যেয়ো।"

"কী আছে সেখানে ?"

"বাঃ, লোদুর্বাই তো ছিল রাওয়াল জয়শলের অতীতের রাজধানী। ওখানে জৈন মন্দিরে একটি কল্পতরু গাছ আছে। তার কাছে কেউ কিছু চাইলে তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।"

ভোম্বল বলল, "আমি তা হলে সেইখানে গিয়ে মরুদস্যু কান্দাহার থেরানিকে যাতে ভাল করে থ্রেট্‌নিং দিয়ে আসতে পারি তাই চাইব।"

ভদ্রলোক দারুণ রেগে গেলেন ভোম্বলের কথায়। বললেন, "তুম যো সমঝো ওহি করো। যাও আগে বাঢ়ো।"

বাবলু বলল, "কী হল কী, ভোম্বল ? সবেতেই কেন ফর-ফর করিস তুই ? যিনি যা বলেন তা কান পেতে শোন না ? এইসব দর্শনীয় জায়গাগুলোর কথা তো গাইড বুক থেকে আমারও নোট করা আছে। শুধু

লোদুর্বা কেন ? আমার তো পোখরান, বারমেরও যাওয়ার ইচ্ছে আছে। তা ছাড়া কিরাডুতে গিয়ে গুপ্ত যুগের সোমেশ্বর মন্দির, এখান থেকে ৪০ কিমি দূরে ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্ক, ১১ কিমি দূরে উড ফসিল পার্ক সবই দেখবার ইচ্ছে আছে। তবুও তো আমি শুনছি।"

"উড ফসিল পার্ক !"

"হ্যাঁ। আঠারো কোটি বছর আগেকার জীবাশ্ম পাওয়া গেছে এই থর মরুভূমির বুকে।"

ওরা আর বেশি না ঘুরে ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিয়ে আবার বাজারের কাছে চলে এল। এই পথেই বাস স্ট্যান্ড। এখান থেকে বারমের, পোখরান, যোধপুর, বিকানিরের বাস ছাড়ছে। বাস স্ট্যান্ড থেকে একটু এগিয়ে ভারী মনোরম দুর্গাকৃতি একটা সৌধ দেখতে পেল। তার মাথায় ছাতার মতো ছোট ছোট কী। বাবলু একজনকে জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী ভাই ?"

লোকটি হেসে বলল, "শম্‌শান"।

বাচ্চু বিচ্ছু বলল, "আমাদের ভয় করে। শ্মশান দেখতে আমরা যাব না। অনেক ঘুরেছি। এখন ঘরে চলো।"

ওরা আর দেরি না করে হোটেলে ফিরল।

বিকেলবেলা ওরা মনের আনন্দে চলল স্যান্ড ডিউন্‌স দেখতে। কেল্লার সামনে থেকে একটা জিপ ভাড়া করল ওরা। যাওয়া-আসা দুশো টাকায় রফা হল। কথা হল সাম সন্দে সূর্যাস্ত দেখে তবেই ওরা ফিরবে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা মরুভূমি দেখতে যাবে বলে জিন্‌সের প্যান্ট শার্ট, রোদ আড়াল-করা টুপি ইত্যাদি নিয়ে এসেছিল। তাই পরে চলল সবাই। শুধু রাধা আর রেখাই যা একটু ব্যতিক্রম হল। ওরাও জঙ্গল কালারের জিন্‌স পরেছিল। কিন্তু শার্টের বদলে ছিল গরমের লাল গেঞ্জি। আর মাথায় কোনও টুপি ছিল না। রাধার চোখে ছিল গগল্‌স।

জয়শলমিরের ঘরবাড়ির আড়াল থেকে সরে আসতেই ওরা দিগন্তবিস্তৃত মরুবালুরাশি দেখতে পেল। তবে এইসব বালিতে মাটির ধূসর ভাবও আছে। যাই হোক, জিপ ওদের প্রথমেই নিয়ে গেল অমর

www.boiRboi.blogspot.com

সাগরে। সেখানকার পরিত্যক্ত জলাশয় ও জৈনমন্দির দেখার পর ওরা চলল সাম সন্দের দিকে। জয়শলমির থেকে সাম ৪২ কিমির পথ। এখানে বালিতে আর মাটির ভাগ নেই। বালি, বালি, শুধুই বালি। ধু-ধু করছে দিগন্তবিস্তৃত বালির ময়দান। কিছু সময়ের মধ্যেই সাম সন্দে এসে পৌঁছল ওরা।

জিপ থেকে নেমেই দিগন্তজোড়া উঁচু-নিচু বালির স্তর বা স্যান্ড ডিউনস্ দেখে মোহিত হয়ে গেল। এই জায়গাটা একটা ছোটখাটো মরূদ্যান মতো। খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি ছোট-ছোট ঘর দেখে খুব ভাল লাগল ওদের। এখানে চারদিকে রংবাহারি পোশাক-পরা উটের সারি। ওদের দেখেই একদল বেদুইন ছুটে এল, "ওয়েলকাম বেঙ্গলি দাদা। ক্যামেল সাফারি করোগে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, ক্যামেল সাফারি তো করব। তবে তিন-চারদিনের জন্য নয়। মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য।"

ওদেরই বয়সী একটি ছেলে এসে বলল, "দাদাজি, তোমরা আমার উটে চাপো। আমার নাম সলোমন খাঁ। বাবার নাম ঈশা খাঁ। আমার উটে চাপলে ভাল সফর হয়ে যাবে। একদম মনপসন্দ হয়ে যাবে তোমাদের।"

বাবলু বলল, "বেশ। তোমার উটেই চাপব।"

একদল বাঙালি পরিবার সবে সফর শেষ করেছেন। তাঁরা বললেন, "কতক্ষণ ঘুরবে তোমরা ঘড়ি ধরে, সেইটা আগে রফা করে নিয়ো। নাহলে ভারী বদমাশ এরা। একেবারে ঠগ জোচ্চর। পনেরোটা করে টাকা নিয়ে উটের পিঠে চাপাচ্ছে আর এক পাক একটুখানি ঘুরিয়ে এনেই নামিয়ে দিচ্ছে।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি? তা হলে তো ভাল ব্যবসা শুরু করে দিয়েছ ভাই? কতদূর থেকে কত অর্থব্যয় করে কত আশা নিয়ে ট্যুরিস্টরা আসেন আর তোমরা যদি তাদের এইভাবে ঠকাও সেটা তো ভাল কথা নয়।"

সলোমন বলল, "না দাদা, ওদের কথা শুনবেন না। ওরা ঝুটা বাত বলছে।"

"উঁহু। কোনও ট্যুরিস্ট কখনও এইরকম মিথ্যে কথা বলবে না। তারা বরং খুশি হলে তোমাদের প্রশংসাই করবেন। তা যাক। আমাদের মোট

www.boiRboi.blogspot.com

সাতটা উট লাগবে। কত করে নেবে?"

"সাতটা উট কী করবেন? একটাতেই তো দু'জনের হয়ে যাবে।"

"জানি। তবু আমরা একটু সেপারেটলি বসতে চাই।"

সাতটা উটের নাম শুনেই আরও সব উটওয়ালা এসে ছেঁকে ধরল ওদের। একজন বলল, "আমার একটা উট লিয়ে লিন খোঁকাবাবু। এর নাম পাপ্পু। এ একজন ফিল্মস্টার আছে। রেশমা ঔর শেরা পিক্‌চার দেখা তুমনে? এ পাপ্পু উসমে থা। একদম পক্ষীরাজ ঘোড়া। থর মরুর উট। আংরেজ লোকেরা বলে শিপ অব ডেজার্ট।"

বাবলু বলল, "কোন উট যাবে না-যাবে তা আমার জানার দরকার নেই। সেটা তোমরাই ঠিক করবে। এখন বলো কত কি নেবে?"

ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে বলল, "টুয়েন্টি ফাইভ রুপিজ করকে লাগেগা। এক দাম।"

বাবলু বলল, "তাই দেব। ভাল করে ঘোরাবে কিন্তু। একদম ছোটাবে না। ধীরে-ধীরে বালির ওপর দিয়ে নিয়ে যাবে। কেননা আমাদের তো চাপা অভ্যাস নেই। হয়তো বেসামাল হয়ে পড়ে যাব।"

"ডরনেকা কোঈ বাত নেহি খোঁকাবাবু। তুম সব চুপচাপ বৈঠো।"

উটগুলো ওদের নেওয়ার জন্য পা মুড়ে শুয়েই ছিল। ওরা এক-এক করে চেপে বসল উটের পিঠে। বাবলু বসতেই পঞ্চুও উঠে বসল।

সলোমন পঞ্চুর কাছে গিয়ে বলল, "এ মিস্টার! তুমকো উতারনে হোগা। তুম পয়দল চলো।"

পঞ্চু বলল, "ভৌ ভৌ।" অর্থাৎ কেন? কুকুর বলে কি আমি ফেলনা হয়ে নাকি? বেশ করব, চাপব।

বাবলু বলল, "আচ্ছা, বসে বসুক।"

সলোমন হাসতে-হাসতে সরে গেল। উটও উঠে দাঁড়াল। যেই না উট উঠল পঞ্চু অমনই ভয় পেয়ে লাফিয়ে নামল বালির ওপর। এক বাঙালি পরিবার তো টিপ করে পড়েই গেল উটের পিঠ থেকে। আসলে উট যখন ওঠে বা নামে তখন সাবধানে ছড়িদারের নির্দেশ মেনে কখনও সামনে কখনও পেছনে একবার ঝুঁকিয়ে দিলেই টালটা সামাল দেওয়া যায়। তারপর একেবারে উঠে দাঁড়ালে আর কোনও ভয়ের ব্যাপার থাকে না।

যাই হোক, উটের সারি চলল লাইন দিয়ে মরুভূমির ওপর। কী আনন্দ। শুধু ওদের সাতটি উট নয়। আরও প্রায় দশ-বারোটি উট চলল ওদের সঙ্গে। ট্যুরিস্ট এখানে অনেক। এই দিগন্তজোড়া বালুরাশি দেখে সাহারা আর থর একই মনে হল যেন। তবে এই বিশাল মরুর বুকে দূরের ছোট-ছোট পাহাড়গুলো যেন সৌন্দর্যের হানি ঘটাতে লাগল। তা হোক। তবু ওরই মধ্যে ওরা যা দেখল তাতেই মন ভরে গেল ওদের।

একটি বিশেষ জায়গা পর্যন্ত গিয়ে উট আর এগোল না। ট্যুরিস্টের দল ফিরে আসতে লাগল। সলোমন ওদের সঙ্গে ছিল। বাবলু বলল, "আমরা কিন্তু এখনই ফিরছি না। আরও একটু এগোব।"

সলোমন আর গেল না। উটের মুখ ঘুরিয়ে আনার কায়দাটা ওদের একটু দেখিয়ে দিয়ে বলল, "জায়দা দূর মাত যা না। ইয়ে রেগিস্থান আচ্ছি জায়গা নেহি।"

ওরা বলল, "না না, খুব বেশিদূর যাব না।"

সলোমন একটা ডিউনসের ওপর বসে রইল। ওরা চলল ধীরে। এক-একজন এক একটি উটের পিঠে চেপে ওইরকম প্যান্ট-শার্ট-টুপি পরে যেন হিরো হয়ে উঠল। পশ্চিম দিগন্ত লাল করে সূর্য তখন একটু-একটু করে ডুবতে বসেছে। ওঃ সে কী বিচিত্র রঙের খেলা। ধূসর বালির বুকে আগুনরাঙা রং যেন হোলি খেলছে। দেখতে-দেখতে সূর্য ডুবে গেল। সূর্যাস্তের শেষ রংটুকু তখনও মোছেনি আকাশের পট থেকে। উট চলেছে। ওরাও চলেছে। ফেরার কথা ওদের আর খেয়ালই নেই। বাবলু জোরে-জোরে আবৃত্তি করতে লাগল: "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন / উত্তরেতে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন···"

টিসুম। টিসুম। টিসুম।

পর-পর তিনটি গুলির শব্দে হতচকিত উটগুলো থমকে দাঁড়াল। ওরা বুঝি বাতাসে বিপদের গন্ধ পায়। পাণ্ডব গোয়েন্দারা কিন্তু বুঝতে পারল না ব্যাপারটা কী হল। এখানে গুলির শব্দ আসে কোত্থেকে? সীমান্তে কি কোনও গোলমাল হচ্ছে? কিন্তু সীমান্ত এখান থেকে অনেক দূরে। তা হলে?

বাবলু বলল, " কী ব্যাপার বল তো?"

বিলু বলল "কী আবার? এরই মধ্যে ভুলে গেলি? কোথায় এসেছি আমরা?"

"বুঝেছি। আর যাওয়া নয়। ফিরে চল সব।"

এমন সময় দেখতে পেল সন্ধ্যার আবছায়ায় কয়েকজন সাহেব সেই বালির ওপর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে হন্তদন্ত হয়ে এদিকে আসছেন।

ওরা উট নিয়ে তাদের দিকে এগোতেই বললেন, "হে ডেঞ্জার অ্যাহেড। ডোন্ট গো দ্যাট ওয়ে।"

বাবলু বলল, "হোয়াই?"

"রবার্স আর প্লান্ডারিং দ্য ডেজার্ট। উই লস্ট এভরি পেনি টু দেম অ্যান্ড উই অলসো লস্ট আওয়ার ক্যামেল।"

"হোয়াট ফর ডিড ইউ গো দেয়ার?"

এর উত্তরে বিদেশি সাহেবরা যা বললেন তা হল এই: থর মরুর বুকে খননকার্য চালিয়ে সম্প্রতি কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেইসঙ্গে পাওয়া গেছে কিছু দুষ্প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা। সেইজন্য সাহেবরা আজ সারাদিনের মরু সফরে এসে ওই মুদ্রাগুলি দেখতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ কয়েকজন মরুদস্যু এসে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের ওপর। শ্রমিকদের প্রচণ্ড মারধোর করে অনেক কিছু কেড়ে নেয়। সাহেবদেরও পাসপোর্ট ভিসা জিনিসপত্তর টাকা-পয়সা সব কিছুই খোয়া গেছে। শুধু তাই নয়, একজন বিদেশিনীকে অপহরণ করে পালিয়ে যায় ওরা। যাওয়ার আগে গুলি করে মারে কয়েকজন শ্রমিককে।

শোনামাত্রই বাবলুর গা গরম হয়ে উঠল। বিলু ভোম্বলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে সাহেবদের বলল, "কুড ইউ নট রেজিস্ট দেয়ার অ্যাটাক্স?"

"দে আর আর্মড, অ্যান্ড উই আর ফরেনার্স।"

"ডিড ইউ সে দ্যাট দে হ্যাভ অ্যাবডাক্টেড অ্যান ইয়াং লেডি?"

"ইয়েস মাই বয়।"

"ওয়াজ সি ইয়োর কম্প্যানিয়ন?"

"নো। উই থিঙ্ক সি ওয়াজ ট্রাভেলিং অ্যালোন। উই ডিড নট কাম অ্যাক্রস এনি অব হার কম্প্যানিয়ন্স।"

www.boiRboi.blogspot.com

বাবলু সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "সি ইস মিজ লর্না। সে ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। সে সব সময় একা-একা ঘোরে। ট্রেন থেকে নেমে সে সকালের দিকে নিশ্চয়ই একা-একা গিয়েছিল ক্যামেল সাফারিতে। তাই সকাল থেকে কোথাও তাকে দেখিনি।"

বিলু বলল, "কী করবি রে বাবলু।"

"কী আবার, লর্নাকে উদ্ধার করতেই হবে। আই মাস্ট গো দেয়ার।

"শুধু তুই কেন ? আমরাও যাব।"

"না। যে-কোনও একজন আমার সঙ্গে আয়। মনে রাখিস আমাদের দলে চারজন মেয়ে আছে। ওদের সঙ্গে নিয়ে সাহেবদের সঙ্গে সামে ফিরে যা কেউ। গিয়ে সকলকে খবর দে।"

বাচ্চু বলল, "খবর দেওয়ার জন্য তো সাহেবরাই যথেষ্ট। আমরা তোমাকে ছাড়ব না।"

বাবলু বলল, "এ ভুল করিস না বাচ্চু। এটা মরুভূমি। এখানে লুকোবার বা গা আড়াল করবার কোনও জায়গা পাবি না।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, মরুভূমিতে আমরা দিশেহারা হতে পারি। কিন্তু সাথীহারা হতে পারব না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা উট নিয়ে এগোতেই সাহেবরা বললেন, "দে আর হাইলি ডেঞ্জারাস। সো উই ওয়ার্ন ইউ নট টু গো। এস্‌পেশ্যালি অ্যাজ ইউ হ্যাভ ফোর ইয়াং গার্লস উইথ ইউ।" বলে চলে গেলেন সাহেবরা।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা উটের পিঠে চেপে দ্রুত এগিয়ে চলল। সারা আকাশ তখন তারায় ভরে গেছে। মাঘী পূর্ণিমার গোল চাঁদ আকাশ ভরিয়ে জ্যোৎস্না ঢালছে। ওরা খানিক এগোতেই সেই জ্যোৎস্নালোকে মরুদস্যুদের দেখতে পেল। ওরা ক'জন তা কে জানে ? তবে উটের সংখ্যা দশ-বারোটা। পঞ্চুও ওদের সঙ্গে ছুটে-ছুটে আসছিল। ও দূর থেকেই ওদের দেখে সাড়া দিল, "ভৌ-উ-উ-উ।"

থমকে দাঁড়াল মরুদস্যুরা। ওরা যখন কাছাকাছি এল তখন এক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল। দস্যুরা যে লোকগুলোকে গুলি করে মেরেছিল সেই লোকগুলোর পায়ে দড়ি বেঁধে উটের সঙ্গে বালির ওপর দিয়ে টানতে-টানতে নিয়ে যাচ্ছে।

www.boiRboi.blogspot.com

ওদের সাহস এবং সাজপোশাক দেখে কয়েকজন মরুদস্যু সম্ভবত ওদের পুলিশের লোক ভেবে উট ছুটিয়ে পালাল।

বাবলু বজ্রগম্ভীর স্বরে বলল, "হল্ট।"

কিন্তু বয়ে গেছে তাদের থামতে। তবে পাঁচজন রুখে দাঁড়াল। ওরা এক-এক করে গোল হয়ে ঘিরে ফেলল ওদের। একজন রক্তচক্ষুতে বলল, "কাঁহা যাওগে তুম ? ইধার কিঁউ আয়া ?"

এই দস্যুটির উটের পিঠে একজন শ্বেতাঙ্গিনী হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিল। উটের পিঠের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা ছিল সে। কিন্তু মেয়েটি আদৌ লর্না কি না বোঝা যাচ্ছিল না।

বাবলু বলল, "তোমরা কারা ? ওকে ওইভাবে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছ কেন ?"

দস্যুটা দিগন্তে প্রতিধ্বনি তুলে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল একবার। তারপর বাবলুর দিকে বন্দুক তাগ করে যেই না ট্রিগার টিপতে যাবে অমনই বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠল, "টিসুম।"

বিকট একট চিৎকার করে উটের পিঠ থেকে পড়ে গেল দস্যুটা। আর উটটা ভয় পেয়ে বন্দিনীকে নিয়ে তীরবেগে ছুটতে লাগল বালির ওপর দিয়ে। অন্যান্য দস্যুর হাতেও তখন বন্দুক উঠে এসেছে। কিন্তু এলে কী হবে ? চতুর বাবলু তখন প্রথম দস্যু পড়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বালির ওপর লাফিয়ে পড়ে তার বন্দুকটি কেড়ে নিয়ে ওদের দিকে তাগ করেছে। সেই সুযোগে পঞ্চুও করেছে কি, আর-একজনের পায়ে এমন কামড় দিয়েছে যে, যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে সেও পড়ে গেল উটের পিঠ থেকে। বিলু কাছাকাছি ছিল। মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে তার বন্দুক কেড়ে নিয়ে তারই বুকে ঠেকিয়ে রাখল। বন্দুকটা এমনভাবে ধরল যেন এখনই গুলি করবে সে। ততক্ষণে বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু রাধা রেখা সবাই লাফিয়ে নেমেছে উটের পিঠ থেকে। একজন মরুদস্যু করল কি, এরই ফাঁকে হঠাৎ একটা গুলি করে বসল। আর গুলিটা লাগল রাধার পায়ে। রাধা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতেই বাবলু খটাখট ট্রিগার টিপে সব ক'টাকে শুইয়ে দিল। ততক্ষণে গুলির শব্দে ছত্রভঙ্গ উটগুলো যে যেদিকে পেরেছে পালিয়েছে। বালির এই মহাসমুদ্রে কয়েকটি মৃতদেহ ছাড়া আর কেউ

নেই। রাধা তখন বালির ওপর পড়ে কাতরাচ্ছে। রেখা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছে রাধাকে। গুলিটা পায়ে লেগেছে ওর। তাই রক্তে ভেসে যাচ্ছে পা। বাবলু তাড়াতাড়ি একজন মৃতের পাগড়ি ছিঁড়ে ওর পা-টা শক্ত করে বেঁধে দিল। কিন্তু দিলে কী হবে? গুলিটা তো বের করা দরকার? আর গুলি বের করতে গেলে ওদের শহরে যেতে হবে। কিন্তু এই অবস্থায় ওকে নিয়েই বা যাবে কী করে? একটা উটও ধারেকাছে কোথাও নেই। এবং এই দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমিতে ওরাও এখন দিশেহারা। চারদিকে শুধু বালি, বালি আর বালি। উঁচুনিচু ডিউন্‌স। এখানে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সবই ওদের ধারণার বাইরে। আকাশের নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় করতে ওরা পারে না। তাই মাথায় হাত দিয়ে বসল সবাই।

বাবলু একটা ডিউন্‌সের ওপর উঠে দেখল কোথাও কোনও আলোর রেখা দেখা যায় কি না। কিন্তু না, একমাত্র আকাশের চাঁদ ও নক্ষত্র ছাড়া কোথাও কোনও আলো নেই। তবে দূর দিগন্তে ও আবার কিছু আরোহীকে উটের পিঠে চেপে আসতে দেখল। বাবলু ডাকল, "বিলু, শোন।"

বিলু যেতেই বাবলু বলল, "ওই দ্যাখ কারা আসছে।"

"মনে হচ্ছে আমরা ফিরিনি বলে এবং সাহেবদের মুখে খবর পেয়ে আমাদের উদ্ধারকারী কোনও দল আসছে।"

বাবলু বিলু ওদের দিকে তাকিয়ে ঘন-ঘন হাত নাড়তে লাগল।

ওরা ওদের দেখতে পেয়েই গুলির আওয়াজ করতে-করতে ছুটে এল ওদের দিকে।

বাবলু বলল, "সর্বনাশ! এ কাদের ডাকলাম আমরা। এরা তো সেই পলাতক মরুদস্যুরা। দলবল ডেকে এনেছে।" বাবলু সঙ্গীদের উদ্দেশে হেঁকে বলল, "এই! যে যেখানে পারিস ডিউন্‌সের আড়ালে লুকিয়ে পড়। সামনে শত্রু। খুব তাড়াতাড়ি। যে যতটা পারিস ছুটে পালা।"

সবাই তাই করল। পারল না শুধু রাধা।

বিলু বলল, "একে নিয়েই দেখছি যত গোলমাল।"

বাবলু বলল, "আমি একে সামলাচ্ছি। তুই ওদের দেখ।"

বাবলুর নির্দেশমতো বিলু ছুটল ওদের সঙ্গে। বাবলুর কাছে তবু

www.boiRboi.blogspot.com

আগ্নেয়াস্ত্র আছে একাধিক। কিন্তু ওদের কাছে কিছুই নেই। বাবলু এই দস্যুগুলোর বন্দুক টেনে নিয়ে নলের মুখটা অল্প বের করে বালি চাপা দিল। এই সময় হঠাৎই ওর মনে একটা বুদ্ধি এল। ও রাধাকে ধরে প্রায় টেনে-হিঁচড়েই আর-একটা ডিউন্‌সের আড়ালে নিয়ে এসে শুধু মুখটুকু বের করে বালি চাপা দিতে লাগল ওকে। ও তো পালাতে পারবে না। তাই এইভাবে যদি দস্যুদের চোখের আড়াল করা যায়!

মরুদস্যুরা তখন বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্চু আর রেখার দিকে ছুটেছে। ওরা বড়সড় একটা ডিউন্‌সের আড়ালে লুকোতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই নজরে পড়ে গেল ওদের। আসলে এখানে বালির ওপর দিয়ে তো ছোটা যায় না। তাই চেষ্টা করেও পালাতে পারল না সময়মতো।

এদিকে মরুদস্যুরাও বেশ কয়েকজন। প্রথমবার দস্যুগুলোকে ওরা ভালই কব্জা করে ফেলেছিল। কিন্তু এখন আর সম্ভব নয়। এখন পঞ্চুর আক্রমণ বা বন্দুকের গুলি ওদের রক্ষা করতে পারবে না। ওদের এখন জোর লড়াই লড়তে হবে। বাবলু তখন একটা বন্দুক হাতে নিয়ে প্রায় বুকে হেঁটে একটা ডিউন্‌সের মাথার ওপর উঠল। এইখান থেকে গুলি করার সুবিধা খুব।

বাচ্চু বিচ্চু আর ভোম্বলকে তুলে নিয়েছে তখন কয়েকজন। বিলু আর রেখা পঞ্চুর সাহায্য নিয়ে ছুটোছুটি করছে। দস্যুরা বন্দুক তাগ করেও সুবিধা করতে পারছে না তাই। আসলে ওদের উদ্দেশ্য তো এখন গুলি করা নয়, অপহরণ করা। বিলু রেখা আর পঞ্চু উটের পায়ের ফাঁক দিয়েই ছুটোছুটি করছে। বাবলু ওদের বাঁচিয়ে দস্যুদের লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল। টিসুম-টিসুম-টিসুম-টিসুম।

একটি ছাড়া তিনটি গুলিই ফসকাল। আর মরুদস্যুরা মরুর বুকে ঝড় তুলে হারিয়ে গেল কোথায়। বাবলু দেখল একমাত্র পঞ্চু ছাড়া কেউ নেই সেখানে। ওরা সবাই এখন দস্যুদের কবলে। বাবলুর মাথাটা যেন ঘুরতে লাগল। পঞ্চু উটের পেছনে অনেকটা ছুটেছিল। কিন্তু পেরে ওঠেনি। তাই একটা ডিউন্‌সের মাথায় উঠে চিৎকারে মাত করে দিতে লাগল।

রণক্লান্ত বাবলু ধীরে-ধীরে নেমে এল ডিউন্‌সের ওপর থেকে। তারপর রাধার কাছে গিয়ে ওকে বালিমুক্ত করল।

রাধা বলল, " খুব তিয়াস লেগে গেছে ভাইয়া। একটু পানি মিলেগা ?"
বাবলু বলল, "মরুভূমিতে জল কোথায় পাব ? এখন কোনওরকমে তোমাকে নিয়ে সামে পৌঁছতে পারলে বাঁচি।"
" ওরা কোথায় ?"
"মরুদস্যুরা ওদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে। রেখাকেও।"
রাধা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।
বাবলু রাধার হাত ধরে টেনে তুলে দাঁড় করাতেই ধুপ করে বসে পড়ল ও।
"কী হল ?"
"আমি দাঁড়াতে পারছি না। তুমি এক কাজ করো বাবলু ভাই, যেখান থেকে পারো একটা উট ধরে নিয়ে এসো। পঞ্চুকে আমার কাছে রেখে চলে যাও তুমি।"
"এই মরুভূমির বুকে তোমাকে একা রেখে তো আমি কোথাও যাব না। যেভাবেই হোক আমাকে ধরে-ধরে তুমি এসো।"
"আমি পারব না। আমার যে কী যন্ত্রণা তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। পা-টা মনে হচ্ছে অসাড় হয়ে গেছে। শুধু আমি বলেই বোধ হয় এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি। আমার বোন হলে পারত না। তুমিও পারতে না।"
"তবুও তোমাকে যেতে হবে। সাম সন্দে তোমাকে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি ওদের খোঁজে যেতে পারব না। তোমাকে তুলে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবু তুমি পেছন দিক দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে পিঠে ভর করে থাকো, আমি কষ্ট করেও বয়ে নিয়ে যাব তোমাকে।"
"তুমি পারবে না ভাইয়া।"
"পারতেই হবে। এসো।"
বাবলু বলল বটে কিন্তু এইভাবে খানিক আসার পরই টের পেল এ-কাজ ওর পক্ষে অসম্ভব। সারা গায়ে ঘাম ছুটে গেল যেন। যেখানে নিজেকে নিয়েই চলা যায় না সেখানে আর-একজনকে বয়ে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব ? তবুও ওর নাম বাবলু। নিজের জীবন দেবে তবু অন্যের জীবন বিপন্ন হতে দেবে না। এখানে শুধু ছায়া-কালো চাঁদের আলো আর ওরা

www.boiRboi.blogspot.com

ছাড়া কেউ নেই। আছে শুধু পঞ্চু।
হঠাৎ ডিউন্‌সের আড়াল থেকে দু'জন দস্যু আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। পঞ্চু একজনকে ভীষণভাবে আক্রমণ করতে গেল যেই, সে অমনই বন্দুকের নলটা পঞ্চুর দিকে এগিয়ে দিল। সেই নল কামড়েই ঝুলে পড়ল পঞ্চু। আর-একজনের বন্দুকের ঘা তখন বাবলুর মাথার ওপর পড়েছে। মাথাটা ঘুরে গেল।
এর পর কিছুই আর মনে নেই বাবলুর। ওর চোখের সামনে সবই তখন অন্ধকার।

॥ ১০ ॥

সেই জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখল একটা অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় শুয়ে আছে। একটু-একটু করে সব কিছু মনে পড়ল ওর। ভাগ্যে জিনসের টুপিটা ছিল মাথায়। না হলে মাথাটা ফেটেই যেত হয়তো। ও ধীরে-ধীরে ওঠার চেষ্টা করতেই একটি গরম নিশ্বাস গায়ে পড়ল ওর।
"কে ?"
"ভাইয়া। আমি রাধা।"
"আমরা কোথায় ?"
"মরুভূমির বালির মধ্যে একটা অন্ধকার গুহায়।"
"পঞ্চু কই ? আমাদের আর সব কোথায় ?"
"জানি না।"
"তোমার পায়ের অবস্থা কেমন ?"
"ভাল নয়। ওদের একটা লোক গুলি বের করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। ইঞ্জেকশনও করেছে একটা।"
"আমার হাত-পায়ের বাঁধনটা একটু খুলে দেবে ?"
"অনেক আগেই খুলে দিয়েছি আমি। যদি ওরা কেউ আমাদের দেখতে আসে তাই আলগা করে জড়িয়ে দিয়েছি শুধু।"
বাবলু উঠে বসল তখন। তারপর খোলা দড়িটা কোমরে বেঁধে নিয়ে বলল, "যেভাবেই হোক পালাতে হবে এখান থেকে।" দূরে দেওয়ালের গায়ে একটা মশাল জ্বলছিল। সেইদিকে তাকিয়ে বাবলু বলল, "তুমি

এখানেই থাকো। আমি একটু ঘুরে দেখি বেরোবার কোনও পথ পাই কি না।"

রাধা বলল, "কোথাও একটা কোনও শক্ত লাঠি পেলে আমাকে এনে দাও না ভাইয়া। আমি তা হলে এক পায়ে লাঠিতে ভর করে যেতে পারব তোমার সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "মশাল যখন রয়েছে লাঠির অভাব হবে না।" ও ধীরে-ধীরে সেই মশালটার কাছে এগিয়ে গিয়েই দেখল তার পাশ দিয়ে একটা পাথরের সিঁড়ি ওপর দিকে উঠে গেছে। সে মশালটা নিয়ে এদিক-ওদিক করতেই এক জায়গায় কতকগুলো বল্লম আর ভাঙা বন্দুক জড়ো করা আছে দেখতে পেল। সে একটা বল্লমের লাঠি এনে রাধাকে দিতেই রাধা বলল, "আমাকে একটু তুলে দাঁড় করিয়ে দাও ভাইয়া।"

বাবলু আস্তে করে তুলে ধরল রাধাকে।

রাধা বলল, "থ্যাঙ্কস।"

তারপর মশাল হাতে বাবলু, আর ওর পেছনে রাধা একটু-একটু করে এগিয়ে চলল। খানিক আসার পরই ওরা দেখল হাত-পা বাঁধা কে যেন একজন শুয়ে আছে। ওরা আলো নিয়ে ঝুঁকে পড়তেই দেখল যে শুয়ে আছে সে আর কেউ নয়, লর্না।

বাবলু লর্নার বাঁধন মুক্ত করতে যেতেই লর্না ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল, "হু আর ইউ।"

"বাবলু ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, "হিস্‌স্‌।"

লর্না ওদের চিনতে পারল এবার। বলল, "ইউ!" তারপর বলল, "হোয়াট মেকস মি হিয়ার, হোয়্যার আই অ্যাম ?"

" আন্ডার দ্য ডেজার্ট।"

"হাউ হ্যাভ ইউ কাম হিয়ার ? টু সেভ মি—ইজ ইট ?"

"এগ্‌জ্যাক্টলি সো। উই ওয়্যার ট্রাইং টু গেট রিড অব ডেঞ্জার—অ্যান্ড দিজ হ্যাজ মেড দ্য ম্যাটার লাইক দিস।"

বাবলু বাঁধন মুক্ত করতেই উঠে বসল লর্না।

বাবলু বলল, "কাম। ফলো মি।"

ওরা তিনজনে একটু-একটু করে গুহার দেওয়াল ঘেঁষে যেই না খানিকটা

এগিয়েছে, অমনই এমন এক দৃশ্য দেখতে পেল যা দেখে ভয়ে শিউরে উঠল ওরা। একদিক থেকে লর্না অন্যদিক থেকে রাধা জড়িয়ে ধরল বাবলুকে। বাবলুও ভয় পেল প্রচন্ড। ওরা দেখল ওদের চোখের সামনেই এক জায়গায় কতকগুলো নরকঙ্কাল জড়ো করা আছে। কোনওটি আবার হুকের সঙ্গে গাঁথা। কোনওটির গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলানো। দড়ি দিয়ে ঝোলানো কঙ্কালগুলোকে দেখলে মনে হয় কোনও কারণে কোনও সময়ে এখানে এদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। আর হুকে গাঁথা কঙ্কালগুলোকে নিশ্চয়ই হুকে গেঁথে মেরেছিল কেউ। কী পৈশাচিক দৃশ্য।

ওরা আরও খানিকটা এগোতেই দেখল একটি ঘরের ভেতর বাচ্চু বিচ্ছু আর ভোম্বলকে লোহার আংটার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

বাবলু দেখামাত্রই ছুটে গিয়ে মুক্তি দিল ওদের। বলল, "বিলু কই ? রেখা কই ? পঞ্চু কোথায় ?"

"ওদের খবর জানি না। কিন্তু তোরা এখানে কী করে এলি ?"

"আমরাও তোদেরই মতো বন্দি হয়েই এসেছি। এখন এখান থেকে পালাবার তাল করছি। চল, সবাই মিলে পালাবার একটা পথ দেখি।"

"রেখা বিলু আর পঞ্চুকেও খুঁজে দেখি অমনই।"

"আমার মনে হয় ওরা ওদের ধরতে পারেনি।"

"বাচ্চু বিচ্ছু বলল, "তা যদি হয় তা হলে এই মৃত্যুপুরী থেকে উদ্ধার আমরা পাবই। ওরা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য কিছু-করবে।"

ভোম্বল বলল, "অবশ্য যদি বেঁচে থাকে।"

ওরা ধীরে-ধীরে অন্ধকারে মশালের আলোয় পথ দেখে আরও এগোতে লাগল। এখানে গুহার ভেতরে দেওয়াল ছাদ সবই পাথরের। শুধু পায়ের নীচে পুরু বালি। এইভাবে খানিক এগোবার পর এক জায়গায় গিয়ে দেখল আর পথ নেই। পথটা সেখানে ঢালু হয়ে যেদিকে নেমেছে সেখানে শুধু জল আর জল। ওরা তাই ফিরে এল যে-পথে এসেছিল সেই পথে। এখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বাইরে বেরনো সম্ভব হলেই পালাবে।

সবে কয়েক ধাপ উঠেছে। এমন সময় মাথার ওপর ধুপধাপ শব্দ। ওরা আর না উঠে দ্রুত নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। তারপর মশালটা বালিতে গুঁজে দু'পাশের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

www.boiRboi.blogspot.com

বাবলু তখন কোমরে জড়ানো সেই দড়িটা খুলে একটা ল্যাসোর মতো করে নিল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল ওদের নেমে আসার।

একটু পরেই দেখা গেল মশাল হাতে জনাচারেক লোক নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। লোকগুলো যে শত্রুপক্ষের তা বুঝতে একটুও দেরি হল না। লোকগুলো নামামাত্রই ভোম্বল লাফিয়ে পড়ে একজনের হাত থেকে মশালটা কেড়ে নিয়েই গায়ে ছ্যাঁকা দিতে লাগল। সর্বশেষ যে-লোকটি ছিল, বাবলু ল্যাসোর দড়িটা আটকে দিল তার গলায়। দিয়েই একটা হ্যাঁচকা টান। লোকটির চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে এল।

লর্না তখন অন্য রূপ। একেবারে রুদ্রচণ্ডীর মূর্তি ধারণ করে ওদের দিকে রিভলভার তাগ করে বলল, "হ্যান্ডস আপ।"

"বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "হোয়্যার হ্যাভ ইউ গেট দ্য রিভলভার ?"

লর্না বলল, "দিজ হ্যাড বিন উইথ মি। দে অ্যাক্‌চুয়ালি অ্যাটাক্‌ড মি ফ্রম বিহাইন্ড হুইচ ডিড নট অ্যালাউ মি টু ইউজ ইট।"

বাবলু ওদের বলল, "তুম সব হামকো ইধার লেকে আয়া কিউ ?"

"তুমনে হামারা বহুত আদমি কো মারা। ইস লিয়ে।"

"হিঁয়াসে নিকালনে কা রাস্তা ?"

"স্রেফ একই হ্যায়। ইয়ে হ্যায় ও মার্গ।"

"হামারা আউর দোস্ত কাঁহা হ্যায় ?"

"হিঁয়া তো আউর কোঈ নেহি।"

এমন সময় বাইরে কার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আরে জলদি করো। তুরন্ত লে আও ও ফরেন লেডি কো।"

বাবলু বলল, "ও কৌন হ্যায় ?"

"হামারা বস। থেরানিজী।"

ওরা আর কিছু বলার আগেই স্মার্ট ইয়ং লেডি লর্না রিভলভার উদ্যত করে উঠে গেল ওপরে।

ভোম্বল বলল, "মিস লর্না, ডোন্ট গো দেয়ার।"

"ডোন্ট বি সিলি।"

লর্না উঠে যেতেই গুলির শব্দ শোনা গেল। কিন্তু শোনা গেল না

কারও আর্তনাদ। ততক্ষণে এরাও সবাই উঠে এসেছে। উঠেই বন্ধ করে দিয়েছে ডালাটা।

বাইরে তখন সে কী দৃশ্য। চারদিকে খুঁটিতে বাঁধা আছে অজস্র উট। চারজন মরুদস্যু বন্দুক কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। আর দানবাকৃতি এক নৃশংস মানুষের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই চলছে লর্নার।

লোকটির চেহারা দেখে সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল ওদের। পাণ্ডব গোয়েন্দারা নৃশংস মানুষ নেহাত কম দেখেনি। ভয়ঙ্কর মূর্তিও দেখেছে অনেক। কিন্তু এই মানুষটি যেন সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। লম্বায় অন্তত সাত ফুট। বৃষস্কন্ধ দানব। চাপ দাড়ি। মাথায় জালির কাজ করা অ্যারাবিয়ান টুপি। গোরিলার মতো মুখ আর বাঘের মতো চোখ। ওর বাঁ কাঁধে গুলি লেগে রক্ত ঝরছে। এই কি তবে থরের আতঙ্ক থেরানি ? ঘায়েল সাপের মতো ফোঁস-ফোঁস করছে সে।

বিদেশিনীর শরীরের আসুরিক শক্তির সঙ্গে বুঝি পরিচয় ছিল না থেরানিজীর। অথবা দলের লোকেদের সামনে মর্যাদার লড়াইয়ের কাছে পিছু হটতে চান না। তাই বেদম মার খাচ্ছেন লর্নার হাতে। লর্না মেরে রক্তাক্ত করে দিচ্ছেন ওঁকে।

অদূরে বালির ওপর একটা হেলিকপ্টার নামানো আছে। আর বাবলুর পায়ের সামনে বালির ওপর পড়ে আছে লর্নার রিভলভারটা। ওর পিস্তলটা যে কোথায় পড়ে আছে তা কে জানে ? অথবা এরাই কেড়ে নিয়েছে। সে যাই হোক, বাবলু রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়েই তাগ করল থেরানির দিকে। ট্রিগার টিপেই বুঝল ফক্কা। রিভলভার আছে। কিন্তু গুলি কই ? গুলি তো নেই।

কান্দাহারের চোখে তখন আগুন জ্বলছে। লর্নাকে এক ঝটকায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বালির ওপর। দিয়ে দলের লোকেদের বললেন, "মারো। বাঁধো। উঠাও কপ্টার 'পর।"

দস্যুরা ঝাঁপিয়ে পড়ল লর্নার ওপর। লর্না আর পেরে উঠল না। বন্দিনী হল ওদের হাতে।

কান্দাহার ভীষণ মূর্তি ধারণ করে 'আঁক আঁক' করে এগিয়ে এলেন বাবলুর দিকে। তারপর সিংহগর্জনে বললেন, "ও। তুমি হো ওহি

www.boiRboi.blogspot.com

লেড়কা। ঘিনোনে হামারা বহুত লোকসান কর দিয়া। আভি হামারা হিসাব পুরা হো যায়গা। ইয়া হা—।" বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবলুর ওপর। তারপর তুলে নিয়ে ওকে একটা আছাড় মারতে যাবে যেই, অমনই কোথা থেকে একটা মাঝারি সাইজের পাথর এসে লাগল ওর কপালে। পাথরটা যে কোন দিক থেকে এল তা বুঝতে পারল না কেউ। কান্দাহারের মুখ দিয়ে শুধু একটাই শব্দ বেরিয়ে এল, "ফায়ার!" ওর পোড়া-পোড়া কালচে মুখ রক্তের ধারায় বীভৎস হয়ে উঠল।

আর ঠিক সেই সময়ই টিলার ওপর থেকে শোনা গেল বিলুর কণ্ঠস্বর, "বাবলু! আমরা এসে গেছি। পঞ্চুও আছে আমাদের সঙ্গে। কোনও ভয় নেই।"

পঞ্চু তখন বিকট চিৎকার করে টিলার ওপর থেকেই লাফিয়ে পড়েছে সেই দস্যুগুলোর ওপর। ওরা বিলুকে লক্ষ্য করে একসঙ্গে ফায়ার করল। কিন্তু বিলু তখন কোথায়? বন্দুকে হাত রাখামাত্রই পাথরের আড়ালে লুকিয়েছে সে। আর বন্দুক তোলামাত্রই পঞ্চুর আঁচড়-কামড়ের মাঝে ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু মুঠে-মুঠো বালি তুলে ছুঁড়ে মেরেছে ওদের চোখে। প্রায় অন্ধ হয়ে ওরা বালির ওপর বসে পড়ল সবাই।

বাবলু ছুটে গিয়ে লর্নাকে বন্ধনমুক্ত করল।

বিলু আর রেখাও ছুটে এসেছে তখন। রেখা রাধাকে বলল, "হাল ক্যায়সা তুমহারা?"

রাধা ওর পা দেখিয়ে দিল।

শিউরে উঠল রেখা।

বাবলু আর বিলু যখন দস্যুদের বন্দুক কেড়ে নিচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে রাধার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কান্দাহার। রাধার তো বাধা দেওয়ার শক্তি নেই। কান্দাহার এক ঝটকায় রেখাকে সরিয়ে দিয়ে গোপন স্থান থেকে ওর রিভলভারটা বের করে ঠেকিয়ে ধরল রাধার বুকে। তারপর এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে চলল হেলিকপ্টারের দিকে।

রাধা চিৎকার করতে লাগল।

এই সময় একমাত্র রক্ষাকর্তা পঞ্চু ছাড়া আর কেই-বা হতে পারে? ও ভৌ-ভৌ করে ছুটে আসতেই কান্দাহার রাধার দিক থেকে রিভলভারটা

www.boiRboi.blogspot.com

ঘুরিয়ে নিল পঞ্চুর দিকে। এইবার খেল দেখাল রেখা। রাধার লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে ক্রিকেটের ব্যাট করার মতো নীচের দিক থেকে এমনভাবে মারল যে, হাত ফসকে সশব্দে শূন্যে উঠে কোথায় যেন ছিটকে গেল রিভলভারটা।

পঞ্চু তখন ছিঁড়ে খাচ্ছে কান্দাহারকে। হিংস্র পঞ্চুর আক্রমণে থরের আতঙ্ক থর-থর করে কাঁপছে। থেরানি ভয়ে ছোটা শুরু করল মরুভূমির ওপর দিয়ে। কিন্তু যাবে কোথায়? পালাবার পথ নেই। ডান দিকে গেলে পঞ্চু। বাঁ দিকে গেলে পঞ্চু। সামনে পঞ্চু। পেছনে পঞ্চু।

পঞ্চু পঞ্চু পঞ্চু। পঞ্চুর হাত থেকে আজ আর পরিত্রাণ নেই।

নাটক যখন চরমে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল দলে-দলে পুলিশ আর শয়ে-শয়ে মানুষ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

এই পুলিশের দলে ইনস্পেক্টর আনন্দও ছিলেন। আর ছিলেন সেই লোকটি। যিনি অম্বর কেল্লা থেকে যোধপুরের মাণ্ডোর পর্যন্ত ওদের দিকে নজর রাখছিলেন।

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "আপনি!"

"হ্যাঁ আমি। প্রশান্তকুমার বাজপেয়ী। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আমার বন্ধু আনন্দ আমাকে এই কাজে লাগিয়েছিল। তা কাজ করতে এসে দেখলাম তোমরাই উলটে আমার দিকে নজর রাখছ। তবুও কোন ফাঁকে যে তোমরা জয়শলমিরে পালিয়ে এলে তা ভেবে পাইনি। পরে রেলের রিজার্ভেশন কাউন্টারে গিয়ে জানতে পারলাম তোমরা রাতের গাড়িতে পালিয়েছ। ইতিমধ্যে এই দস্যুদের কবলে পড়ে সাহেবরা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। বিশেষ করে একজন বিদেশিনীকে অপহরণ করায় সরকারি মহলে ভয়ানক তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। রাজস্থান পুলিশও তোলপাড় করছে চারদিক। সীমান্তে মিলিটারিরাও সতর্ক রয়েছে। তোমাদের দেখা না পেলে এখনই হয়তো বিমানে হেলিকপ্টারে তল্লাশি শুরু হয়ে যেত। হাজার হলেও থর মরু অভিযানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফরেনাররা এসে থাকেন। এইখানে এইরকম কাণ্ড ঘটলে শুধু রাজস্থানের নয়, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের বদনাম। কৈফিয়ত দিতে-দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে।"

"সে তো যাবে। আচ্ছা যোধপুরের সরাইখানায় সেই দস্যুটাকে কি

আপনি গুলি করেছিলেন ?"

প্রশান্তবাবু হাসলেন।

"সমস্ত লোকজন জড়ো করে এখানে আসতে আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেল। তবু এসে যখন পড়েছি তখন আর তোমাদের কোনও চিন্তা নেই।"

বাবলু বলল, "সাম সন্দ থেকে কতদূরে আছি আমরা ?"

"পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে।"

পুলিশের লোকেরা এক-এক করে গ্রেপ্তার করতে লাগল সকলকে। ইনস্পেক্টর আনন্দ এবং যোধপুর জয়শলমিরের পুলিশ অফিসাররা কান্দাহার খেরানির হাতে হাতকড়া পরালেন।

তারপর শুরু হল গুহায়-গুহায় তল্লাশি। বাবলুর পিস্তলটাও উদ্ধার হল। এইখানে অবশ্য একটি গুহা নয়। পর-পর চার-পাঁচটি গুহা আছে। সব গুহামুখের কাঠের পাটাতনগুলোর ওপর মরুভূমির বালি এমনভাবে ঢাকা দেওয়া থাকে যে, কেউ টেরও পায় না কোথায় কী আছে। গুহায় তল্লাশি করে শুধু নরকঙ্কাল নয়, অনেক সোনাদানা এবং নিষিদ্ধ দ্রব্যও আটক করা হল। অবশ্য মারের চোটে দস্যুদের মুখ থেকেই হদিস পাওয়া গেল এ-সবের।

তখন রাত্রি শেষ।

জ্যোৎস্নাস্নাত মরুর বুকে ভোর হচ্ছে। এক জটাজুটধারী কৌপীন পরা সাধুবাবা দিগন্ত থেকে এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। এসে বললেন, "খেল খতম ?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

"ম্যায় জানতা থা একদিন অ্যায়সা হি হোগা। পাপ বহুত জায়দা হো গিয়া থা।"

বাবলু বলল, "আপনি কে বাবা ?""

"এ মাত পুছো।" তারপর কথাচ্ছলে তিনি যা বললেন তা শুনে অবাক হয়ে গেল সকলে। সাধুবাবা বললেন, "আজ এখানে দিগন্তজোড়া মরুভূমি ধু-ধু করলেও আজ থেকে দু' হাজার বছর আগে এই জায়গাটা হরিৎশস্যে আবৃত ছিল। তখন এখানে বাস করত জোহিয়া নামে এক দুর্ধর্ষ জাতি।

www.boiRboi.blogspot.com

জোহিয়াদের রাজধানী ছিল এইখানেই। নাম রংমহল। তা সেই রংমহলের রঙিন পাথরের ঘরবাড়ির চিহ্নও আর নেই। অথচ এই মরুভূমির বালির নীচে চাপা পড়ে আছে সেকালের এক রাজ-ঐশ্বর্য। কত মূল্যবান সম্পদ যে আছে এর নীচে, তা কে জানে ? কাগার নামে একটা নদীও বইত এখানে। ওই যে দেখছ গুহাটা, ওই গুহার মধ্যে এখনও আছে কাগার-এর উৎস। তা মহাবীর সেকন্দর শাহ্ এই জোহিয়া রাজ্য আক্রমণ করে ধ্বংস করেন এর সব কিছু। অ্যারিস্টটলের মতে, জোহিয়ারাজ সেকন্দর শাহ্‌কে নাকি একটি বিষকন্যা উপহার দিয়েছিলেন। সেই কন্যা বাল্যকাল থেকে দুধের বদলে বিষপান করত। ওলিয়ানের মতে, ওই গুহার ভেতর থেকে বৃহদাকার একটি সর্প সেকন্দরের পথ রুদ্ধ করে। এই দুই ঘটনাই রংমহল ধ্বংসের একমাত্র কারণ। অনেকে অবশ্য এই কারণ ভিত্তিহীন মনে করেন। সে যাই হোক, সেই সুফলা ভূমি আজ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। এখানে কারও আধিপত্য বেশিদিন টেকে না। এই রংমহলকে ধ্বংস করতে সেকন্দর যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিলেন তারই দ্বিতীয় নজির রেখেছেন এই কান্দাহার খেরানি। আমার তো মনে হয় সেকন্দরই এতদিন পরে মরে জন্মেছেন কান্দাহার হয়ে। এরও অত্যাচারের সীমা নেই। এই যে উঁচু-নিচু বালির স্তরে এক-একটি কাঠের ফলক পোঁতা আছে, আসলে ওর নীচে ঘুমিয়ে আছে অনেক মানুষ। মানুষকে খুন করে বালিতে পুঁতে তার কঙ্কাল নিয়ে বিদেশে পাচার করার এমন জঘন্য ব্যবসা দুষ্ট লোক ছাড়া আর কে করে ? যাই হোক এই হল অতীতের সেই রংমহল আর আজকের এই রঙ্গভূমি। আজ থেকে এইখানে, এই গুহাতে আমি থাকব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক বিস্ময়ে সব কিছু শুনে প্রণাম করল সাধুবাবাকে। লর্নাও বাবাকে প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে।

এবার ফেরার পালা। সবাই এক-এক করে চেপে বসল উটের পিঠে। একটি উটে দু'জন করেই বসল এবার। এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানাল।

লর্না কাছে এসে সকলের সঙ্গে করমর্দন করে বলল, "আই অ্যাম ভেরি মাচ প্লিজড উইথ ইউ। অ্যান্ড নেভার শ্যাল আই ফরগেট অ্যাবাউট ইউ ইভ্‌ন, হোয়েন ব্যাক টু মাই ওন কান্ট্রি।"

উট চলতে লাগল সাম সন্দের দিকে।

ওরা কাল সন্ধ্যাবেলা থর মরুর বুকে সূর্যাস্ত দেখেছিল। এখন দেখল সূর্যোদয়। সে কী অপূর্ব দৃশ্য!

লর্না মনের আনন্দে একটা গান ধরল। ওদের দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গান, "ইয়েস, ইট'স এ সুপার ট্রুপার লাইফ ইজ গোয়িং টু ফাইভ মি, সাইনিং লাইফ দ্য সান, ফিলিং হেভেন্‌স ওন, ফিলিং লাইফ এ নাম্বার ওয়ান··· ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও সেই গানের সুরে সুর মেলাল।

পঞ্চু ডাকল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

উট চলতে লাগল।

---

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com